সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 11 | Issue 06
23 - 29 FEBRUARY 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ০৬
১০ ফাল্গুন ১৪৩০
১২ শাবান ১৪৪৫হি.

লন্ডনে অমর একুশে উদযাপিত

বিস্তারিত ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

দেশে বিদেশে আলোচনায় সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী

লন্ডনে সম্পদের পাহাড়

২০০ মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের ৩৫০টিরও বেশি সম্পত্তি নিয়ে গড়ে তুলেছেন রিয়েল এস্টেট সাম্রাজ্য

দেশ ডেস্ক, ২৩ ফেব্রুয়ারি : যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের এক এলাকায় ২০২২ সালে ১ কোটি ১০ লাখ পাউন্ডে একটি প্রোপার্টি বিক্রি হয়। ব্রিটেনের বিখ্যাত রিজেন্টস পার্ক এবং লর্ডস ক্রিকেট স্টেডিয়াম থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে অবস্থিত যুক্তরাজ্যের রাজধানীর সবচেয়ে দামি এলাকাগুলোর একটি ওই এলাকা। সেখানে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে কিছু সাদা রঙের বিলাসবহুল বাড়ি। এই এলাকার বাড়ির বিক্রির বিজ্ঞাপনে দেওয়া ছবিতে দেখা যায়, বাড়ির জানালা মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বিস্তৃত। সর্পিল আকৃতির সিঁড়ি বেয়ে ওঠা যায় কয়েক তলা পর্যন্ত। শুধু তাই নয়, সেই বাড়িতে আছে সিনেমা হল এবং জিমনেসিয়ামও।

বর্তমানে এই বাড়ির বাজারমূল্য ১ কোটি ৩০ লাখ পাউন্ডের বেশি। বাড়িটির মালিক বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ ও সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। যুক্তরাজ্যে প্রায় ২০০ মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের ৩৫০টিরও বেশি সম্পত্তি নিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন রিয়েল এস্টেট সাম্রাজ্য।

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি রোববার মার্কিন সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গের বিশেষ এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশি এই রাজনীতিবিদের বিশাল সাম্রাজের ফিরিস্তি তুলে ধরা হয়েছে।

যুক্তরাজ্যে কোম্পানি হাউসের করপোরেট অ্যাকাউন্ট, বন্ধকি চার্জ এবং এইচএম ল্যান্ড রেজিস্ট্রি লেনদেনের ওপর ভিত্তি করে ব্লুমবার্গ সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সম্পদের এই পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে।

গত ৭ জানুয়ারির দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে পাঁচ বছর ভূমিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সাইফুজ্জামান চৌধুরী। এবারের নির্বাচনে তিনি সংসদ সদস্য হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হলেও মন্ত্রিসভায় জায়গা পাননি। তবে সংসদীয় জমি সংক্রান্ত কমিটির

-- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

সংবাদ সম্মেলনে প্রার্থীতা ঘোষণা

বেথনালগ্রীন-স্টেপনিতে লড়বেন রাবিনা খান

দেশ রিপোর্ট, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : ব্রিটেনের আসন্ন পার্লামেন্ট নির্বাচনে বাংলাদেশী অধ্যুষিত বেথনাল গ্রিন ও স্টেপনি আসনে লড়বেন লিবারেল ডেমোক্রেট (লিবডেম) মনোনীত এমপি পদপ্রার্থী রাবিনা খান। ২০ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের গ্রেটোরেক্স স্ট্রিটের মাইক্রোবিজনেস সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর বিস্তারিত ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

কাউন্সিলের নতুন বাজেটে বিপুল বিনিয়োগের প্রস্তাব

- মহিলা এবং পঞ্চাশোর্ধ পুরুষদের জন্য ফ্রি সুইমিং
- বৃটিশ-বাঙালি মহিলাদের জন্য উইমেন্স সেন্টার
- 'কাউন্সিল ট্যাক্স কস্ট-অব-লিভিং রিলিফ ফান্ড' গঠন
- ৫০-৬০ শয্যার স্বতন্ত্র অ্যাডালট কেয়ার হোম
- ইএমএ ভাতা জনপ্রতি ৪০০ থেকে ৬০০ পাউন্ডে উন্নীত
- মাদকাসক্তদের চিকিৎসা কেন্দ্রের জন্য ১.৫ মিলিয়ন পাউন্ড

বিস্তারিত ১৯ নং পৃষ্ঠা ...

আমরা একটি চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে শক্তিশালী আর্থিক অবস্থান তৈরি করেছি: মেয়র লুৎফুর

Send money to Bangladesh in minutes

Cash pick-up | Bank deposit | Mobile Wallet

Services Available in: Stores & Authorised Agents Online / App

Scan to become a Ria Agent:

ria Money Transfer

Any Bank Payout · Southeast Bank Limited · Pubali Bank Limited · AB Bank · Trust Bank · bKash

020 7486 4233 Ria Money Transfer riamoneytransferuk

Ria Financial Services Limited is a company registered in England and Wales. Registered no.: 04263192 Registered office: Part 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, London, United Kingdom, W1U 7EU

লণ্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে পয়লা ফাল্গুন উদযাপিত

লণ্ডন, ২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ : পয়লা ফাল্গুন ও ভালবাসা দিবস উদযাপন উপলক্ষে লণ্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি ছিল প্রকৃতঅর্থেই আনন্দপূর্ণ। ক্লাবের সদস্যরা ভালবাসার স্মৃতিচারণ এবং কবিতা ও গান পরিবেশনের পাশাপাশি হাস্যরসে ও গল্পকথায় অনুষ্ঠানটিকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলেন। নারীদের বর্ণিল শাড়ী ও পুরুষদের বাহারী পাঞ্জাবি অনুষ্ঠানটিতে যোগ করে আবহমান বাংলার বসন্ত উৎসবের আমেজ, যে আমেজ আরও পূর্ণতা পায় ভর্তাসমেত চিতই, মজাদার পোয়া পিঠা, রসালো কালোজাম মিষ্টিসহ নানারকম মুখরোচক খাবারের আয়োজনের মাধ্যমে।

ক্লাবের নবনির্বাচিত ইভেন্ট এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেক্রেটারি রুপি আমিন ও ইসি সদস্য পলি রহমানের পরিচালনায় গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি পহেলা ফাল্গুন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ভালোবাসার স্মৃতিচারণ করেন সাংবাদিক দম্পতি আবু মুসা হাসান ও নিলুফা ইয়াসমিন, শামসুল আলম লিটন ও ডরিনা লাইজু, এবং বুলবুল হাসান ও সায়মা আহমেদ। ক্লাবের সদ্যবিদায়ী প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ এমদাদুল হক চৌধুরী, নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ জুবায়ের, ভাইস প্রেসিডেন্ট তারেক চৌধুরী, সাবেক ট্রেজারার মোসলেহ উদ্দিন আহমদ, মিডিয়া এন্ড আইটি সেক্রেটারি আব্দুল হান্নান, নির্বাহী সদস্য জাকির হোসেন কয়েস, সদস্য সাজু আহমদ, সদস্য মোহাম্মদ রহিম, আনিসুর রহমান আনিস, এখলাসুর রহমান পাক্কু, প্রাইম এস্টেট-এর কর্ণধার কাজী আরিফ প্রমুখ ভালবাসা ও দাম্পত্য জীবন নিয়ে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

ভালবাসা ও ফাল্গুন নিয়ে কবিতা পাঠ করে সহকর্মীদের মুগ্ধ করেন মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল মিলন, উর্মি মাযহার, সারওয়ার-ই আলম, স্মৃতি আজাদ ও রেজাউল করিম মৃধা। গান পরিবেশন করেন মোস্তফা কামাল মিলন, কবি আহমদ ময়েজ, জিয়াউর রহমান সাকলাইন, আব্দুল হামিদ টিপু ও মাসুদুজ্জামান। পুঁথি পাঠ করেন আলাউর রহমান শাহীন।

সন্ধ্যা ছ'টায় শুরু হয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ হয় রাত দশটায়। অনুষ্ঠান শেষে সদস্যরা বাড়ি ফিরে যান ফাল্গুন ও ভালবাসা দিবসে একটি মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠান উপভোগের আনন্দ নিয়ে।

বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডনের উদ্যোগে একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গত ২০ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বাংলাদেশ সেন্টারে নিজস্ব ভবনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সভায় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। দুই পর্বের অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে আলোচনা সভায় বাংলাদেশ সেন্টারের সেন্টারের সহ-সভাপতি মোঃ তফজ্জুল মিয়ার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেনের পরিচালনায় অনুষ্ঠনের শুরুতে সকল ভাষা শহীদদের স্মরণে ১ মিনিট দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করা হয়। পরে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডনের সাবেক সহ-সভাপতি, ও কমিউনিটি নেতা শাহনুর খান, সাবেক সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মানিক মিয়া, সাবেক সহ-সভাপতি সামছুল ইসলাম সেলিম,বর্তমান কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যান গুলনাহার খান, ভাইস-চেয়ারম্যান মামুন রশিদ, ভাইস-চেয়ারম্যান এনায়েত খান,চিফ ট্রেজারার শিব্বির আহমদ, জয়েন্ট ট্রেজারার সাদ চৌধুরী, জয়েন্ট ট্রেজারার সোহেল রহমান, লাইফ মেম্বার বিয়ানীবাজার পৌরসভার সাবেক মেয়র আব্দুস শুকুর, ক্রীড়া সম্পাদক, ময়নুল হক,দিলয়ার হোসেন, কাউন্সিলর কামরুল হোসেন মুন্না, রুহুল আমিন, রেজাউল হায়দার রাজু , ইঞ্জিনিয়ার হাবিবুর রহমান, মুকিত খান মুক্তা প্রমুখ।

বাংলাদেশ সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন বলেন, ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে বাংলা গুরুত্বসহকারে শিখাতে হবে। বাংলাদেশ সেন্টার সে লক্ষ্যে কাজ করছে। অচিরেই সেন্টারের নতুন পদক্ষেপ ঘোষণা করা হবে।

দ্বিতীয় পর্বে ছিলো কবিতা আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাংস্কৃতিক উপ কমিটির আহ্বায়ক ফকরুল আম্বিয়া। আবৃত্তি করেন, নাট্য ও সাংস্কৃতিক কর্মী স্মৃতি আজাদ ও ফকরুল আম্বিয়া। গান পরিবেশন করেন শিল্পী বিনায়েক জয় দেব। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর বাংলাদেশ সেন্টারের শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

WorkPermitCloud Ltd.

A cloud-based solution for all your Immigration needs

Do you

- Need sponsorship licence?
- Need immigration advice?
- Wish to recruit skilled staff?
- Need a robust HR system?

Our Services

- Sponsor Licence Application
- Skilled Worker Visa application
- Health & Care worker Visa application
- Innovator Founder Visa application
- Self-Sponsorship service
- HRM software service

Contact us

+44 020-8087-2343
+44 07888193300(WhatsApp)
info@workpermitcloud.co.uk
workpermitcloud.co.uk

Scan the QR code to visit our website

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

MAN & VAN

Fruits & vegetable wholesale supplier

07582 386 922

www.klsmanandvan.co.uk

অর্থনৈতিক মন্দার কবলে যুক্তরাজ্য

দেশ ডেস্ক, ২৩ ফেব্রুয়ারি : অর্থনৈতিক মন্দার কবলে পড়েছে যুক্তরাজ্য। উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির ফলে গত বছরের শেষ দিকে সংকটের মধ্যে পড়ে দেশটির অর্থনীতি। আর এটি এ বছরে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের জন্য বড় ধাক্কা। খবর সিএনএনের

যুক্তরাজ্যের জাতীয় পরিসংখ্যান কার্যালয় (ওএনএস) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ২০২৩ সালের চতুর্থ প্রান্তিকে যুক্তরাজ্যের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ০ দশমিক ৩ শতাংশ কমেছে, এর আগের তিন মাসে হ্রাস পেয়েছিল ০ দশমিক ১ শতাংশ।

সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়, পরপর দুই প্রান্তিকে জিডিপি হ্রাসের ফলে মন্দার কবলে পড়েছে দেশটির অর্থনীতি। এটি প্রধানমন্ত্রী ---- ১৮ নং পৃষ্ঠা ...

‘সাক্ষাৎকারের জন্য এক মিলিয়ন ডলার দাবি করেছিলেন বরিস জনসন’

দেশ ডেস্ক, ২৩ ফেব্রুয়ারি : মার্কিন সাংবাদিক টাকার কার্লসনকে সাক্ষাৎকার দেয়ার জন্য এক মিলিয়ন ডলার চেয়েছিলেন বৃটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। ব্লেজ টিভির প্রতিষ্ঠাতা গ্লেন বেকের সঙ্গে কথা বলার সময় এ কথা জানান কার্লসন। ফক্স নিউজের ---- ১৮ নং পৃষ্ঠা ...

ইসরায়েলের বর্বর হামলা চলছেই

২৮ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত

দেশ ডেস্ক, ২৩ ফেব্রুয়ারি: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে অবিরাম হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। টানা চার মাসেরও বেশি সময় ধরে চালানো এই হামলায় নারী ও শিশুসহ এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছেন ২৮ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি।

ইসরায়েল গাজার রাফাহতেও হামলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত যুদ্ধবিরতির কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না। এমন অবস্থায় গাজায় চলমান যুদ্ধের বিরুদ্ধে লন্ডনসহ বিশ্বজুড়ে বিক্ষোভ করেছেন লাখো মানুষ। গত রোববার (১৮ ফেব্রুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম ---- ১৮ নং পৃষ্ঠা ...

IFIC MT UK

অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে টাইপ করুন

IFIC Money Transfer UK

টাকা পাঠান বাংলাদেশে

কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে ৬৫০+ আইএফআইসি ব্যাংক শাখা/উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk

0207 247 9670

IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC

FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY Authorised

একুশজনের হাতে একুশে পদক তুলে দিলে প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, একুশ (২১ ফেব্রুয়ারি) আমাদের শিখিয়েছে মাথা নত না করতে। কাজেই আমরা মাথা উঁচু করেই চলব এবং বিশ্বদরবারে মর্যাদা নিয়ে এগিয়ে যাব।

গতকাল রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার 'একুশে পদক-২০২৪' প্রদানকালে তিনি এ কথা বলেন।

জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ একুশজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মাঝে এ পদক তুলে দেওয়া হয়। মরণোত্তর পদক প্রাপ্তদের মধ্যে তাদের স্বজনরা তা গ্রহণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি মর্যাদাবোধও দিয়ে গেছেন। বিজয়ী জাতি হিসেবে সারা বিশ্বে আমরা মাথা উঁচু করেই চলতে চাই। এ কথাটা সবাইকে মনে রাখতে হবে। ১৯৭২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ উদ্ধৃত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা বলেছিলেন, '১৯৫২ সালের আন্দোলন কেবলমাত্র ভাষা আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এ আন্দোলন ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন।'

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা আমাদের যে মর্যাদা দিয়ে গিয়েছিলেন সেই মর্যাদাটা '৭৫-এর পর বাঙালি জাতি হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু আজকে আমি অন্তত এইটুকু দাবি করতে পারি আবার বাঙালি বিশ্বের দরবারে এখন মাথা উঁচু করে চলতে পারে। সেই মর্যাদা আমরা ফিরিয়ে এনেছি। আর এই মর্যাদা আমাদের সমুন্নত রেখেই আগামী দিনে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, কারও কাছে হাত পেতে নয়, ভিক্ষা করে নয়, আমরা আত্মমর্যাদা নিয়ে বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে চলব। কারণ, একুশ আমাদের মাথা নত না করা শিখিয়েছে। কাজেই আমরা মাথা নত করে নয়, মাথা উঁচু করে চলব।

শেখ হাসিনা আবারও তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করায় জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, যারা জনগণের সেবা করে তাদের সেবা করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে হয়। এভাবে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যারা আবদান রেখেছেন বা আমাদের দেশের বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে যারা অবদান রেখেছেন এবং আমাদের সংস্কৃতি, ক্রীড়াসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা অবদান রেখেছেন তাদের সম্মাননা দিতে হবে।

জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর সরকার একটি শিক্ষিত, দক্ষ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন আধুনিক জনশক্তি হিসেবে আজকের প্রজন্মকে গড়ে তুলতে চায় উল্লেখ করে সরকারপ্রধান বলেন, আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ করেছি। সামনে আমাদের

লক্ষ্য 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ে তোলা। কাজেই কেউই অশিক্ষার অন্ধকারে থাকবে না এবং সবাই যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তাদের দক্ষতা ও কর্মশক্তি বিকশিত করতে পারে সেদিকেই আমরা বিশেষভাবে দৃষ্টি দিচ্ছি। তিনি বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ে তোলার পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা আমরা তৈরি করেছি। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সেগুলো সংযুক্ত করে বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছি।

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা সমাজের উন্নয়নের জন্য কাজ করি। এখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান যারা রেখেছেন তাদের যতদূর সম্ভব আমরা সম্মাননা দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি। যারা ভাষা, সাহিত্য শিল্প, কলাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন তাদের পুরস্কৃত করতে পেরে আমরা ধন্য হয়েছি এবং তাদের আমার আন্তরিক অভিনন্দন। এ বছর একুশে পদক পেয়েছেন ২১ জন। যাদের একজন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সীমান্তঘেঁষা ভোলাহাট উপজেলার মুসরিভূজা গ্রামের বাসিন্দা জিয়াউল হক (৯১)। দই বিক্রির টাকায় তিনি গড়ে তুলেছেন লাইব্রেরি ও একটি বিদ্যায়তন। এ ছাড়া স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই দেওয়াসহ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত অনুদান দেন সাদা মনের মানুষ হিসেবে পরিচিত জিয়াউল হক। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে জিয়াউল হকের সমাজসেবামূলক কাজের প্রশংসা করেন এবং পাঠাগারের জন্য একটি ভবন নির্মাণ করে দেওয়ার ঘোষণা দেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি সরকারিকরণের ব্যবস্থা করা যায় কি না সে উদ্যোগও নেবেন বলে জানান। তিনি বলেন, জিয়াউল হককে পুরস্কৃত করতে পেরে আমরা আনন্দিত এ জন্য যে, আমরা সারা বাংলাদেশে যদি খোঁজ করি এরকম বহু গুণীজন পাব। হয়তো দারিদ্র্যের কারণে নয়তো কোনো সামাজিক কারণে নিজেদের মেধা বিকাশের সুযোগ তারা পাননি। কিন্তু সমাজকে, মানুষকে তারা কিছু দিয়েছেন। তারা মানুষের কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করেছেন। যে অর্থ তিনি উপার্জন করেছেন তা দিয়ে হয়তো আরও ভালোভাবে বাঁচতে পারতেন, জীবনকে গড়ে তুলতে পারতেন। কিন্তু নিজের উন্নতি বা ভোগবিলাসের দিকে না তাকিয়ে তিনি জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন।

পদকপ্রাপ্তরা হলেন : সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এবারের একুশে পদক-২০২৪ বিজয়ী ২১ জনের তালিকা প্রকাশ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। একুশে পদকে ভূষিতরা হলেন- ভাষা আন্দোলন বিভাগে মৌ. আশরাফুদ্দীন আহমদ (মরণোত্তর) ও বীর মুক্তিযোদ্ধা হাতেম আলী মিয়া (মরণোত্তর), শিল্পকলায় (সংগীত) জালাল উদ্দীন খাঁ (মরণোত্তর), শিল্পকলায় (সংগীত) বীর মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণী ঘোষ, শিল্পকলায় (সংগীত) বিদিত লাল দাস (মরণোত্তর), শিল্পকলায় (সংগীত) এন্ড্রু কিশোর (মরণোত্তর), শিল্পকলায় (সংগীত) শুভ্রদেব, শিল্পকলায় (নৃত্যকলা) শিবলী মোহাম্মদ, শিল্পকলায় (অভিনয়) ডলি জহুর, শিল্পকলায় (অভিনয়) চিত্রনায়ক এম এ আলমগীর, শিল্পকলায় (আবৃত্তি) খান মো. মুস্তাফা ওয়ালীদ (শিমুল মুস্তাফা), শিল্পকলায় (আবৃত্তি) রূপা চক্রবর্তী, শিল্পকলায় (চিত্রকলা) শাহজাহান আহমেদ বিকাশ, শিল্পকলায় (মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও আর্কাইভিং) কাওসার চৌধুরী, সমাজসেবায় মো. জিয়াউল হক, সমাজসেবায় আলহাজ রফিক আহামদ, ভাষা ও সাহিত্যে মুহাম্মদ সামাদ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো ভাইস চ্যান্সেলর), ভাষা ও সাহিত্যে লুৎফর রহমান রিটন, ভাষা ও সাহিত্যে মিনার মনসুর, ভাষা ও সাহিত্যে রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (মরণোত্তর) এবং শিক্ষায় প্রফেসর ড. জিনবোধি ভিক্ষু। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন পদক বিতরণ পর্বটি সঞ্চালনা করেন এবং পদক বিজয়ীদের সাইটেশন পাঠ করেন। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব খলিল আহমদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হাসনা জাহান খানম স্বাগত বক্তৃতা করেন। সরকারের মন্ত্রিপরিষদ সদস্যবৃন্দ, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাগণ, সংসদ সদস্যগণ, সরকারের ঊর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ, দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীসহ বিশিষ্ট আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সংরক্ষিত নারী আসনে সবার মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা

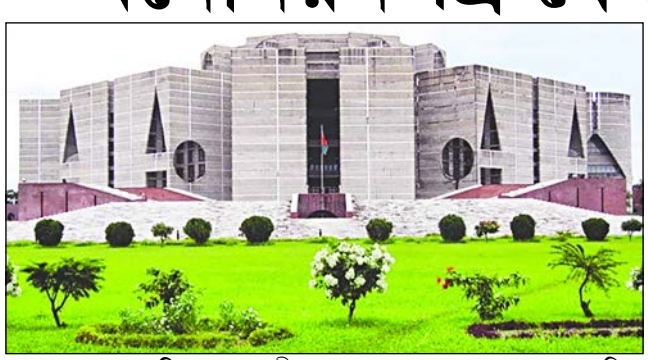

ঢাকা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : দ্বাদশ জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৫০টি আসনে জমা দেওয়া ৫০ জনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। আজ সোমবার এসব মনোনয়নপত্র বাছাই করা হয়। সরাসরি নির্বাচনে দল বা জোটগুলোর পাওয়া আসনের সংখ্যানুপাতিক হারে নারী আসন বণ্টন করা হয়। ১৪ দলীয় জোট এবং স্বতন্ত্র ৬২ জন সদস্যের সমর্থন নিয়ে এবার আওয়ামী লীগ পাচ্ছে ৪৮টি আর জাতীয় পার্টি পাচ্ছে ২টি আসন। গতকাল মোট ৫০ জন প্রার্থী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন।

আজ মনোনয়নপত্র বাছাই শেষে রিটার্নিং কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান তালুকদার বলেন, তিনি মোট ৫০টি মনোনয়নপত্র পেয়েছেন। সব কটি বাছাই করা হয়েছে। এতে ৫০টি মনোনয়নপত্রই বৈধ পাওয়া গেছে। কোনো মনোনয়নপত্র গ্রহণের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আসেনি।

তফসিল অনুযায়ী, ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আপিলের সময় আছে। আপিল নিষপত্তি সময় ২৪ ফেব্রুয়ারি। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২৫ ফেব্রুয়ারি। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন একক প্রার্থীদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে।

বাংলা টাউন
ক্যাশ এন্ড ক্যারি
বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির পরিচায়ক

রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিধা
Tel: 020 7377 1770
Open: Mon-Sun: 8am-9.30pm
67-69 Hanbury Street, Brick Lane,
London E1 5JP

ভূমধ্যসাগরে দুর্ঘটনায় নিহত ৮জনই বাংলাদেশি

ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি : লিবিয়া থেকে নৌকায় সাগরপথে ইউরোপ যাত্রাকালে তিউনিশিয়া উপকূলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ৯ অভিবাসী মারা গেছেন। এদের মধ্যে ৮ জন বাংলাদেশি এবং একজন পাকিস্তানি নাগরিক। তিউনিশিয়া উপকূলে গেলে মধ্যরাত ৪টা ৩০ মিনিটে নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে। নৌকাটিতে মোট ৫৩ জন ছিল। এদের মধ্যে ৫২ জন যাত্রী এবং একজন ছিল নৌকার চালক। দুর্ঘটনার পর চালকসহ ৫৩

জনের মধ্যে ৪৪ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। এদের মধ্যে ২৭ জন বাংলাদেশি নাগরিক রয়েছেন।

বাকিদের মধ্যে পাকিস্তানের ৮ জন, সিরিয়ার ৫ জন, মিশরের ৩ জন ও নৌকাচালক রয়েছেন (মিশরীয় নাগরিক)। ওই ঘটনায় নৌকায় থাকা ৯ জন যাত্রী মারা গেছেন। এদের মধ্যে ৮ জন বাংলাদেশি নাগরিক।

এ ছাড়া ওই ঘটনায় ২৭ বাংলাদেশি নাগরিককে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। ত্রিপোলির বাংলাদেশ দূতাবাস গণমাধ্যমকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারি একটি অভিবাসী দল নৌকায় স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ১১টায় লিবিয়ার জুয়ারা উপকূল থেকে ইউরোপের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। যাত্রাপথে নৌকাটি

ইতালির 'মরণযাত্রা'য় নিহত রাজৈরের ৫ যুবক

মাদারীপুর প্রতিনিধি জানায়, অবৈধভাবে সমুদ্র পথে ইতালি যাওয়ার সময় মাদারীপুরের রাজৈরের ৫ যুবক নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন। এ খবরে এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আদরের সন্তানদের হারিয়ে দিশাহারা পরিবারগুলো। কোনোভাবেই থামছে না তাদের আহাজারি। মরদেহ দেশে আনার দাবি স্বজনদের। এই ঘটনায় দালালদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন তারা।

জানা যায়, আফ্রিকার দেশ লিবিয়া থেকে ইউরোপে পাড়ি দেয়ার সময় ভূমধ্যসাগরের তিউনিশিয়া উপকূলে নৌকা ডুবে ৮ বাংলাদেশি নিহত হয়। মঙ্গলবার তাদের পরিচয় প্রকাশ করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এই খবরে নিহতদের পরিবারে চলছে শোকের মাতম। আদরের সন্তান আর কোনো দিন ঘরে ফিরবে না, এই শোক কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না স্বজনরা। আজাহারিতে ভারী চারপাশের পরিবেশ। এদিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য থেকে জানা যায়, নৌকায় মাঝিসহ ছিলেন ৫৩ জন। এদের মধ্যে ৮ বাংলাদেশি মারা গেছেন। যাদের ৫ জনের বাড়ি মাদারীপুরের রাজৈরে। নিহতরা হলেন- মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার সেনদিয়া গ্রামের সুনীল বৈরাগীর ছেলে সজল বৈরাগী, একই উপজেলার পরিতোষ বিশ্বাসের ছেলে নয়ন বিশ্বাস, ইউসুফ আলীর ছেলে মামুন শেখ, কাজী মিজানুরের ছেলে কাজী সজীব ও কায়সার।

স্বজনরা জানান, গত ১৪ই জানুয়ারি উপজেলার বেশ কয়েকজন যুবক ইতালির উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন। তিউনিশিয়ার ভূমধ্যসাগরে নৌকার ইঞ্জিন ফেটে যায়। ব্যাংক ঋণ ও সুদে এনে দালালদের দেয়া টাকা পরিশোধ করা নিয়ে দুশ্চিন্তায় তারা। স্বজনদের অভিযোগ, মানবপাচারকারি চক্রের সক্রিয় সদস্য গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলার রাঘদি ইউনিয়নের সুন্দরদী গ্রামের বাদশা কাজীর ছেলে মোশারফ কাজী ইতালি নেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে প্রত্যেকের থেকে ১৩-১৫ লাখ টাকা নেয়। পরে অতিরিক্ত যাত্রীবোঝাই করে ইঞ্জিনচালিত নৌকায় ইতালি পাঠালে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই কাজে সহযোগিতা করে মোশারফের ছেলে যুবরাজ কাজী। এমন ঘটনায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন স্বজন ও এলাকাবাসী। পুলিশ সুপার মাসুদ আলম জানান, নিহতদের পরিবার মামলা করলে পুলিশ সব ধরনের আইনি পদক্ষেপ

বাংলা ভাষা ছড়িয়েছে বিদেশে, অনাগ্রহ দেশে

ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি : বাংলা ভাষা ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন শহরে নির্দিষ্ট স্থানগুলোয় এখন চোখে পড়ে সারি সারি বাংলা সাইনবোর্ড। কান পাতলেই শোনা যায় বাংলায় কথাবার্তা। কিছু শহরে পুরোপুরি বাংলা ভাষায় করা যায় সব কাজ। কেনাকাটা থেকে শুরু করে চিকিৎসা সবই করা যায় বাংলায়। ভিন্ন কোনো ভাষায় কথা বলার প্রয়োজনও হয় না অনেক স্থানে। প্রবাসীদের মাধ্যমে বাংলা ভাষার এ বিস্তারের পাশাপাশি বিদেশিদের বাংলা ভাষা নিয়ে গবেষণাও বেড়েছে। তবে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বাংলা উপেক্ষা করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় বিদেশি ভাষা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ইংরেজি মাধ্যমে তো বটেই, বাংলা মাধ্যমেও এখন শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইংরেজিতে কথা বলার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

মার্কিন মুলুকের নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে ঢুকে পড়লে যে-কারও মনে হতে পারে বাংলাদেশে এসে পড়েছে। এখানে বেশ কয়েকটি সড়ক পুরোপুরিই বাংলাদেশিদের দখলে। এখানকার ভবন, স্থাপনা, দোকানপাটের অনেকটিই বাংলাদেশিদের তত্ত্বাবধানে চলে। জ্যাকসন হাইটসকে অনেকে নিউইয়র্কের গুলিস্তানও বলে থাকেন। ছুটির দিনে রাস্তায় হাঁটলে যার সঙ্গেই ধাক্কা লাগবে, সে-ই কথা বলবে বাংলায়। শুধু নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস নয়, এখন ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসের থার্ড স্ট্রিট ও আলেকজান্দ্রিয়া অ্যাভিনিউর মাঝামাঝি এলাকাটিতে গেলেও চোখে পড়ে বাংলা ভাষার বাংলাবাজার, স্বদেশ, দেশি, আলাদিন নানা নামের সাইনবোর্ড। প্রায় এক দশক আগে এ জায়গাটি 'লিটল বাংলাদেশ' নামে স্বীকৃতি দিয়েছে লস অ্যাঞ্জেলেস শহর কর্তৃপক্ষ। লিটল বাংলাদেশকে লস অ্যাঞ্জেলেসের বুকে এক টুকরো বাংলাদেশ বললে অত্যুক্তি মনে হবে না কারও। কানাডার টরন্টোর ডানফোর্ড অ্যাভিনিউতেও দেখা মেলে বাংলা সাইনবোর্ডের। যুক্তরাজ্যের পূর্ব লন্ডনের ব্রিক লেন ও আশপাশ এলাকা বেশ কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশি অভিবাসী অধ্যুষিত। অনেক দিন ধরেই এলাকাটির আনুষ্ঠানিক নাম বাংলাটাউন। এখানকার সড়কগুলোর নামও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় লেখা। লন্ডনের তিনটি ডিস্ট্রিক্ট-ক্যামডেন, নিউহ্যাম ও টাওয়ার হ্যামলেটসে 'বাংলা' দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যবহৃত ভাষা। সিঙ্গাপুরের মোস্তফা সেন্টারের কাছে রয়েছে মিনি বাংলাদেশ। এখানে পান-বিড়ি, ফ্লেক্সিলোড, ইন্টারনেট, সেলুন, বিকাশ-বাংলায় কী লেখা নেই রাস্তার পাশের দোকানের সাইনবোর্ডে! রয়েছে ঢাকা রেস্টুরেন্ট, হীরাঝিল রেস্টুরেন্ট এবং কম খরচে থাকাখাওয়ার প্রতিষ্ঠানের বাংলা ভাষার সাইনবোর্ড। শুধু এসব শহরেই নয়, একই রকম এলাকা আছে সৌদি আরবের জেদ্দা শহরের মুসনা, গুলিল, পবিত্র মক্কা-মদিনা; দুবাই, বাহরাইন, ওমান, কাতার, ইতালির রোম, স্পেনের মাদ্রিদ, বার্সেলোনা; জার্মানির বার্লিন, গ্রিসের এথেন্স, জাপানের টোকিও, দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন, জোহানেসবার্গ, থাইল্যান্ডের ব্যাংককের সুকুমভিতসহ বিভিন্ন দেশে। এসব শহরের এক বা একাধিক এলাকায় বাঙালিপাড়া, বাঙালিবাজার বা বাঙালিদের মিলনক্ষেত্র গড়ে তুলতে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নত হওয়ায় চীনে বাংলা ভাষা শেখার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। সে দেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা নিয়ে শুরু হয়েছে গবেষণা। বাংলা ভাষার কোর্স চালু হয়েছে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

নিউইয়র্ক, সিডনি, লন্ডন, প্যারিসসহ বিভিন্ন শহরে এখন বেশ কয়েকটি বাংলা কাগজ বের হয়, বাংলা বইয়ের দোকানও আছে এসব শহরে। নিউইয়র্কে আধা ডজন বাংলা কমিউনিটি টেলিভিশনও চালু হয়েছে। এ শহরগুলোসহ মধ্যপ্রাচ্যের বেশির ভাগ শহর, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপসহ প্রবাসে ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানো সম্ভব শুধু বাংলায় কথা বলে। বিশ্বের বিভিন্ন কোনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রায় দেড় কোটি বাংলাদেশি বাংলা ভাষার বিষয়ে বিশ্বব্যাপী আগ্রহ তৈরির সোপান হিসেবে কাজ করছে। এ ছাড়া আফ্রিকাসহ বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী

MQ HASSAN SOLICITORS & COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa

MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.

*Competitive fees
*Excellent service

37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)

দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে

M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT

■ আকর্ষণীয় রেট
■ বিকাশ সার্ভিস
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ ঘরে বসে অনলাইনে ট্রান্সফার
■ ব্যারো ডি চেঞ্জ

ব্যাংকে টাকা কমেছে বেড়েছে হাতে হাতে

ঢাকা, ২০ ফেব্রুয়ারি : ব্যাংক থেকে নগদ টাকা তুলে ঘরে রাখার প্রবণতা আবার বেড়েছে। গত ডিসেম্বরে গ্রাহকেরা ব্যাংক থেকে প্রায় সাড়ে ৬ হাজার কোটি টাকা তুলে নিয়েছেন। এসব টাকা ওই মাসে আর ব্যাংকে ফেরত আসেনি। ফলে এই টাকা রয়ে গেছে মানুষের হাতে। গত ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকব্যবস্থার বাইরে থাকা টাকার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৫৪ হাজার ৮৬০ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের মাসভিত্তিক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, গত জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের আগে ডিসেম্বরে নগদ টাকার লেনদেন বেড়ে যায়। এ ছাড়া উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে অনেক মানুষ সঞ্চয় ভাঙাচ্ছেন। আবার বছরের শেষে অনেকে দেশুবিদেশ ঘুরতে যান তাতেও নগদ টাকা বেশি খরচ হয়। আবার বিয়েশাদিসহ নানা অনুষ্ঠানও থাকে। সব মিলিয়ে তাই ব্যাংক থেকে নগদ টাকা তোলা বেড়ে গেছে। এসব অর্থ কিছুদিন পর আবার বিভিন্ন হাত ঘুরে ব্যাংকে ফিরে আসবে।

উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষ ব্যাংক থেকে টাকা তুলে খরচ করছে। সামনে মূল্যস্ফীতি কমবে, এমন সম্ভাবনাও দেখছে না। আবার অনেকে অনিশ্চয়তার কারণে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিচ্ছে। কারণ, কিছু ব্যাংকের অবস্থা খারাপ হয়েছে।

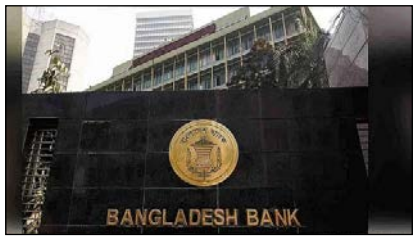

এদিকে গত জুলাইয়ে ব্যাংকঋণের সুদহারের নির্দিষ্ট সীমা তুলে নেওয়া হয়। এরপর থেকে ব্যাংকগুলো আমানতেরও সুদহার বাড়াতে শুরু করে। কিন্তু সুদ বাড়িয়েও কাঙ্ক্ষিত আমানত পাচ্ছে না ব্যাংকগুলো। কোনো কোনো ব্যাংক যে পরিমাণ নতুন আমানত পাচ্ছে, তার চেয়ে বেশি আমানত তুলে ফেলছেন গ্রাহকেরা। আবার ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে টাকা দিয়ে ডলার কেনার কারণেও ব্যাংক খাতে টাকার টান পড়েছে। পাশাপাশি সরকারি ট্রেজারি বিলে বিনিয়োগ বাড়িয়েছে ব্যাংকগুলো। ফলে তারল্যসংকটে পড়েছে বেশির ভাগ ব্যাংক। এ সংকটে সবচেয়ে পড়েছে প্রচলিত ধারার দুটি ও শরিয়াহভিত্তিক পাঁচ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর সালেহউদ্দিন আহমেদ গতকাল বলেন, ‘উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষ ব্যাংক থেকে টাকা তুলে খরচ করছে। সামনে মূল্যস্ফীতি কমবে, এমন সম্ভাবনাও দেখছে না। আবার অনেকে অনিশ্চয়তার কারণে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিচ্ছে। কারণ, কিছু ব্যাংকের অবস্থা খারাপ হয়েছে। কয়েকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের টাকা ফেরত দিচ্ছে পারছে না। এ অবস্থায় অনেকে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে জমি-ফ্ল্যাটেও বিনিয়োগ করছে। এমন পরিস্থিতি অর্থনীতির জন্য ভালো লক্ষণ নয়।’

সালেহউদ্দিন আহমেদ আরও বলেন, ব্যাংক খাতের পরিস্থিতির উন্নতি করতে হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে শক্ত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নিয়মকানুন পরিপালনে কাউকে কোনো ছাড় দেওয়া যাবে না। তাতে ব্যাংকের প্রতি মানুষের আস্থা বাড়বে, ধীরে ধীরে পুরো খাত ঠিক হয়ে আসবে।

‘ডিসেম্বরে বেশির ভাগ ঋণ পরিশোধের সময় নির্ধারণ করা থাকে। এই সময়ে অনেকে আমানত ভেঙে ঋণ পরিশোধ করে। এ জন্য আমানত তেমন বাড়েনি। এদিকে নির্বাচনের কারণে নগদ টাকার ব্যবহার অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ব্যাংকের বাইরে টাকা বেড়ে যাওয়ার এটা একটা কারণ হতে পারে। তবে এসব টাকা আবার ব্যাংকে ফিরে আসবে।’

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত ডিসেম্বরে ব্যাংক খাতে ছাপানো টাকার পরিমাণ (রিজার্ভ মানি) ছিল ৩ লাখ ৭২ হাজার ৩১৫ কোটি টাকা। নভেম্বর মাসে যা ছিল ৩ লাখ ৪০ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা। সেই হিসাবে এক মাসেই ছাপানো টাকার পরিমাণ বেড়েছে ৩১ হাজার ৯৪৫ কোটি টাকা। ছাপানো টাকার বড় অংশ থাকে মানুষের হাতে ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভলটে। বাকি অংশ বাংলাদেশ ব্যাংকের ভলটে জমা থাকে।

গত ডিসেম্বরে মানুষের হাতে নগদ টাকার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় ব্যাংকের ভলটে থাকা টাকার পরিমাণ কমে গেছে। ডিসেম্বরে ২৪ হাজার ৭৯০ কোটি টাকা ছিল বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভলটে। গত নভেম্বরে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ভলটে ছিল ২৬ হাজার ৬৯ কোটি টাকা। ডিসেম্বরে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভলটে ছিল ৯২ হাজার ৬৬৫ কোটি টাকা, নভেম্বরে যার পরিমাণ ছিল ৬৫ হাজার ৮৫৯ কোটি টাকা। ডিসেম্বরে ব্যাংকের বাইরে মানুষের হাতে ছিল ২ লাখ ৫৪ হাজার ৮৬০ কোটি টাকা, নভেম্বরে যা ছিল ২ লাখ ৪৮ হাজার ৪৪১ কোটি টাকা।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর বলেন, ‘মূলত নির্বাচনের কারণে ব্যাংকব্যবস্থার বাইরে টাকার পরিমাণ বেড়েছে। প্রার্থীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই টাকা খরচ করেছেন, যা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এই টাকা আবার ঘুরে ব্যাংকে আসবে। পাশাপাশি উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণেও মানুষ সঞ্চয় ভাঙিয়ে দৈনন্দিন খরচ মেটাচ্ছেন। আবার ব্যাংক খাতে অব্যবস্থাপনার কারণেও কেউ কেউ টাকা তুলে নিচ্ছেন। এখন ব্যাংকগুলো আমানতের সুদ বাড়িয়ে দেওয়ায় এসব টাকা দ্রুতই ব্যাংকে ফিরে আসবে।’

মির্জা ফখরুল হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসক দেখালেন

ঢাকা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : কারামুক্ত হওয়ার দুই দিন পর শনিবার ঢাকায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসক দেখিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তাঁর হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন নেই এবং বাসায় থেকেই চিকিৎসা নেবেন বলে চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন জানিয়েছেন। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ঢাকায় তাঁর গুলশানের বাসা থেকে শ্যামলীতে বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসক দেখান। গত বৃহস্পতিবার তিনি ঢাকার কেরানীগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পান।

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেন, ‘মহাসচিবের আগে থেকেই শারীরিক কিছু জটিলতা ছিল। কারাগারে থাকার সময় আরও কিছু উপসর্গ দেখা দেয় এবং তাঁর ওজন প্রায় ছয় কেজি কমে গেছে।’

সে জন্য মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আজ হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসক দেখিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন জাহিদ হোসেন। তিনি জানান, স্পেশালাইজড হাসপাতালে গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অধ্যাপক শামসুল আরেফিন তাঁকে দেখেছেন, প্রয়োজনীয় চিকিৎসাপত্র দিয়েছেন।

তবে জাহিদ হোসেন বলেন, মির্জা ফখরুলের শারীরিক অবস্থা এখন ভালো। তিনি বাসায় থেকেই চিকিৎসা নেবেন। আগামী বৃহস্পতিবার একটি পরীক্ষার জন্য এই হাসপাতালে তাঁকে আবার যেতে হবে।

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল

ইসলাম আলমগীর জাতীয় নির্বাচনের আগে বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে সাড়ে তিন মাস কারাগারে থাকার পর কেরানীগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান বৃহস্পতিবার। একই দিনে একই কারগার থেকে মুক্তি পান বিএনপির আরেক নেতা আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গত ২৯ অক্টোবর গ্রেপ্তার হন। তাঁর বিরুদ্ধে গত ২৮ অক্টোবর এবং এর পরের সংঘর্ষ ও সহিংসতাকে কেন্দ্র করে ১১টি মামলা হয়। সব কটি মামলায় জামিন পাওয়ার পর মুক্তি পান তিনি। অন্যদিকে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর বিরুদ্ধে ১০টি মামলা হয়। পুলিশ সদস্য হত্যা মামলায় আমীর খসরুকে গত ২ নভেম্বর রাতে গ্রেপ্তার করা হয়।

Get Ramadan ready

Find loads more in store
lidl.co.uk/ramadan

99p 100g

£4.49 500g

£1.79 1kg

Retail Industry awards 2023
SUPERMARKET OF THE YEAR
WINNER

LIDL

Big on quality
Lidl on price

lidl.co.uk/ramadan

Subject to availability. Selected stores. GB only. Each store will receive limited stock, when it is gone it is gone. Packaging, sizes & measurements may vary. Prices correct at time of going to print & valid for a limited period only. Natco Turmeric 100g 99p, 99p/100g. Laila Pure Butter Ghee, 500g £4.49, £8.98/kg. Laila Chana Dal 1kg £1.79, £1.79/kg.

হকার উচ্ছেদ ও যানজট নিরসন
সিলেটের মেয়রকে ব্যবসায়ীদের ১৫ দিনের আলটিমেটাম

সিলেট, ২১ ফেব্রুয়ারি : সিলেটের মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী ব্যবসায়ীদের দেয়া প্রথম প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেননি। ১৬ই জানুয়ারি ব্যবসায়ী সংগঠনের এক সভায় নিজেই বলেছিলেন; এক মাসের মধ্যে নগরের হকার সমস্যার সমাধান করবেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারি ছিল তার প্রতিশ্রুতির শেষ দিন। এ সময়ে হকারমুক্ত নগর হওয়া তো দূরের কথা বরং হকারদের দখলদারিত্ব বেড়েছে। নগরের গুরুত্বপূর্ণ কোর্ট পয়েন্ট, বন্দরবাজার, সিটি পয়েন্ট, জিন্দাবাজার সহ কয়েকটি এলাকায় হাঁটা-চলাই দায় হয়ে পড়েছে। এতে করে যানজট তীব্র আকার ধারণ করেছে। প্রতিশ্রুত সময় পেরিয়ে গেলেও মেয়রের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের কিছুই জানানো হয়নি। এতে ক্ষুব্ধ সিলেটের ব্যবসায়ীরা। তারা নতুন করে ফুটপাথ-সড়ক দখল মুক্তকরণ, যানজট নিরসনে ১৫ দিনের আলটিমেটাম দিয়েছেন। বলেছেন; এ সময়ের মধ্যে নগরের ফুটপাথ-সড়ক দখল মুক্তকরণ, যানজট নিরসন না হলে দুর্বার আন্দোলনে নামবেন।

সিলেট মহানগর ব্যবসায়ী ঐক্য কল্যাণ পরিষদের সভাপতি আব্দুর রহমান রিপন গতকাল বিকালে জানিয়েছেন, 'মেয়রের কথায় আমরা আশ্বস্ত হয়েছিলাম।

কিন্তু সমস্যা দূর হওয়া তো দূরের কথা, বরং দিন দিন সংকট আরও তীব্র হয়েছে। এ কারণে আমরা আন্দোলনের চিন্তা-ভাবনা করছি।' তিনি বলেন- 'সামনে রমজান। এই অবস্থা চলতে থাকলে পরিস্থিতি আরও জটিল হবে। বিষয়টি নিয়ে তারা মেয়রের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন বলে জানান।' এদিকে- সোমবার রাতে সর্বস্তরের ব্যবসায়ী ও ভুক্তভোগীদের এক সভায় এই আলটিমেটাম প্রদান করা হয়। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সংসদ সদস্য শফিউল আলম চৌধুরী নাদেলও।

বৈঠকে নাদেল বলেন- 'সিসিক মেয়রকে নিয়ে নগরীর যানজট, ফুটপাথ ও রাজপথ দখল মুক্ত করতে তিনি সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন।' বৈঠকে ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ বলেন- 'সিলেট নগরীতে যানজট সৃষ্টির যেসব কারণ তার মধ্যে একটি রাস্তা ও ফুটপাথ দখল। এ ছাড়া নগরীর সরু রাস্তাগুলোতে গাড়ি পার্কিং করে রাখা। ফুটপাথের পাশাপাশি রাস্তার বেশির ভাগ অংশও তাদের দখলে। ফলে এ রাস্তায় যানজট

লেগেই আছে। পুরো বন্দরবাজার ও তার আশপাশ জুড়ে রয়েছেন ভাসমান বিক্রেতারা। সাবেক মেয়র জিন্দাবাজার থেকে চৌহাট্টা পর্যন্ত রিকশা চলাচল বন্ধ করেছিলেন। যার উপকারও পেয়েছিলেন ব্যবসায়ীরা। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে এখন এ নিয়ম মানা হচ্ছে না। তাছাড়া মেয়র এক মাসের মধ্যে নগরীকে হকার ও যানজট মুক্ত ঘোষণা দিলেও তার বাস্তবায়ন নগরবাসী এখনো প্রত্যক্ষ করেনি।'

সিলেট জেলা ব্যবসায়ী ঐক্য কল্যাণ পরিষদের সভাপতি মো. আতিকুর রহমান ও মহানগর ব্যবসায়ী ঐক্য কল্যাণ পরিষদের সভাপতি আব্দুর রহমান রিপনের যৌথ সভাপতিত্বে ও নিয়াজ আজিজুল করিম এবং আব্দুল মুনিম মুন্নার যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেট মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুর জব্বার জলিল, পরিচালক আবু হুরায়রা আহমদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজী এমএ মতিন, হাজী নওয়াব আলী ভেজিটেবল মার্কেট সমিতির সভাপতি হোসেন আহমদ, কালীঘাটের প্রবীণ ব্যবসায়ী ও সাবেক চেয়ারম্যান আবুল কালাম, মিরাবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ফয়েজ আহমদ দৌলত।

ধীরে চলছে নগর কর্তৃপক্ষ: সিলেট নগরের ফুটপাথ থেকে হকার উচ্ছেদ করতে ধীরে চলছে নগর কর্তৃপক্ষ। তারা বলছেন- এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। হকারদের উচ্ছেদ না করে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে সিলেটের ফুটপাথ দখলকারী হকারদের তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে। হকারদের দাবি মতো নগরের লালদিঘীরপাড় হকার মার্কেট মাঠকে প্রস্তুত করতে কাজ শুরু করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে মাঠের সংস্কার করতে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী প্রকৌশলী নুর আজিজুর রহমান জানিয়েছেন- 'রমজানের আগেই নগরের ফুটপাথ থেকে হকারদের সরিয়ে নিতে কাজ চলছে। মাঠ প্রস্তুত হলে হকারদের জন্য নির্ধারিত জায়গা বরাদ্দ দেয়া হবে। এরপর তাদের ওখানে নিয়ে যাওয়া হবে।' সিলেট হকার ঐক্য পরিষদের সভাপতি আব্দুর রকিব জানিয়েছেন- 'তারা হকারদের তালিকা প্রস্তুত করছেন। প্রায় ২ হাজার হকারের তালিকা করা হচ্ছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে তারা হকারদের কাছে এই তালিকা হস্তান্তর করবেন। তালিকা মতো ভূমি বরাদ্দ পেয়ে তারা ফুটপাথ ছেড়ে নির্ধারিত জায়গায় চলে যাবেন।'

'আমি গরিব মানুষ, টাকার লোভে পোলাডারে হারাইলাম'

ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি : 'আমি গরিব মানুষ। টাকার লোভে পোলাডারে ইতালি পাঠাতে চাইছিলাম। জমিজমা বিক্রি করে দালালের কাছে টাকা দিয়েছি। এখন আমার সবই শেষ হয়ে গেল। আমার বাবারে শেষবারের মত একবার দেখতে চাই।' তিউনিসিয়ায় নৌকাডুবিতে নিহত সজল বৈরাগীর বাবা সুনীল বৈরাগী আক্ষেপ করেই এ কথাগুলো বলছিলেন। এখন সরকারের সহযোগিতায় সজলের মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি জানান ছেলে হারা এ বাবা।

২ মাস আগে মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার সেনদিয়া গ্রামের সজল বৈরাগী (২৫), খালিয়া ইউনিয়নের পশ্চিম স্বরমঙ্গল গ্রামের ইউসুফ আলী শেখের ছেলে মামুন শেখ (২০), কবিরাজপুর ইউনিয়নের কিশোরদিয়া গ্রামের মৃত তোঁতা খলিফার ছেলে কায়সার খলিফা (৩৫) ও বাজিতপুর ইউনিয়নের কোদালিয়া গ্রামের মিজানুর রহমান কাজীর ছেলে সজীব কাজীসহ (১৮) বেশ কয়েকজন যুবক ইতালির উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হন। বুধবার তাদের লিবিয়া থেকে ইঞ্জিনচালিত ছোট নৌকায় তুলে দেয় দালাল। নৌকাটির ধারণক্ষমতা ৩২ জন হলেও তাতে ওঠানো হয় ৫২ জনকে। পথে ভূমধ্যসাগরে নৌকাডুবিতে মামুন, সজল, কায়সার, সজীবসহ মারা যান ৯ জন। তাদের মধ্যে পাঁচজনের বাড়ি মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলায়।

এ ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত দালাল মোশারফ কাজী দীর্ঘদিন ধরে লিবিয়া বসবাস করছেন। ইতালি পাঠাতে দেশে যুবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তার ছেলে যুবরাজ।

KUSHIARA
Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service
বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত
IATA Biman Bangladesh Airlines British Airways Turkish Airlines Qatar Airways Kuwait Airways Emirates
Hotline 0207 790 1234 0207 790 9888
Mobile 07956 304 824
We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro
Worldwide Money Transfer
Bureau De Exchange
Cargo Services
আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।
ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।
আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।
Address: 319 Commercial Road, London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888, 020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only: 07424 670198,07908 854321
For Bangladesh Phone & Whatsapp: +880 1313 088 876, +880 1313 088 877
We are Open 7 Days a Week 10 am to 8 pm
For More Information kushiaratravel@hotmail.com
St> is-04-cont

LAWMATIC SOLICITORS
আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন
ASADUZZAMAN FAKHRUL ISLAM SAYED HASAN SALAH UDDIN SUMON
Immigration and Nationality — ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children — ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury — পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation — লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment — প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness — হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant — ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits — ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery — মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate — উইলস ও প্রবেট
Mediation — মিডিয়েশন
Road Traffic Offence — রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation — ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime — ক্রাইম
Conveyancing — কনভেয়েনসিং
132 Cavell Street London E1 2JA | T : 0208 077 5079 F : 0208 077 3016 | www.lawmaticsolicitors.com info@lawmaticsolicitors.com

শিশু বক্তা রফিকুল ইসলামকে আটকের গুজব

সুনামগঞ্জে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ ২১ রাউন্ড রাবার বুলেট নিক্ষেপ

সিলেট, ২১ ফেব্রুয়ারি : সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে আলোচিত শিশু বক্তা মুফতি রফিকুল ইসলাম মাদানীকে তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের মঞ্চে প্রবেশে বাধা দেয়াকে কেন্দ্র করে উপস্থিত মুসল্লি এবং পুলিশের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ২১ রাউন্ড রাবার বুলেট ও ২ রাউন্ড গ্যাস ছুড়েছে। এতে সালাউদ্দিন এবং ওসমান নামের দুই পুলিশ সদস্য আহত ও এক মাদ্রাসাছাত্র আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তাৎক্ষণিক ৪ জনকে আটক করেছে পুলিশ। এরা হলেন- উপজেলার উত্তর বড়দল ইউনিয়নের মাহারাম গ্রামের ফজলুর রহমানের ছেলে মোজাম্মিল হক লিটন (৩৩), একই ইউনিয়নের কাস্তাল গ্রামের মৃত মাওলানা তবারক ইসলামের ছেলে রায়হান, পৈলানপুর গ্রামের মৃত সিরাজুল ইসলামের ছেলে বশির আহমেদ (৩৮), তার সহোদর নাসির উদ্দিন। গত সোমবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার বাদাঘাট পুলিশ তদন্তকেন্দ্রে এ ঘটনাটি ঘটেছে।

জানা যায়, উপজেলার বাদাঘাট বাজার সংলগ্ন 'বাদাঘাট আলেয়া মাদ্রাসা' মাঠে হিলফুল ফজল পরিষদ নামে একটি সংগঠন ১৯ ও ২০শে ফেব্রুয়ারি দুই দিনব্যাপী তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি করা হয় আলোচিত শিশু বক্তা মুফতি রফিকুল ইসলাম মাদানীকে। মাহফিলে অন্য বক্তাদের ওয়াজ শেষে প্রধান অতিথি মঞ্চে আসতে চাইলে অনুমতি না থাকায় পুলিশ তাতে বাধা দেয়। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মাহফিলে উপস্থিত মুসল্লিরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। হঠাৎ মঞ্চে সংবাদ আসে রফিকুল ইসলাম মাদানীকে আটক করে পুলিশ তদন্তকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর মুসল্লিরা ক্ষিপ্ত

হয়ে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে বাদাঘাট তদন্তকেন্দ্রে ঘেরাও করতে চাইলে পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। প্রায় ঘণ্টাখানেক সংঘর্ষের পর পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ নিতে ২৫ রাউন্ড রাবার বুলেট ও ২ রাউন্ড গ্যাস ছুড়ে। এ ঘটনায় এলাকায় বর্তমানে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। এইদিকে ঘটনার পর পর অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার অর্থ ও প্রশাসন (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ আবু সাঈদ, সহকারী পুলিশ সুপার (তাহিরপুর সার্কেল) মো. নাসিম উদ্দিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

বাদাঘাট পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের ইনচার্জ এসআই নাজমুল ইসলাম জানান, বাদাঘাট বাজার সংলগ্ন বাদাঘাট মাদ্রাসা মাঠে হিলফুল ফজল পরিষদ নামে একটি সংগঠন প্রশাসনের অনুমতি ছাড়াই ১৯ ও ২০শে ফেব্রুয়ারি দুই দিনব্যাপী তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের আয়োজন করে। গত সোমবার বাদ জোহর মাহফিল শুরু হয়ে রাত ১২টা অবধি সমাপ্ত হয়। হঠাৎ শিশু বক্তা মুফতি রফিকুল ইসলাম মাদানীকে মাহফিলে আসতে বাধা দেয়া হচ্ছে বলে মুসল্লিগণের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে দেয়া হয়। রফিকুল ইসলাম মাদানীকে আটক করে পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। তারপর শত শত মুসল্লিগণ সংঘবদ্ধ হয়ে বাদাঘাট পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের চারপাশে জড়ো হয়ে অতর্কিতভাবে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে হামলা, ভাঙচুর করেছে। এ ঘটনায় দুই পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে।

তাহিরপুর থানার (ওসি) মো. নাজিম উদ্দিন দৈনিক জানান, রফিবুল ইসলাম মাদানীকে পুলিশ আটক করেনি, তিনি মূলত তাফসির মাহফিলে আসেননি। এটি গুজব রটিয়ে পুলিশ তদন্তকেন্দ্রে হামলা চালানো হয়েছে। পুলিশ আত্মরক্ষার্থে ২৫ রাউন্ড রাবার বুলেট ও ২ রাউন্ড গ্যাস নিক্ষেপ করেছে। এ ঘটনায় তাৎক্ষণিক ৪ জনকে আটক করেছে পুলিশ। বিষয়টি খতিয়ে দেখে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। তবে, মানবজমিন থেকে শিশু বক্তা রফিকুল ইসলাম মাদানী মঞ্চের আশপাশে ছিলেন বলে

যা বললেন মুখপাত্র

জাতিসংঘের দাফতরিক ভাষা হবে কবে

ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি : জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক বলেছেন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা এবং সংস্কৃতির বৈচিত্র্য খুবই প্রয়োজনীয় এবং তা ঘিরেই আমাদের বহুমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। তবে জাতিসংঘের ৬টি দাফতরিক ভাষার সঙ্গে সপ্তম কথ্যভাষা হিসেবে বাংলাকে যোগ করার ব্যাপারটি একান্তভাবেই সাধারণ অধিবেশনের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে। অন্তত আমি সেটি মনে করছি। জাতিসংঘের স্থায়ী সংবাদদাতা বাংলাদেশ প্রতিদিনের লাবলু আনসারের প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এ মন্তব্য করেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মূল অনুপ্রেরণা হিসেবে জাতিসংঘের সদর দফতর প্রাঙ্গণে শহীদ মিনার বা স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের কোনো সম্ভাবনা আছে কি? লাবলু আনসারের আরেক প্রশ্নে মহাসচিবের মুখপাত্র ডুজারিক জানান, 'যে কোনো ধরনের স্মৃতিস্তম্ভ বা শহীদ মিনার নির্মাণের জন্যে জাতিসংঘে একটি প্রক্রিয়া রয়েছে। যেটি শুরু হতে হয় সদস্য রাষ্ট্রের স্থায়ী মিশন থেকে।' অর্থাৎ এ ব্যাপারে বাংলাদেশ মিশনকে প্রস্তাব উপস্থাপন করতে হবে। তবে বাংলাকে জাতিসংঘের দাফতরিক ভাষায় পরিণত করার আহ্বানটি অনেক আগেই (স্থায়ী প্রতিনিধি ড. এ কে এ মোমেন) বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। আর্থিক অজুহাতে সেটি পাস হতে পারেনি বলে সে সময় জানানো হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন মহল থেকে উদ্বেগ রয়েছে যে, মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী এবং বিদ্রোহীদের মধ্যে চলমান সংঘর্ষ বাংলাদেশ ও ভারতের জন্যও বিপজ্জনক হয়ে পড়ছে এবং তা রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকটকেও নিরাপত্তা ঝুঁকিতে নিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে জাতিসংঘের সর্বশেষ অবস্থান কী? বাংলাদেশ

প্রতিদিনের এ প্রশ্নের জবাবে স্টিফেন ডুজারিক ইস্যুটি মিয়ানমার এবং ভারতের মধ্যেকার কি না জানতে চাইলে প্রশ্নকর্তা জানান, মিয়ানমার সামরিক জান্তার সঙ্গে মিয়ানমারের বিদ্রোহীদের। এরপর ডুজারিক বলেন, মিয়ানমারের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আমরাও বিচলিত এবং উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে অতি সম্প্রতি মিয়ানমার সামরিক জান্তার লেলিয়ে দেওয়া বিমান বাহিনীর স্কুলে হামলার ঘটনাটি সত্যি দুঃখজনক।

এহেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘের মানবিক সহায়তামূলক কার্যক্রমকেও আমরা সীমিত করতে বাধ্য হয়েছি। তাই আমরা সর্বত্র আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছি পরিস্থিতির শান্তিপূর্ণ অবসানের লক্ষ্যে।

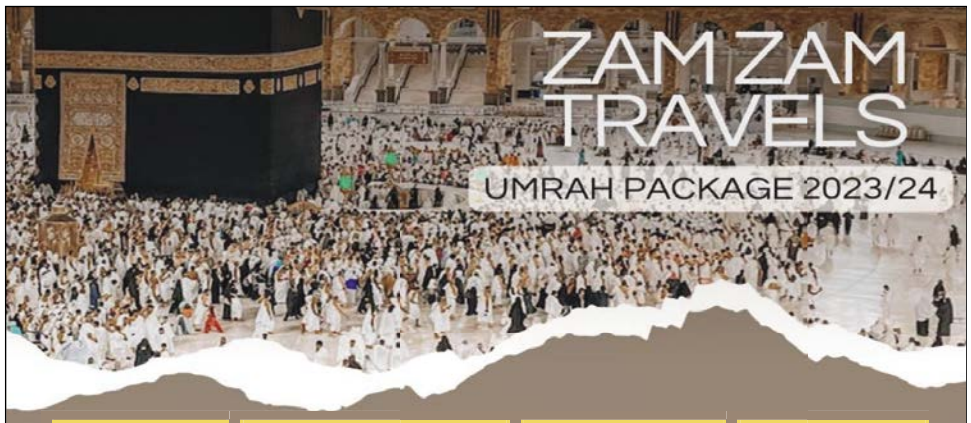

	DATES	HOTEL	ROOM PRICES
OCTOBER	DEPARTURE 18 OCT 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 28 OCT 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ELITE (4 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,480 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,535 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,640 PER PERSON
DECEMBER	DEPARTURE 21 DEC 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 30 DEC 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ROYAL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,730 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,795 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,940 PER PERSON
FEBUARY	DEPARTURE 8 FEB 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 17 FEB 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ELITE (4 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,520 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,565 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,685 PER PERSON

THESE PACKAGES INCLUDE: TICKETS, VISA, HOTELS IN MAKKAH & MADINA, FULL TRANSPORT INCLUDING ZIARAH

ZAMZAM TRAVELS
388 GREEN STREET LONDON E13 9AP
TEL: 02084701155 MOB: 07984714885 EMAIL: MAIL@ZAMZAMTRAVELS.COM

Tel: 0207 377 7513
Mob: 07944 244295

SIGNS | PRINTS

Sign Link সাইন লিংক SIGN MAKER
Est. over 25 years

- Shop Signs
- Banners
- Light Boxes
- Menu Boxes
- 3D Signs
- Metal Trays
- Vinyl Graphics
- Takeaway Menu
- In Menu
- Bill Books
- T-Shirts / Bags
- Rubber Stamps
- Leaflet / Poster
- Business Cards

Signs - Banners - Stamps - Printing & Arts

17 Fordham Street, London E1 1HS | Tel: 0207 377 7513 Mob: 07944 244295 | Email: signlink@yahoo.com Web: www.signlinklondon.co.uk

Good News | Islamic & English Nikah Register Office | সুখবর সুখবর কাজী অফিস লন্ডন

মদীনাতুল উলূম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকে চ্যারিটি কমিশনের পক্ষ থেকে লন্ডনের জনসাধারনের সুবিধার্থে মুসলিম নিকাহ, ম্যারিজ সার্টিফিকেট এবং ডিভোর্স সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে।

Good News: We arrange Nikah, Marriage Certificate and Divorce Certificate for Charity Commission

Charity Commission Authority
Charity No: 1125118

জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুম মহিলা মাদ্রাসা, নয়া লম্বাহাটি, ছাতক
এর পক্ষ থেকে দেশবাসী ও প্রবাসী মুসলমান ভাই ও বোনদের খেদমতে সাহায্যের আবেদন
শিশু শ্রেণী থেকে দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স) পর্যন্ত নরাণী, হিফজ ও আলিমি বিভাগ ৭৫০ ছাত্রী, ২৭ শিক্ষক
নবী করিম (সা.) বলেছেন মৃত্যুর পর মানুষের সকল আমল বন্ধ হয়ে যাবে কেবল তিন ধরনের আমল জারী থাকবে ১. ছদকায়ে জারিয়া ২. উপকারি ইলম ৩. ইয়াদগার নেক সন্তান । (আল হাদিস)
উক্ত মাদরাসায় আপনাদের লিল্লাহ, সাদাকা, যাকাত, ফিতরা গরিব, ইয়াতিম এবং অসহায় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মুক্তহস্তে দান করুন। বিশেষ করে মাহে রমজানে বেশি বেশি করে সাহায্য করুন
Help The Poor & Needy Children Get The Right Islamic Education

Uk Bank Account
Madinatul Uloom Welfare Trust
Natwest Bank
Ac No: 10472649
Sort Code: 60-02-63

Uk Bank Account
Madinatul Uloom Welfare Trust
HSBC BANK
Ac No: 41538829
Sort Code: 40-02-33

আকবরী হজ্জ ও ওমরাহ সার্ভিস
দক্ষ আলিমদের সাথে হজ্জ ও ওমরাহ করার সুবিধা
প্রতি সাপ্তাহ এবং প্রতি মাসে আমাদের গ্রুপ প্যাকেজ রয়েছে

আরবি ও ইসলামিক পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে
দক্ষ ইমামদের দ্বারা বাচ্চাদের পড়ানো হয়
কায়েদা, কুরআন, হাদিস, ফিকহ, সিরাহ, দোয়া
কুরআন ও হাদিস দ্বারা ইসলামিক রুকাইয়্যা করার ব্যবস্থা রয়েছে

Printing | Wedding | Catering Services
Office Adreess
7a, Burslem Street, London, E1 2LL
E: shamsul1997@hotmail.co.uk M: 07484639461

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
মাওলানা ক্বারী শামছুল হক (ছাতকী)
চেয়ারম্যান - মদীনাতুল উলুম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকে
খতিব আল আকসা মসজিদ , ডকল্যান্ড লন্ডন
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রিন্সপাল -
জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুম মহিলা মাদ্রাসা, নয়া লম্বাহাটি, ছাতক

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

বাংলাদেশের আদালতে মামলাজট এ দুর্ভোগের অবসান হোক

মামলাজটের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে দেশের বিচারব্যবস্থা। এ অভিশপ্ত অবস্থার অবসান ঘটাতে নানামুখী পদক্ষেপ নেওয়া হলেও চোখে পড়ার মতো কোনো সাফল্য আসেনি। এর কারণ বিচারক স্বল্পতা। যে কারণে বিচারকদের সদিচ্ছা থাকলেও মামলা নিষপত্তি কাঙ্ক্ষিক্ষত গতি আনা যাচ্ছে না। দেশের অধস্তন আদালতে পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে বিচারাধীন রয়েছে প্রায় ৮ লাখ মামলা। আইনজ্ঞদের অভিমত, বিচারক স্বল্পতার পাশাপাশি আইনের ত্রুটি, সাক্ষী হাজির না হওয়াই মামলাজটের অন্যতম কারণ। এসব সমস্যা দ্রুত দূর করে পুরনো মামলা নিষপত্তিতে নিতে হবে বিশেষ ব্যবস্থা। সুপ্রিম কোর্টের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত দেশের অধস্তন আদালতগুলোতে পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে বিচারাধীন মামলা ছিল ৭ লাখ ৯৭ হাজার ৬১টি। এর মধ্যে ৪ লাখ ৮০ হাজার ১১৫টি দেওয়ানি এবং ৩ লাখ ১৬ হাজার ৯৪৬টি ফৌজদারি মামলা রয়েছে। এ সময় সারা দেশের আদালতগুলোতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ৪২ লাখ ১৮ হাজার ৮৭৫টি। এর মধ্যে উচ্চ আদালতের উভয় বিভাগে বিচারাধীন মামলা ৫ লাখ ৪৩ হাজার ৪৯৭টি এবং অধস্তন আদালতে ৩৬ লাখ ৭৫ হাজার ৯৭৮টি মামলা ছিল। স্মর্তব্য, সাবেক প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী দায়িত্ব নিয়েই পুরনো মামলা দ্রুত নিষপত্তিতে আট বিভাগের জন্য পৃথক আটটি মনিটরিং সেল গঠন করেন। প্রতি বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয় হাই কোর্ট বিভাগের একজন করে বিচারপতিকে। বর্তমান প্রধান বিচারপতি দায়িত্ব নিয়ে মনিটরিং সেলগুলো পুনর্গঠন করে বড় বিভাগগুলোর জন্য হাই কোর্ট বিভাগের দুজন করে বিচারপতিকে দায়িত্ব দিয়েছেন। যাতে মামলা নিষপত্তিতে মনিটরিং সেল আরও কার্যকরভাবে ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষ করে ৫-১০ বছরের পুরনো মামলা আর ঝুলিয়ে না রেখে কীভাবে দ্রুত নিষপত্তিতে করা যায় সে লক্ষ্যে কাজ করছে মনিটরিং সেল। বিশেষজ্ঞদের মতে, মামলা দ্রুত নিষপত্তিতে বিচারক, আইনজীবীসহ আদালত-সংশ্লিষ্ট সবার আন্তরিক ভূমিকার বিকল্প নেই। অভিযোগ রয়েছে, আইনজীবীদের একাংশ নিজেদের স্বার্থে মামলা ঝুলিয়ে রাখেন। অভিযোগটি সত্য হলে এ প্রবণতা ঠেকাতে উদ্যোগী হতে হবে। বেরিয়ে আসতে হবে বিচারহীনতার দুর্ভোগ থেকে।

পাকিস্তানে জালিয়াতির নির্বাচন ও দুই 'বিবেকী কণ্ঠ'

সোহরাব হাসান

৮ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের আগে পাকিস্তানের রাজনীতিতে যত নাটকীয় ঘটনা ঘটেছে, তার চেয়ে বেশি ঘটছে নির্বাচনের পর।

পাকিস্তানের নির্বাচনের সঙ্গে নাশকতা ও বোমা মারার ঘটনা প্রায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তবে এবারেও নির্বাচনের আগের দিন এক প্রার্থীর অফিসে বোমা মেরে বেশ কয়েকজনকে হত্যা হয়। নির্বাচনের পর নাশকতার ঘটনা তেমন না ঘটলেও একের পর এক রাজনৈতিক বোমা ফেলছেন রাজনীতিক ও আমলারা, যা নিয়ে এখন পাকিস্তানে তোলপাড় শুরু হয়েছে।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে সেনা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ সব সময়ই ছিল। কিন্তু এবারে দীর্ঘ পরিকল্পনা করেই তারা নেমেছে। নির্বাচনের আগের রাজনীতি ছিল যেকোনো মূল্যে ইমরান খান ও তাঁর দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) নির্বাচন থেকে দূরে রাখা। সে ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী অনেকটা সফল।

নির্বাচনের সময় ইমরান ও তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবি কারাগারে আটক ছিলেন এবং এখনো আছেন। নির্বাচন কমিশন পিটিআইএর দলীয় প্রতীক ক্রিকেট 'ব্যাট' কেড়ে নিয়েছে। ইমরান খানকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করেছে। পাকিস্তানে যতই নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারই হোক না কেন, নেপথ্যে কলকাঠি নেড়েছে সেই শক্তি, যারা ৭৬ বছর ধরে পাকিস্তানের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে পিটিআইয়ের অনুসারীরা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হন। পিটিআইয়ের বর্তমান চেয়ারম্যান গওহর খানের দাবি, তাঁদের দল পাকিস্তানে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়ী হলেও ভোট জালিয়াতি করে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে তাঁদের বিজয় ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

পিটিআইয়ের এই দাবির সমর্থন পাওয়া গেল করাচি শহরের প্রাদেশিক বিধানসভার পিএস-১২৯ আসনে নির্বাচন কমিশন দ্বারা জয়ী ঘোষিত হাফিজ নাঈম উর রেহমানের বিবৃতিতে। তিনি নিজের বিজয় প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, 'কেউ যদি আমাদের অবৈধ উপায়ে জেতাতে চায়, আমরা তা মেনে নেব না।' তিনি আরও বলেছেন, 'জনমতকে সম্মান করতে হবে। বিজয়ীকে জিততে দিন, পরাজিতকে হারতে দিন।'

নির্বাচনের পর মুসলিম লিগ ও পিপিপি কোয়ালিশন সরকার গঠন নিয়ে আলোচনা করলেও কার ভাগে মন্ত্রিত্বের কত ভাগ পড়বে, কোন দল থেকে প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট হবে, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি। এর পাশাপাশি পিটিআই ভোট জালিয়াতির বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনও করছে।

উপমহাদেশীয় রাজনীতিতে যেখানে জনপ্রতিনিধিরা জয়ী হতে নানা অপকৌশল ও অসততার আশ্রয় নেন, সেখানে একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির 'জয়' প্রত্যাখ্যান বিরল ঘটনাই বলতে হবে।

যেই দল থেকে নাঈম উর রেহমান নির্বাচিত হয়েছেন, সেই দলের অন্য কোনো প্রার্থী এ রকম ঘোষণা দেননি। সে ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিতে পারি, দলের নেতা হিসেবে নয়, ব্যক্তিগতভাবেই তিনি বিবেকতাড়িত হয়ে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

নাঈম উর রেহমানের ঘোষণার পর আরেক বোমা ফাটালেন পাকিস্তান জনপ্রশাসনের এক জ্যেষ্ঠ আমলা। রাওয়ালপিন্ডি বিভাগের কমিশনার লিয়াকত আলী চাত্তা নির্বাচনে অনিয়মের দায় স্বীকার করে সংবাদ সম্মেলন করেন। একই সঙ্গে তিনি নির্বাচনে কারচুপির জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও প্রধান বিচারপতিকেও অভিযুক্ত করেন।

লিয়াকত আলী চাত্তা বলেন, রাওয়ালপিন্ডি বিভাগে ৮ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে জালিয়াতি হয়েছে এবং তিনি এর দায় স্বীকার করেন। তাঁর ভাষ্য, পরাজিত প্রার্থীকে ৫০ হাজার ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী করার উদাহরণও আছে। সংবাদ সম্মেলনের পর তিনি পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

পাকিস্তানের নির্বাচন নিয়ে এই দুই বিবেকী কণ্ঠ গণতন্ত্রকে এগিয়ে নেবে কি না, সেটা ভবিষ্যতই বলে দেবে। তবে একজন রাজনীতিক ও একজন আমলার সত্যদর্শী প্রতিবাদ ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাপ্রত্যাশি মহলে মারাত্মক ধাক্কা দিয়েছে, যা সামাল দেওয়া সহজ হবে না। ইতিমধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও প্রধান বিচারপতির পদত্যাগ দাবি করেছে পিটিআই। রাওয়ালপিন্ডি বিভাগের কমিশনার লিয়াকত আলী চাত্তা নির্বাচনে অনিয়মের দায় স্বীকার করে সংবাদ সম্মেলন করেন।

এদিকে নির্বাচনী বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে দেশটির সেনাবাহিনীও। জমিয়তে উলেমা-ই-ইসলামের (জেইউআই-এফ) আমির মাওলানা ফজলুর রেহমান সম্প্রতি একটি টেলিভিশন চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ২০২২ সালের এপ্রিলে পার্লামেন্টে যে অনাস্থা ভোটে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন, সেটি উত্থাপন করা হয়েছিল সাবেক সেনাপ্রধান কামার জাভেদ বাজওয়ার নির্দেশনায়।

ইমরানকে ক্ষমতাচ্যুত করার ওই তৎপরতা হয়েছিল পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পিডিএম) নামের

> **ইসলামী দলের এই নেতা পিটিআইকে রক্ষা করার তকমা না নিয়ে তাঁকে যাঁরা ক্ষমতাচ্যুত করলেন, তাঁদের সহযোগী হলেন। পাকিস্তানের রাজনীতি সম্পর্কে একটি কথা চালু আছে, সেখানে সেনাশাসকেরা রাজনীতিকদের সহায়তা করেন না। রাজনীতিকেরাই প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে সেনাশাসকদের সাদরে সম্ভাষণ জানান।**

একটি জোটের মাধ্যমে। নওয়াজ শরিফ নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন), বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপলস পার্টিসহ (পিপিপি) বেশ কয়েকটি দল ওই জোট গঠন করেছিল। সে সময় জোটের প্রধান ছিলেন এই ফজলুর রেহমান।

পাকিস্তানের সাবেক সেনাপ্রধান বাজওয়া এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং মাওলানা ফজলুর রহমানকে তাঁর বিবৃতি প্রত্যাহার করতে বলেছেন। কিন্তু তিনি সেটি করেননি।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ফজলুর রহমান অপেক্ষাকৃত একটি ছোট দলের বড় নেতা হলেও দেশটির রাজনীতিতে সব সময় অনুঘটনের ভূমিকায় ছিলেন। ক্ষমতার রদবদলে তাঁর হাত থাকত। ৮ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে তাঁর দল ভালো ফল করলে তিনি এসব অভিযোগ আনতেন কি না, সন্দেহ।

তবে ফজলুর রেহমান আত্মপক্ষ সমর্থন করে যে বিবৃতি দিয়েছেন, তা স্ববিরোধী। তিনি বলেছেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে অনাস্থা প্রস্তাবের বিপক্ষে ছিলাম। কিন্তু অন্য দলগুলোর চাপাচাপির মুখে আমি যদি না বলতাম, তাহলে আমি পিটিআই প্রতিষ্ঠাতাকে রক্ষা করছি বলে আমার ওপর একটি তকমা লাগানো হতো।'

ইসলামী দলের এই নেতা পিটিআইকে রক্ষা করার তকমা না নিয়ে তাঁকে যাঁরা ক্ষমতাচ্যুত করলেন, তাঁদের সহযোগী হলেন। পাকিস্তানের রাজনীতি সম্পর্কে একটি কথা চালু আছে, সেখানে সেনাশাসকেরা রাজনীতিকদের সহায়তা করেন না। রাজনীতিকেরাই প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে সেনাশাসকদের সাদরে সম্ভাষণ জানান।

উল্লেখ্য, ইমরান খান নেতৃত্বাধীন পিটিআই সরকার উৎখাতের পর পিএমএল-এনের প্রেসিডেন্ট শাহবাজ শরিফের নেতৃত্বে জোট সরকার গঠন হয়। ওই সরকারই ৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আগে ১৬ মাস পাকিস্তান শাসন করে।

পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে কোনো দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। ইমরান খানের পিটিআই-সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা সবচেয়ে বেশি ৯২টি আসন পেলেও দল হিসেবে নির্বাচন কমিশন তাদের স্বীকৃতি দেবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।মুসলিম লিগ-এন ৭৯টি এবং পিপিপি ৫৪টি আসনে জয় পেয়েছে।

নির্বাচনের পর মুসলিম লিগ ও পিপিপি কোয়ালিশন সরকার গঠন নিয়ে আলোচনা করলেও কার ভাগে মন্ত্রিত্বের কত ভাগ পড়বে, কোন দল থেকে প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট হবে, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি। এর পাশাপাশি পিটিআই ভোট জালিয়াতির বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনও করছে।

৮ ফেব্রুয়ারির আগে পাকিস্তানের রাজনীতিতে যে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা ছিল, সেটা নির্বাচনের পরও কাটেনি।

সোহরাব হাসান: প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক ও

বাংলাদেশে রাজকীয় শাসন চালু করেছে দেশি হানাদার বাহিনী: রিজভী

ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি : বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, 'পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মতো একই কায়দায় জনগণের সকল অধিকার হরণ করে দেশীয় হানাদার বাহিনী জনগণের মতপ্রকাশের স্বাধীনতাসহ সকল অধিকার হরণ করেছে। তারা একটি

একচ্ছত্র রাজকীয় শাসন চালু করেছে।'

রিজভী বলেন, '১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশিক্ষার্থীদের যে আত্মদান সেখানেই তো লুকিয়ে আছে আমাদের স্বাধীনতার শক্তি। আমাদের সবকিছু ঘিরেই রয়েছে বায়ান্নের সেই চেতনা।'

আজ বুধবার সকালে রাজধানীর আজিমপুরে ভাষা শহীদদের কবর জিয়ারত ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় ভাষা শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনায়

বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন ওলামা দলের সাবেক আহ্বায়ক মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নেছারুল হক। পরে নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বেদীতে বিএনপির পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন রিজভী। এসময় বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. মো. রফিকুল ইসলাম, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক হারুনুর রশিদ, ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্য সচিব আমিনুল হক, নির্বাহী কমিটির সদস্য রফিক শিকদার, আমিনুল ইসলাম, ঢাকা দক্ষিণ বিএনপির দপ্তর সম্পাদক সাইদুর রহমান মিন্টু, যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মোনায়েম মুন্না, এজমল হোসেন পাইলট, মৎস্যজীবী দলের সদস্য সচিব মো. আবদুর রহিম, ওলামা দলের সাবেক সদস্য সচিব অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম তালুকদার, শ্রমিক দলের মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু, ছাত্রদলের তানজিল হাসান, আবু আফসান মো. ইয়াহিয়াসহ ছাত্রদল, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, কৃষক দল, শ্রমিক দল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল, ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপিসহ বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা রিজভীর সঙ্গে ছিলেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে মহান ভাষা শহীদদের প্রতি বিএনপির পক্ষে শ্রদ্ধা জানিয়ে রিজভী বলেন, 'আমরা গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও ভোটাধিকার হারা। দেশের জনগণ ভোট দিতে পারছেন না। তারা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে ভোটাধিকার দাবি করে আসছে। আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫২/৫৩ বছর পরও কেনো এই দাবি করতে হচ্ছে? কারণ যেভাবে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের মাতৃভাষার অধিকার হরণ করেছিল। ঠিক একইভাবে একই কায়দায় আমাদের দেশীয় হানাদার বাহিনী জনগণের মতপ্রকাশের স্বাধীনতাসহ সকল অধিকার হরণ করেছে। তারা একটি একচ্ছত্র রাজকীয় শাসন চালু করেছে। সুতরাং আজকে বিএনপিসহ সমমনা দলগুলোর যে এক দফা আন্দোলন সেই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত শক্তি হলো বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের এই ২১ ফেব্রুয়ারি। সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের আগামীতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের ভোটাধিকার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে বিজয়

হেরেছে সরকার, জিতেছে বিএনপি: আমীর খসরু

ঢাকা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, বিএনপি থেকে কিছু নেতাকে ভাগিয়ে নিয়ে ৭ জানুয়ারির নির্বাচনকে বৈধতা দেওয়ার সরকারের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ফলে একপক্ষীয় নির্বাচন করে সরকারই হেরেছে; জিতেছে বিএনপি।

সদ্য কারামুক্ত বিএনপির এই নেতা তাঁদের দলের আন্দোলনসহ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রথম আলোর সঙ্গে আলাপকালে এ কথা বলেন। তিন মাসেরও বেশি সময় কারাভোগের পর তিনি জামিনে মুক্তি পান ১৫ ফেব্রুয়ারি।

ভোট বর্জন ও সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে বিএনপিসহ বিভিন্ন দল ও জোটের আন্দোলনের মুখে গত ৭ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংসদের বাইরে রয়ে গেল বিএনপি। তাদের আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে–এ আলোচনা দলটির ভেতরেও রয়েছে।

তবে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী পরিস্থিতিটাকে ব্যাখ্যা করেন ভিন্নভাবে। তিনি ব্যর্থতার অভিযোগ মানতে রাজি নন।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, 'সরকার বিএনপির কিছু নেতাকে ভাগিয়ে নিয়ে নির্বাচন করতে চেয়েছিল, যাতে নির্বাচন ও এর মাধ্যমে গঠিত সরকার বৈধতা পায়। সরকারের সেই চেষ্টা সফল হয়নি। তারা বিএনপি থেকে লোক নিয়ে তাদের নির্বাচনে অংশ নেওয়াতে পারে নাই।'

এ বক্তব্য তুলে ধরে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী দাবি করেন, 'বিএনপির আন্দোলন ও কৌশলের কাছে সরকার পরাজিত হয়েছে। কারণ, সরকারকে একপক্ষীয় নির্বাচন করতে হয়েছে। বিজয়

হয়েছে বিএনপির।'

একই সঙ্গে আমীর খসরু মাহমুদ বলেন, একপক্ষীয় নির্বাচন করেছে আওয়ামী লীগ। কিন্তু নৈতিকতা, বৈধতার প্রশ্ন বা মানুষের সমর্থন পাওয়া–এসবের সঙ্গে ক্ষমতা দখলের পার্থক্য রয়েছে। এখানেই আওয়ামী লীগ হেরে গেছে। তিনি উল্লেখ করেন, মানুষ বিএনপির আন্দোলনে সমর্থন দিয়েছিল। সে কারণে গত ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি ছিল খুবই কম।

কিন্তু বিএনপি তাদের আন্দোলন সরকারকে চাপে ফেলার মতো অবস্থায় নিতে পারেনি। নির্বাচন হয়েছে। এমন পটভূমিতে দলটির নেতা-কর্মীদের মধ্যে হতাশা রয়েছে। এই আলোচনাও আছে রাজনৈতিক অঙ্গনে। এই পরিস্থিতির ব্যাপারে আমীর খসরু মাহমুদ সারা দেশে তাঁদের দলের নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার ও নির্যাতনের অভিযোগ তোলেন।

বিএনপির এই নেতা বলেন, 'গত ২৮ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশ পুলিশ পণ্ড করে দেয়। এরপর বিএনপি মহাসচিব সহ জ্যেষ্ঠ নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হয়। সারা দেশে চালানো হয় গ্রেপ্তার অভিযান। বিএনপির হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে কারাগারে রেখে সরকার নির্বাচন করেছে। এমন নির্যাতনমূলক পরিস্থিতির মধ্যেও বিএনপি আন্দোলন চালিয়েছে। সরকার দলে কোনো ভাঙন ধরাতে পারেনি।'

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

ভাষার মর্যাদা রক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে: ড. কামাল

ঢাকা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : গণফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ও ইমেরিটাস সভাপতি ড. কামাল হোসেন বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আমাদের অর্জন। বাংলা ভাষাকে আমরা রক্তের বিনিময়ে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছি। ভাষার এই মর্যাদাকে রক্ষা করার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।'

শনিবার বিকেলে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় ড. কামাল হোসেন এসব কথা বলেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে 'একুশের উত্তরাধিকার এবং আজকের উপলব্ধি' শীর্ষক এ আলোচনা সভার আয়োজন করে গণফোরাম।

গণফোরামের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এস এম আলতাফ হোসেন বলেন, স্বাধীন দেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী যেসব কাজ হচ্ছে, তা হতে দেওয়া যায় না। এই দেশে যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুক্তিযোদ্ধা থাকবেন, তাঁদের পরিবার থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী কাজে কাউকে সুযোগ দেওয়া হবে না।

আলোচনা সভায় গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমানের সঞ্চালনায় দৈনিক সমকালের উপদেষ্টা সম্পাদক আবু সাঈদ খান এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক আবদুল লতিফ বক্তব্য দেন। এতে দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, রাষ্ট্রের মালিক জনগণ। এই কথা সংবিধানে থাকলেও আজ যেভাবে বিরোধী দলের ওপরে দমন-পীড়ন হচ্ছে, নির্বাচনের নামে সরকারি দল আওয়ামী লীগ বনাম আওয়ামী লীগের যে নির্বাচন হচ্ছে, সেখানে কার্যত বিরোধী দলের অংশগ্রহণ একেবারেই নির্বাসিত। হাজার হাজার মানুষকে জেলে রাখা হয়েছে। এটা তো একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সভ্য রাষ্ট্র হতে পারে না।

বিশ্বনেতাদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান
গাজায় গণহত্যা বন্ধ করুন

ঢাকা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : গাজায় গণহত্যা বন্ধ করতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলাদেশ সবসময় গণহত্যার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। গাজায় যে গণহত্যা ঘটছে এটিকে আমরা কখনই সমর্থন করি না।

শনিবার জার্মানিতে মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে তুরস্কের রাষ্ট্র পরিচালিত সংস্থা আনাদোলু এজেন্সিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, ফিলিস্তিনি জনগণের বেঁচে থাকার ও তাদের নিজস্ব রাষ্ট্র গঠনের অধিকার রয়েছে। গাজার জনগণের বেঁচে থাকার অধিকার আছে। সেখানে যা ঘটছে তা খুবই দুঃখজনক। আমাদের উচিত তাদের সাহায্য করা এবং এই আক্রমণ ও যুদ্ধ বন্ধ করা। বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানাই, ফিলিস্তিনের দুর্দশাগ্রস্ত শিশু, নারী ও জনগণকে সাহায্য করুন।

দক্ষিণ গাজার রাফা শহরে ইসরায়েলি অভিযানের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ কখনোই এ ধরনের আক্রমণকে সমর্থন করেনি। ফিলিস্তিনি জনগণের তাদের নিজস্ব রাষ্ট্রের অধিকার থাকা উচিত। ১৯৬৭ সালের জাতিসংঘ প্রস্তাবে দুটি রাষ্ট্রের যে তত্ত্ব রয়েছে সেটি বাস্তবায়ন করা উচিত।

আজ দেশে ফিরবেন : মিউনিখে তিন দিনের সরকারি সফর শেষে আজ দেশে ফিরছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী ও তার সফরসঙ্গীদের বহনকারী বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটটি ঢাকার হযরত শাহজালাল (রহ.) আন্তর্জাতিক

বিমানবন্দরে অবতরণ করবে আজ সকাল ১১টায়।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম সরকারি সফরে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় মিউনিখ পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সফরে মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে যোগদানের পাশাপাশি তিনি কয়েকজন বিশ্বনেতার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন। জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শোলৎজ, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি, নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুটে, আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ, কাতারের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন আবদুল রহমান আল-থানি এবং ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেনের সঙ্গে এসব দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শোলৎজ, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি এবং আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় শেখ হাসিনা যুদ্ধ, বিশেষ করে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং গাজায় হামলা বন্ধের আহ্বান জানান। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর এবং যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বর্তমান পররাষ্ট্র, কমনওয়েলথ ও উন্নয়ন বিষয়কমন্ত্রী লর্ড ক্যামেরন এবং জার্মান ফেডারেল অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন মন্ত্রী সভেনজা শুলজেও শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ব্যবসা করার জন্য বাংলাদেশ ও ভারতীয় মুদ্রা টাকা ও রুপি ব্যবহারের ওপর জোর দেন।

উইমেন পলিটিক্যাল লিডার (ডব্লিউপিএল)-এর প্রেসিডেন্ট সিলভানা কোচ-মেহরিন, সিনিয়র ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডেভেলপমেন্ট পলিসি অ্যান্ড পার্টনারশিপ অ্যাক্সেল ভ্যান টর্টসেনবার্গ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মহাপরিচালক তেদ্রোস আধানম গেব্রিয়াসুস, মেটার গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্সের প্রেসিডেন্ট এবং যুক্তরাজ্যের সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী ড. স্যার নিক ক্লেগও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাদাভাবে সাক্ষাৎ করেন। শেখ হাসিনা মিউনিখ সিকিউরিটি কনফারেন্সে 'ফ্রম পকেট টু প্ল্যানেট : স্কেলিং আপ ক্লাইমেট ফাইন্যান্স' শীর্ষক একটি প্যানেল আলোচনায় বক্তৃতা ও ছয়টি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য জলবায়ু অর্থায়ন ছাড় করতে এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করে সে অর্থ জলবায়ু তহবিলে জমা দিতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। সফরে মিউনিখের বার্গারহাউস গার্চিং হোটেলে জার্মানি ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংবর্ধনায়ও যোগ

আমানা এন্ড আরিসা প্রপার্টিজ বিডি
হোয়াটসঅ্যাপ : 01711904180
রানা : +447783957848

সিলেট নগরী ও আশেপাশের এলাকায় (Sylhet City and Surrounding Areas)

1. জমি ও বাসা ক্রয় এবং বিক্রয় (Buying and Selling of Land and Houses)
2. চুক্তিভিত্তিক বাসা ভাড়া (Contractual House Rent)

পাত্রী আবশ্যক

বয়স ২৮ । উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি। ব্যারিস্টার পাত্রের জন্য বৃটিশ পাত্রি আবশ্যক। পাত্র ধার্মিক। একটি স্বনামখ্যাত ল'ফার্মে কর্মরত। সুশিক্ষিত ধার্মিক বৃটিশ পাত্রি আবশ্যক। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

Contact: 07940 782 876

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট £14.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট
For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

Community Development Initiative
Advancing to the next level
আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.
We can help you with charity registration and other charity related services.
- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development

Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকের কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা

বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকের ৩১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। বীরমুক্তিযোদ্ধা পীরজাদা হোসেইন আহমদকে সভাপতি, কায়সারুল ইসলাম সুমনকে সাধারণ সম্পাদক ও সলিসিটর আবুল কালাম রুকনকে কোষাধ্যক্ষ করে এই কমিটি ঘোষণা করা হয়। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি সোমবার পূর্ব লন্ডনের একটি হলে এই কমিটি ঘোষণা করেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা জালাল উদ্দিন আহমদ।

এর আগে পীরজাদা হোসেইন আহমদের সভাপতিত্বে ও কায়সারুল ইসলাম সুমনের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব জালাল উদ্দিন আহমদ, ফাইজ মোহাম্মদ রহমান, আমির মিয়া, অধ্যাপক শফিকুল হক স্বপন, কাউন্সিলর সাঈদা চৌধুরী, সুহেল রহমান, আবু রহমান, আবুল কালাম রুকন, ইউসুফ জাকারিয়া খান, জাকির হোসেন, জাকির চৌধুরী, আজিজুর রহমান, আব্দুল আহাদ, ইলিয়াছ আহমেদ, মিনহাজুল মামুন, কামাল উদ্দীন, আব্দুল মানিক, ফয়সল উদ্দিন, মাহমুদ রানা, জামিল আহমেদ প্রমুখ।

এ সময় নবনিযুক্ত সভাপতি বড়লেখায় একটি অত্যাধুনিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার উন্নয়নে মেধাভিত্তিক প্রকল্প প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, সম্প্রতি যুক্তরাজ্যে আসা সিলেটিরা নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখিন হচ্ছেন। তাদেরকে বিভিন্নভাবে সংগঠনের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে তিনি বলেন, আগামী বছর দেশ ও প্রবাসে থাকা বড়লেখাবাসীকে নিয়ে ব্রিটেনে বড়লেখা উৎসবের আয়োজন করা হবে। এই অনুষ্ঠানে আমরা তুলে ধরবো বড়লেখার ইতিহাস ও ঐতিহ্য। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মীরগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের বৃত্তি প্রদান

গোলাপগঞ্জে মীরগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২০ ফেব্রুয়ারি সোমবার সকাল ১১টায় মীরগঞ্জ মাদ্রাসা হলরুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মীরগঞ্জ এম আই দাখিল মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ছয়েফ উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও মীরগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের বাংলাদেশ প্রতিনিধি মোঃ দেলাওয়ার হোসাইনের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মীরগঞ্জ আল-হেরা একাডেমির প্রিন্সিপাল জনাব আব্দুল আজিজ জামাল।

মীরগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের বাংলাদেশ প্রতিনিধি হাফিজ আব্দুল মজিদ আলমের পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সূচিত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মীরগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের বাংলাদেশের প্রধান প্রতিনিধি আব্দুল মুত্তাদির।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, মীরগঞ্জ দ্বি-পাক্ষিক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বকুল মিয়া, মীরগঞ্জ এম আই দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা আরিফ বিল্লাহ, মীরগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের ইউকে সদস্য ফখরুল ইসলাম, মিসবাহ উদ্দিন,স্পেন সদস্য ফয়েজ আহমদ,বিশিষ্ট সমাজসেবক আলহাজ্ব নুরুল আম্বিয়া, মীরগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের ইউকে সদস্য নুরুল ইসলাম, সমাজসেবী নজরুল ইসলাম লুলু।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মীরগঞ্জ বাজার বণিক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল বাশার রানিক, সমাজসেবী গৌছ উদ্দিন, মীরগঞ্জ মাদ্রাসার সহ সুপার মাওলানা জামাল উদ্দিন, মীরগঞ্জ দ্বিপক্ষীক উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মিসবাহ উদ্দিন,মাওঃসাইফুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মেধাবী ও গরীব ৮৫ জন শিক্ষার্থীকে ৩হাজার টাকা করে নগদ বৃত্তি প্রদান করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।
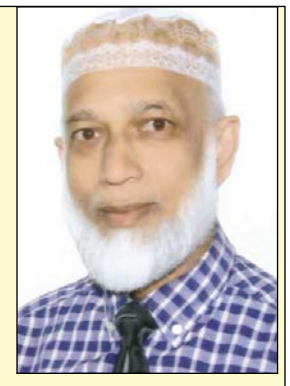
Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal

House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
ALL SEASON FOODS
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

বিডিআর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে লন্ডনে আলোচনা ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন ফাইট ফর রাইটস ইন্টারন্যাশনাল (এফআরআই) এর উদ্যোগে বিডিআর হত্যাকাণ্ড ও ভারতীয় আধিপত্যবাদের প্রতিবাদে পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস পার্কে এক আলোচনা সভা ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৯ ফেব্রুয়ারী সোমবার এই সভার আয়োজন করা হয়।

এতে সংগঠনের সভাপতি মোঃ রায়হান উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারী বুরহান উদ্দিন চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসসের উপদেষ্টা ও কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান। এতে প্রধান বক্তা ছিলেন আমার দেশ ইউকের নির্বাহী সম্পাদক অলিউল্লাহ নোমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর ওহিদ আহমদ, যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ প্রচার সম্পাদক অধ্যাপক ডঃ মঈনুল ইসলাম, জাষ্টিজ ফর ভিকটিমস ইউকের সভাপতি জহির আহমদ ও এফআরআই এর সাংগঠনিক সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন মৃধা। সভার শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন এফআরআই এর সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল আলম।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন ফাইট ফর রাইটস ইন্টারন্যাশনালের এর সহ সভাপতি আমিনুল ইসলাম মুকুল, আব্দুল গফ্‌ফার শাহিন, আহমদ আলী, সহ সাধারন সম্পাদক মোঃ আমিনুল ইসলাম সফর, মোঃ ইকবাল হোসেন, মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, শেরওয়ান আলী, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক কামাল আহমদ, প্রচার সম্পাদক মোঃ ফান্টু, আইটি বিষয়ক সম্পাদক সাবের আহমদ, সহকারি আইটি বিষয়ক সম্পাদক এম এম ইয়াজদিন, সোস্যাল মিডিয়া সম্পাদক মোঃ জবলু আলম বিপুল, তথ্য বিষয়ক সম্পাদক হাবিবুর রহমান, সহ কারি অফিস বিষয়ক সম্পাদক তোফায়েল আহমদ, নির্বাহি সম্পাদক তানিম আহমদ, ফরহাদ হোসেন, তজমুল আলী, রুমেল আলী, মোঃ জুনেদ আহমদ, রাসেল আহমদ, আব্দুর রহমান, ছমির আহমদ, আনিসুল হক, সুহাইল আহমদ, কামরুল হোসেন, আবুল কালাম আজাদ, মোঃ মুজিবুর রহমান, তোফায়েল আহমেদ, রায়হান আহমদ, এস এম আবিদ রেজা, কবির আহমদ,আল আমিন প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, ২০০৯ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদেরকে হত্যা করা হয়েছিল। আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের ওপরে সেদিন আঘাত করা হয়েছিল। সেনাবাহিনী নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রতীক। তাদের মনোবলকে দুর্বল করে দেওয়াই ছিল সেদিনকার সেই বিদ্রোহ ও হত্যাকান্ডের মূল কারণ। অবৈধ হাসিনা সরকারের ক্ষমতাকে দীর্ঘায়ীত করার পাশাপাশি জাতিকে মেধাহীন করার নীল নকশা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। গেলে বাংলার মাটিতে একদিন সকল গণহত্যার বিচার হবে ইনশাআল্লাহ।

বঙ্গবন্ধু ফোরাম ইউকের পক্ষ থেকে শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন

মহান একুশের অমর শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে বঙ্গবন্ধু ফোরাম ইউকে। একুশের প্রথম প্রহরে পূর্ব লন্ডনের আলতাব আলী পার্কে স্থাপিত শহীদ মিনারে ফোরামের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক, সাংগাঠনিক সম্পাদক আবদুল আহাদ চৌধুরী, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দ সুরুক মিয়া, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক মিছবাহ সাদাত, বঙ্গবন্ধু ফোরাম ইউকের চেয়ারম্যান সৈয়দ রফিকুল ইসলাম সোহেল, মহাসচিব সাহীন আহমেদ চৌধুরী, যুগ্ম-মহাসচিব জহিরুল ইসলাম জাবেল,ভাইস চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম, আবদুস সামাদ রাজু, মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন ,শেখ জায়েদ রহমান ,ফয়ছল আহমেদ, এস এস দুলাল, যুগ্ম মহাসচিব মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন , শিব্বির আহমেদ, সাংগাঠনিক সম্পাদক জি এম চৌধুরী রনি, আব্দুর রহিম ও কমিউনিটি নেতা সুফিয়ান আহমেদ প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বৃটেনের যেখানেই বাংলাদেশী
সেখানেই আমরা

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
'E3 DEBT MANAGEMENT'
■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।
Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
Get registered & Send money online from anywhere within the UK
SAVE Time & Travel Cost
Enjoy better rate

www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal
Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

WHITE HORSE
SOLICITORS & NOTARY PUBLIC
Our services:
Immigration
• Family visit Visa
• Spouse visa, fiancée,
• British nationality
• Deportation and Removal matters
• Bail applications
• Asylum
• Human Rights
• Appeal & Judicial Review
• Application for regularising status &
• All EU Immigration matters.
• Plus most areas of law including Housing Disrepair
Specialist in Immigration Law
Tel: 020 7118 1778
Mob: 07919 485 316
96 White Horse Lane London E1 4LR
Web: www.whitehorselaw.com
Fax: 020 7681 3223

MD LIAQUAT SARKER (LLB Hons)
Email: liaquat.sarker@whitehorselaw.com
Principal Solicitor: Muhammad Karim
Authorised & Regulated by the Solicitors Regulation Authority.

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের উদ্যোগ

হবিগঞ্জে স্কুল শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইউনিফর্ম ও শীতবস্ত্র বিতরণ

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের উদ্যোগে হবিগঞ্জের দেউন্দি চা বাগান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্কুল ইউনিফর্ম ও নালুয়া চা বাগানের দেড়শ' নারী-পুরুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি রোববার শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইউনিফর্ম ও গত ১৪ ফেব্রুয়ারি বুধবার নারী-পুরুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

এ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আব্দুল কাইয়ুম কয়সর। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহবায়ক হাবিবুর রহমান রানা।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের নির্বাহী সদস্য গিয়াস উদ্দিন, সৈয়দ আব্দুল হাই ফয়সল, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) হবিগঞ্জের সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল সোহেল, সাংবাদিক হাফিজুর রহমান নিয়ন, প্রতীক থিয়েটারের সভাপতি সুনীল বিশ্বাস ও সাইম রহমান প্রমুখ। এছড়া বাগানের চা শ্রমিকদের মাঝে শিতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এসময় গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রশান্ত গোয়ালা জানান, স্কুলে প্রায় ৩৫০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। তাদের কোনো স্কুল পোশাক নেই। এসময় গ্রেটার সিলেট কমিউনিটির যুগ্ম আহবায়ক হাবিবুর রহমান রানা স্কুলের সকল শিক্ষার্থীদের পোশাকের জন্য নগদ অর্থ প্রদান করেন। এই ঘোষণায় স্কুলের শিক্ষার্থীরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।

এসময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য মোঃ গিয়াস উদ্দিন, সাংবাদিক হাফিজুর রহমান নিয়ন, বাপা হবিগঞ্জের সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল সোহেল, প্রতীক থিয়েটারের সভাপতি সুনীল বিশ্বাস, সহ সভাপতি আমোদ মাল, সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ বোনার্জি, উত্তম কুন্ডু, তরুণ সমাজকর্মী সাইম রহমান প্রমুখ।

গ্রেটার সিলেটের সাবেক সেক্রেটারি বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আব্দুল কাইয়ুম কয়সর বলেন, অন্যান্য স্থানের তুলনায় পাহাড়ি চা বাগানে শীতের প্রকোপ বেশি থাকে। ঠান্ডা বাতাস আর কুয়াশাচ্ছন্ন শীত মৌসুমে কষ্টে থাকেন চা বাগানের শ্রমিকরা। বিশেষ করে বাগানের বয়স্ক নারী-পুরুষ ও শিশু শীতে বেশি কষ্ট পায়। যে কারণে আমরা শীতবস্ত্র বিতরণ করতে পেরে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছি। আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে এই ধরনের সামাজিক কর্মকা– অব্যাহত থাকবে।

এদিকে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কনভেনার কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ মকিস মনসুর, কো-কনভেনার মসুদ আহমদ, সদস্য সচিব ড. মুজিবুর রহমান ও অর্থ সচিব এম আসরাফ মিয়াসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সংগঠনের পক্ষ থেকে এসব মানবিক ও মহতি প্রজেক্টের যারা অনুদান প্রদান ও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কার্ডিফে 'হজ্বের ফজিলত ও আমাদের করণীয়' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

বৃটেনের ওয়েলসের কার্ডিফ বাংলাদেশ সেন্টারে প্রতি বছরের মতো এবারও হজ্বের ফজিলত ও আমাদের করণীয় শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। পবিত্র হজ্ব ও ওমরাহ পালনের নিয়ম ও সঠিক আকিদা সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে গত ১১ ফেব্রুয়ারি এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

আঞ্জুমানে আল ইসলাহ ওয়েলসের প্রেসিডেন্ট হাফিজ মাওলানা ফারুক আহমদের সভাপতিত্বে এবং ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ মকিস মনসুরের পরিচালনায় সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে আলোচনা করেন মাওলানা গোলাম কিবরিয়া।

অনুষ্ঠানে মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ফারহান মাসুদ খান, আল-হারামাইন ট্রেভেলস এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নুরুল ইসলাম, আলহাজ্ব আলী আকবর, আব্দুল আহাদ চৌধুরী ও কাপ্তান মিয়া প্রমুখ।

সেমিনারের শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফিজ হাবিবুর রহমান। সেমিনারে সকলের মঙ্গল কামনায় মোনাজাত পরিচালনা করেন জালালিয়া মসজিদের ঈমাম মাওলানা আব্দুল মোক্তাদির।

এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হজ্বের নিয়ম-কানুন, আবাসন, পরিবহন, চিকিৎসা, কুরবানী ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অবহিত করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে হজ্ব গমনেচ্ছু ব্যাক্তিরা উপকৃত হবেন এবং সফলভাবে হজ্ব পালনে সক্ষম হবেন বলে আলোচকরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। পরে আল-হারামাইন ট্রেভেলস এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর নুরুল ইসলামের ব্যবস্থাপনায় মধ্যাহ্ন ভোজনে মজাদার খাবার পরিবেশন করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বর্ণি ওয়েলফেয়ার অ্যাসেসিয়েশন ইউকের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বড়লেখা উপজেলার বর্ণি ওয়েলফেয়ার অ্যাসেসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে লন্ডনে বসবাসরত বর্ণিবাসীকে নিয়ে আলোচনা সভা ও প্রীতি ভোজের আয়োজন করা হয়। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে এই সভার আয়োজন করা হয়। সংগঠনের সভাপতি হাজী নিজাম উদ্দীনের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারী হাজী আব্দুর রহমান মাখন ও ট্রেজারার হাজী মতিউর রহমানের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা মঈন উদ্দীন।

সভায় জানানো হয়, আগামী ২৯ এপ্রিল সবাইকে নিয়ে লন্ডনে বর্ণিবাসীর মিলনমেলা ও ঈদের আনন্দ উদযাপন এবং সংগঠনের ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হবে। সভায় উপস্থিত সকলের সহযোগিতায় এক লক্ষ টাকা হাজী মিছবাহ উদ্দীনের নিকট প্রদান করা হয়। এই টাকা দিয়ে তিনি দেশে গিয়ে রমজান মাসে অসহায় মানুষকে সাহায্য করবেন। পরে খাওয়া-দাওয়া শেষে মাওলানা সামছুল আলমের দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH দেশ সত্য প্রকাশে আপোসহীন
বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

মিছবাহ ফাউন্ডেশন ইউকের উদ্যোগে

বাঘায় সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মাঝে উপহার-সামগ্রী বিতরণ

মিছবাহ ফাউন্ডেশন ইউকের উদ্যোগে গোলাপগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ বাঘা বায়তুল আকমল মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা মিছবাহ জামালের বাবা মরহুম নছির উদ্দিন আহমেদ ও চাচা বাঘা ইউনিয়নের প্রথম চেয়ারম্যান মরহুম আজির উদ্দিন আহমদ ও মরহুম বাহাউদ্দীন আহমদ স্মরণে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শুক্রবার ১৬ ফেব্রুয়ারী বাদ জুমা দোয়ার আয়োজন করা হয়। এছাড়া ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বাঘা এলাকার কিছু সুবিধা বঞ্চিত মানুষের মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট প্রেস ক্লাবের সভাপতি ইকবাল সিদ্দিকী।

সিলেট জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রোটারিয়ান হুমায়ুন ইসলাম কামালের সভাপতিত্বে ও ব্যাংকার জিল্লুর রহমান শিলুর পরিচালনায় এতে সবাইকে স্বাগত জানান ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মিডিয়া বাক্তিত্ব মিছবাহ জামাল।

বিশেষ অতিথি ছিলেন নাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট হসপিটালের ইউকে কমিটির প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট সমাজসেবী এম শামসুদ্দিন, সালাম মকবুল উচ্চবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগি আব্দুস সালাম,

অতিথিবৃন্দ মিছবাহ ফাউন্ডেশন ইউকে ও সানরাইজ-স্পেকট্রাম বাংলা রেডিও ও অন অনলাইন টিভির পক্ষে আর্তমানবতার সেবার কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, এই রেডিও মিডিয়ার মাধ্যমে মিছবাহ জামাল সিলেটের হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল প্রতিষ্ঠার পিছনে ২০০৬ সাল থেকে আজও অবধি অবদান রেখে যাচ্ছেন। তাছাড়া অতি সম্প্রতি ইউকে প্রবাসী ডোনারদের ও বর্তমান ইউকে কমিটির নতুন চেয়ারম্যান ও চানেল এস চেয়ারম্যান আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী জেপিরও অবদান অনস্বীকার্য বলে উল্লেখ করেন। এরকম একটি মহত প্রজেক্ট বাস্তবায়নের জন্য তারা সকলে ইউকে প্রবাসীদের ধন্যবাদ জানান এবং এটি ভবিষ্যতে চলমান রাখারও আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মালিক বীর প্রতিক, বিশিষ্ট সমাজসেবী কমর উদ্দিন সারো মিয়া, সিলেট বেতারের সংগীতশিল্পী নিয়াজমিন চৌধুরী, আমেরিকা প্রবাসী সাব্বির আহমেদ সুজা, পারভীন আকতার বাবলি, জিয়া উদ্দিন আহমদ দিলার, জাহাঙ্গীর আহমদ টিপু, বাদল হাসান প্রমুখ। দোয়া পরিচালনা করেন হাফিজ আলাউদ্দিন। পরে বাংলা একাডেমি একুশে বই মেলায় প্রকাশিত আব্দুল মুকিত মুকতারের রচিত "একজন মিছবাহ জামাল ও তাঁর মিডিয়া জীবন" বইটি সবাইকে হাতে তুলে দেওয়া হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ফ্রেন্ডস অব ন্যাশনাল হার্ট ইউকে কমিটির সাথে সিলেট হার্ট ফাউন্ডেশনের মতবিনিময়

ফ্রেন্ডস অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট ইউকে কমিটির চেয়ারম্যান চ্যানেল এস চেয়ারম্যান আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি ও ইউকে কমিটির ফাউন্ডার সেক্রেটারি ও হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট সেন্ট্রাল কমিটির এক্সিকিউটিভ মেম্বার মিছবাহ জামাল ফাউন্ডেশনের জেনারেল সেক্রেটারি প্রফেসর ডাঃ আমিনুর রহমান লস্কর এবং কমিটির অন্যান্যদের সাথে এক মতবিনিময় সভা হয়েছে। গত শনিবার (১৭ ফেব্রুয়ারী) সকালে এই সভা হয়।

সভায় ২০২৪-২০২৬ সালের নতুন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে যোগ দেয়ায় ও তার নেতৃত্বে ইউকে কমিটি আরো অগ্রগতির দিকে যাবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়। এছাড়া ইউএসএর নিউইয়র্ক প্রবাসী বিশিষ্ট সমাজসেবী সাব্বির আহমেদ ও তার সহধর্মিণী পারভীন আকতার আহমেদ যৌথভাবে হসপিটালের পার্মানেন্ট ডোনার মেম্বার হিসাবে যোগদান করে ১ লাখ টাকা অনুদান হস্তান্তর করেন। তারা আশ্বাস দেন প্রতি বছর ১ লাখ টাকা হাসপাতালের যাকাত ফান্ডের জন্য নির্ধারিত থাকবে ও ইউএসএ নতুন ডোনারদের উৎসাহিত করতে কোর্ডিনেট করে যাবেন। যাকাত ফান্ডের জন্য ইউকে কমিটির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ডাঃ আলাউদ্দিন আহমেদেরও ৫০ হাজার টাকার চেক হস্তান্তর করা হয়।

সভায় অন্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন ইউকে এডভাইজরী বোর্ডের প্রধান উপদেষ্টা এম শামসুদ্দিন, পাবলিক রিলেশন সেক্রেটারি ডঃ জাকির খান, ইসি মেম্বার হেলাল উদ্দিন, পাবলিসিটি সেক্রেটারি দৈনিক পুণ্যভূমির সম্পাদক আবু তালেব মুরাদ, জয়েন্ট ট্রেজারার ইঞ্জিনিয়ার সোয়েব আহমদ মতিন, এক্সিকিউটিভ মেম্বার আব্দুল মালিক জাকা, ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ এম এ মোমিন ও সাংবাদিক আবীর মোহাম্মদ মুমিত প্রমুখ। সভা শেষে ইউকে প্রতিনিধি দল ৭ম তলার ডোনার বোর্ডসহ জরুরি স্থাপনাগুলো পরিদর্শন করেন।

উল্লেখ্য, গত ১৮ জানুয়ারি এফএনএইচএফএস ইউকে পক্ষে আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী আরো ৫ লাখ টাকা যাকাত ফান্ডে প্রদান করেন।

বিবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সাইদুর রহমান রেনুর পিতার ইন্তেকাল

মৌলভীবাজার শহরের শাহ মোস্তফা টাওয়ারের বাসিন্দা লন্ডন প্রবাসী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজ্বী তারা মিয়া ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

গত ২১ ফেব্রুয়ারী বুধবার মৌলভীবাজার শহরের একটি ক্লিনিকে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। মরহুমের আদি নিবাস মৌলভীবাজারের রাজনগরের তাহার লামু গ্রামে। তিনি বৃটিশ-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিবিসিসিআই) প্রেসিডেন্ট সাইদুর রহমান রেনু পিতা।

মৃত্যুকালে তিনি এক ছেলে ও দুই কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সাইদুর রহমান রেনু বুধবার বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন। তিনি তাঁর বাবার আত্মার শান্তির জন্য সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সাংবাদিক সেলিম উদ্দিনের মায়ের মৃত্যুতে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের শোক

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সদস্য, বাংলা টিভির বার্মিংহাম প্রতিনিধি মোঃ সেলিম উদ্দিনের মাতা খয়রুন নেছার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব নেতৃবৃন্দ।

এক শোক বার্তায় ক্লাব সভাপতি মোহাম্মদ জুবায়ের, সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ ও কোষাধ্যক্ষ সালেহ আহমেদ মরহুমার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তারা মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনার পাশাপাশি তাঁর স্বজনদের ধৈর্য্য ধারণের শক্তি দানের জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে দোয়া করেন।

উল্লেখ্য, খয়রুন নেছা গত ১৯ ফেব্রুয়ারী সোমবার বাংলাদেশ সময় রাত ১১টা ১৫ মিনিটে হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্নাহ ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭৫ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ক্যান্সারসহ বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ২ ছেলে, ২ মেয়েসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমার গ্রামের বাড়ি মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেরার পূর্ব মোহাম্মদপুর। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বাংলা কাগজ কমিউনিটি অ্যাওয়ার্ড পেলেন সাংবাদিক সেলিম উদ্দিন

পর্তুগালের লিসবনে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বাংলা কাগজ কমিউনিটি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন ১৫ জন বাংলাদেশী। তন্মেধ্যে সাংবাদিকতায় অনন্য অবদান রাখায় বাংলা কাগজ কমিউনিটি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন প্রবাসী সাংবাদিক সেলিম উদ্দিন। সম্প্রতি লিসবনের এক

অভিজাত রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন পর্তুগালে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত রেজিনা আহমেদ।

এ সময় সাবেক বৃটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী এবং স্কটিশ পার্লামেন্ট মেম্বার ফয়সাল চৌধুরী ও বার্মিংহাম বাংলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদকসহ গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সিনিয়র সাংবাদিক সেলিম উদ্দিন মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার দক্ষিণ শাহবাজপুর ইউনিয়নের মোহাম্মদনগর গ্রামের মরহুম হাজী ছাদ উদ্দিনের বড় ছেলে।

সেলিম উদ্দিন ২০০৬ সালে ফ্রান্সে থাকাবস্থায় সাংবাদিকতা শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি পর্তুগালে পাড়ি জমান। সেখানে তিনি সাংবাদিকতাকে আঁকড়ে ধরেন। কাজ শুরু করেন বাংলা টিভির প্রতিনিধি হিসেবে। তখন বাঙালী কমিউনিটির নানা সংবাদ সংগ্রহে তিনি পর্তুগালের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে চলতেন। সেসময় পর্তুগালে বাঙালীদের মধ্যে কেউ গণমাধ্যমের সাথে ততটা সম্পৃক্ত ছিলেন না। ওই সময় সেলিম উদ্দিনের উৎসাহে পর্তুগালে বেশ কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশী সাংবাদিকতায় যুক্ত হন।

সেলিম উদ্দিন শুধু সাংবাদিকতা-ই নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে কমিউনিটির উন্নয়নেও নানাভাবে কাজ করেছেন। পর্তুগালের তৎকালীন বাংলাদেশী রাষ্টদূত ইমতিয়াজ আহমদের সহযোগিতায় লিসবনের স্থায়ী শহীদ মিনার স্থাপনের জন্য বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে তিনি লিসবনের মেয়রের সাথে কয়েক দফা বৈঠক করেন। পরবর্তীতে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়। এছাড়া পর্তুগালে বাংলাদেশের দূতাবাস স্থাপনে সেলিম উদ্দিন পর্তুগালের বাঙালী নেতৃবৃন্দকে নিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সরকারের উচ্চমহলে লবিং করেন। ২০১৭ সালে অবৈধ অভিবাসীদের ধর-পাকড়ের সময় পর্তুগালের বিভিন্ন সংগঠনকে নিয়ে সংসদ ভবনের সামনে মানববন্ধন করেন। পাশাপশি পর্তুগালের রাষ্ট্রপতিকে পত্র দিয়ে তাঁর সাথে সরাসরি সাক্ষাত করে অভিবাসীদের বিভিন্ন বিষয়াদি উপস্থাপন করেন।

সাংবাদিকতার পাশাপাশি সেলিম বিভিন্ন সময় পর্তুগালের প্রবাসী বাঙালী শিশু-কিশোরদের নিয়ে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বিজয় ফুল কর্মসূচি ও পিঠা উৎসবের আয়োজন করেন। গণমাধ্যমকর্মী হয়েও কমিউনিটির সেবায় অনন্য অবদান

‘নক্ষত্রের নাম নোরা শরীফ’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান বলেছেন, নোরা শরীফের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময় বঙ্গবন্ধুর পক্ষে আইনি লড়াই করার জন্য তিনি স্যার উইলিয়াম টমাসকে পাঠানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এমনকি বঙ্গবন্ধু হত্যার পর বিচারের জন্য যুক্তরাজ্যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি সোমবার বিকেলে বইমেলা প্রাঙ্গণে শাহ শামীম আহমেদ ও সারওয়ার কবির সম্পাদিত ‘নক্ষত্রের নাম নোরা শরীফ’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, নোরা শরীফের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তিনি সিলেটে আসলে আমাদের বাসায় থাকতেন। কাঁটাযুক্ত মাছ খেতে ভালোবাসতেন। এই নোরা শরীফের জন্মদিন আমরা বাংলাদেশে পালন করেছিলাম। যখন আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে ছিল তখন। জাতি যতদিন থাকবে ততদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে নোরা শরীফের অবদান। কারণ তিনি বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন।

মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী মোঃ নুরুল মজিদ বলেন, ভাষার মাসে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। এই সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ৭ই মার্চ থেকে শুরু করে অনেক আন্দোলন সংগ্রামের পঠভূমি। নোরা শরীফ বিদেশি হলেও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করেছিলেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের জনগত গঠনে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের রাষ্ট্র গঠনে তিনি অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সঙ্গে ভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। তার অবদান চিরকাল জাতি হিসেবে মনে রাখবে।

বইয়ের সম্পাদক সারওয়ার কবিরের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন ঢাকার সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ এএইচএম হাবিবুর রহমান ভুইয়া জিন্না, আওয়ামী লীগ নেতা মশিউর রহমান খান।

লন্ডনে সম্পদের পাহাড়

সভাপতির পদে আছেন তিনি। ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৬ সাল থেকে তার মালিকানাধীন কোম্পানিগুলো যুক্তরাজ্যে প্রায় ২০০ মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের ৩৫০টিরও বেশি সম্পত্তির রিয়েল এস্টেট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে।

সেন্ট্রাল লন্ডনের বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে টাওয়ার হ্যামলেটসে আবাসনচ্চ যেখানে ইংল্যান্ডের বৃহত্তম বাংলাদেশি কমিউনিটির আবাসস্থল এবং লিভারপুলে শিক্ষার্থীদের আবাসিক ভবন পর্যন্ত রয়েছে। যুক্তরাজ্যে সাইফুজ্জামান চৌধুরীর প্রায় আড়াইশ প্রোপার্টির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখেছে ব্লুমবার্গ। এতে দেখা যায়, তার মালিকানাধীন কোম্পানিগুলো যখন এসব প্রোপার্টি কেনে, তখন ব্রিটেনজুড়ে ভয়াবহ আবাসন সংকট চলছিল। তার কেনা বাড়ির প্রায় ৯০ ভাগই ছিল নবনির্মিত।

আর এসব লেনদেন এমন এক সময়ে ঘটেছিল, যখন রাশিয়ার ধনকুবেররা যুক্তরাজ্যে তাদের সম্পদ সহজে লুকিয়ে রাখতে পারছেন বলে তীব্র সমালোচনা চলছিল। এমন সমালোচনার মুখে যুক্তরাজ্য সরকার সম্পত্তির বিদেশি মালিকানাকে আরও স্বচ্ছ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ইউক্রেনে মস্কোর ২০২২ সালের হামলার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রক্রিয়া আরও জরুরি হয়ে ওঠে।

রাজনীতিবিদদের সম্পৃক্ততা আছে এমন লেনদেন যাচাইয়ের ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের আইন আদৌ কার্যকর কি না; সাইফুজ্জামান চৌধুরীর এসব সম্পত্তি কেনার ঘটনায় তা নিয়ে পুনরায় প্রশ্ন উঠতে পারে বলে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনকারীরা বলেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানহাটনেও সাইফুজ্জামান চৌধুরীর অন্তত পাঁচটি প্রোপার্টির সন্ধান পেয়েছে ব্লুমবার্গ। সেখানকার মিউনিসিপ্যাল প্রোপার্টির রেকর্ডস অনুযায়ী, ২০১৮ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে প্রায় ছয় মিলিয়ন ডলারে কেনা হয়েছে এসব সম্পত্তি।

গত ডিসেম্বরে প্রাক-নির্বাচনী ঘোষণায় সাইফুজ্জামান চৌধুরী তার মোট সম্পদের পরিমাণ ২৫৮ দশমিক তিন মিলিয়ন টাকা (২ দশমিক ৪ মিলিয়ন ডলার) এবং তার স্ত্রী রুখমিলা জামানের মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৯ লাখ ৯৩ হাজার ডলার বলে জানান। বাংলাদেশে সম্পদের ঘোষণাপত্রে তার যুক্তরাজ্যের সম্পদের পরিমাণ দেখাননি সাইফুজ্জামান চৌধুরী। ২০২২-২৩ সালে মন্ত্রী হিসেবে তিনি প্রায় ১০ হাজার পাউন্ড বেতন হিসাবে পান বলে দেখানো হয়েছে।

সাইফুজ্জামান চৌধুরীর বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কোনও মন্তব্য করেননি বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মেজবাউল হক। তবে তিনি বলেছেন, "বাংলাদেশে বসবাসরত অবস্থায় একজন ব্যক্তির বিদেশে সম্পদ অর্জনের কোনও বিধান নেই। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী, আমরা ব্যক্তিদের এটা করার অনুমতি দিই না।"

সাইফুজ্জামান চৌধুরী কিংবা তার স্ত্রী রুখমিলা জামানের কেউই বাংলাদেশের বাইরে সম্পত্তির মালিকানা অথবা এমপির সম্পদের ঘোষণার বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেননি বলে জানিয়েছে ব্লুমবার্গ।

সাইফুজ্জামান চৌধুরীর মালিকানাধীন কোম্পানিগুলো যখন এসব প্রোপার্টি কেনে, তখন ব্রিটেনজুড়ে ভয়াবহ আবাসন সংকট চলছিল

মার্কিন এই সংবাদমাধ্যম বলছে, ব্রিটেনের ২০১৭ সালের অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং আইনে সংজ্ঞায়িত পলিটিক্যালি এক্সপোজড পারসন (পিইপি) ক্যাটাগরিতে পড়েন সাইফুজ্জামান চৌধুরী। যা যুক্তরাজ্যে ব্যবসায়ীক লেনদেনের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির এজেন্ট, ঋণদাতা, প্রোপার্টির আইনজীবী এবং অন্যদের ওপর পিইপি শনাক্ত করার পদ্ধতি হিসেবে কাজ করে। এই ব্যক্তিরা সম্পত্তি কেনার মতো ব্যবসায়িক লেনদেনে নিযুক্ত থাকতে পারলেও তাদের বিষয়ে অতিরিক্ত যাচাই-বাছাই করা হয়।

ব্লুমবার্গ সাইফুজ্জামান চৌধুরীর মালিকানাধীন কোম্পানিগুলোর জন্য সম্পত্তি ক্রয়ে জড়িত আর্থিক পরিষেবা এবং আইনি সংস্থাগুলোর সাথে যোগাযোগ করেছে। যে সংস্থাগুলো প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তারা বলেছে, সম্পত্তি কেনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তবে বাণিজ্যিক গোপনীয়তা নিয়ে উদ্বেগের কারণে তারা কোনও মন্তব্য দেয়নি।

দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) ২০১৬ সাল থেকে যুক্তরাজ্যজুড়ে প্রোপার্টিতে বিনিয়োগ করা ৬ দশমিক ৭ বিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের "সন্দেহজনক তহবিল" শনাক্ত করেছে। ব্যাপক দুর্নীতি, ঝুঁকিপূর্ণ বিচারব্যবস্থা এবং দুর্নীতি মামলার সাথে যুক্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উচ্চ স্তরের ব্যক্তি ও সম্পদের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে যুক্তরাজ্যে এই অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে বলে জানায় টিআই।

রাজনৈতিক উত্থান:

সাইফুজ্জামান চৌধুরী তার প্রয়াত পিতা আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবুর স্থলাভিষিক্ত হয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন ২০১৩ সালে। এর এক বছর পর তিনি ভূমি প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়ার পর নির্মাণ কোম্পানি আরামিট পিএলসি এবং ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি থেকে পদত্যাগ করেন তিনি।

২০১৪ সালে তিনি গণমাধ্যমের সাথে আলাপকালে বলেছিলেন, "আমি শূন্য হাতে এসেছি এবং শূন্য হাতেই যাব।" ২০১৯ সালে ভূমিমন্ত্রী হিসেবে পদোন্নতি পান সাইফুজ্জামান চৌধুরী; যা বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশের সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়।

সাইফুজ্জামান চৌধুরী তার প্রয়াত পিতা আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবুর স্থলাভিষিক্ত হয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন ২০১৩ সালে

বাংলাদেশের কর্পোরেট নথির বিশ্লেষণ করে ব্লুমবার্গ বলছে, সাইফুজ্জামান চৌধুরী এবং তার কিছু আত্মীয় সরাসরি বা সহায়ক সংস্থার মাধ্যমে এক ডজনেরও বেশি কোম্পানির ব্যক্তিগত শেয়ারে মালিক বা নিয়ন্ত্রণকারী হয়ে উঠেছেন। এতে চারটি পাবলিক কোম্পানি রয়েছে; যার মধ্যে আরামিট এবং ইউসিবি রয়েছে। আর এই দুই কোম্পানির সম্মিলিত বাজার মূলধন প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডলার।

তার স্ত্রী রুখমিলা জামান ইউসিবির চেয়ারম্যান এবং আরামিটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। সম্পদের ঘোষণায় সাইফুজ্জামান চৌধুরী এমন কোম্পানির রেফারেন্স অন্তর্ভুক্ত করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে; যেখানে তিনি এবং তার স্ত্রীর শেয়ার রয়েছে। আরামিট এবং ইউসিবিও এই বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেয়নি বলে জানিয়েছে ব্লুমবার্গ।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের দুর্নীতি সূচকে বিশ্বের ১৮০টি দেশ ও অঞ্চলের মধ্যে বাংলাদেশ ১৪৯তম স্থানে রয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণের জন্য ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পরপরই কঠোর পুঁজি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশ। কিন্তু অতি সম্প্রতি কোভিড-১৯ মহামারী, মুদ্রাস্ফীতি এবং অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনার মারাত্মক প্রভাব পড়েছে রিজার্ভে।

ব্লুমবার্গ বলেছে, সাইফুজ্জামান চৌধুরীর কেবল যুক্তরাজ্যে থাকা রিয়েল এস্টেট সম্পদ বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের অন্তত ১ শতাংশের সমান।

সূত্র : ঢাকা পোস্ট

যা বলছে যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাজ্যে প্রায় ২০০ মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের ৩৫০টিরও বেশি সম্পত্তি নিয়ে রিয়েল এস্টেট সাম্রাজ্য গড়ে তোলার প্রতিবেদনের বিষয়টি মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্রিফিংয়ে উঠেছে। সেখানে বলা হয়েছে, সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সম্পদের সম্পর্কে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র সে বিষয়ে অবগত।

স্থানীয় সময় গত ২০ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার।

এদিনের ব্রিফিংয়ে এক সাংবাদিক সাইফুজ্জামান চৌধুরীকে নিয়ে ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন সম্পর্কে জানতে চান। তিনি বলেন, গতকাল প্রকাশিত ব্লুমবার্গের বিশদ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সরকারের লোকেদের দুর্নীতিতে জড়িত থাকার বিষয়টি এখন ওপেন সিক্রেট। মন্ত্রিপরিষদের সাবেক একজন মন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর বিরুদ্ধে যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রে ২০০ মিলিয়ন পাউন্ডের এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলার অভিযোগ রয়েছে, যা দেশের বৈদেশিক রিজার্ভের ১ শতাংশের সমতুল্য। এটি দুর্নীতির অসংখ্য ঘটনার মধ্যে কেবল একটি নমুনা মাত্র। সরকারকে জবাবদিহি করতে এবং বিশ্বব্যাপী দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে যুক্তরাষ্ট্র কী ধরনের পদক্ষেপ নেবে?

জবাবে ম্যাথিউ মিলার বলেন, আমরা এই প্রতিবেদনগুলো সম্পর্কে অবগত আছি। একইসঙ্গে নির্বাচিত সকল কর্মকর্তা যেন দেশের আইন এবং অর্থনৈতিক বিধি-বিধান মেনে চলে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে আমরা বাংলাদেশ সরকারকে উৎসাহিত করি।

বেথনালগ্রীন-স্টেপনিতে লড়বেন রাবিনা খান

প্রার্থীতা ঘোষণা করেন। এসময় তিনি তাঁর বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, নির্বাচিত হলে তিনি শুধু পার্লামেন্টের এমপি হবেননা, জনগনের এমপি হবেন। সবসময় কমিউনিটির মানুষের পাশে থাকবেন।

সংবাদ সম্মেলনে রাবিনা খান আরো বলেন, আমি টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের একজন সাবেক কাউন্সিলর। দীর্ঘদিন থেকে আমি টাওয়ার হ্যামলেটস এলাকায় রাজনীতি করছি। আমি আমার নির্বাচনী আসন বেথনালগ্রীন ও স্টেপনী এলাকায় দীর্ঘ ৩০ বছরেরও অধিক সময় ধরে পরিবারসহ বসবাস করছি। আমি এ এলাকার মানুষের ভালো-মন্দ, আশা-আকাঙ্খা ও সকল সমস্যা সম্পর্কে সম্যক অবগত আছি। সকল জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষকে আমি ভালোবাসি। তারাও আমাকে ভালোবাসেন। নিজেদের সুখ-দুঃখ ও সমস্যার কথা তারা আমাকে খুলে বলেন। আমি আমার সীমিত সামর্থ্য দিয়ে মানুষের সেবা করার চেষ্টা করি। কিন্তু একজন এমপি চাইলে জনগণের যে সেবা করতে পারেন, একজন সাধারণ মানুষ চাইলেও তা করতে পারেন না। একারণে আমি এমপি পদপ্রার্থী হয়েছি। বেথনালগ্রীন ও স্টেপনী এলাকায় মানুষ খুব কষ্টে আছেন। জনগণ পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। আমি আপনাদের সমর্থন ও জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে বেথনালগ্রীন ও স্টেপনী এলাকার মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে ও জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করতে চাই। বিশেষ করে ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার ব্যয়, উচ্চ ইউটিলিটি বিল, হাউজিং ও লিজহোলড সংক্রান্ত সকল সমস্যাসহ আবাসন সংক্রান্ত সকল সমস্যার সমাধান করতে চাই। আমি এলাকার সকল সম্প্রদায়ের মানুষের দুয়ারে সকল সরকারি সুবিধা পৌছাতে চাই। আমি এলাকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করে দিতে চাই। জলবায়ু পরিবর্তনকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এজেন্ডা করার পাশাপাশি স্থানীয় ব্যবসার জন্য এবং একটি নিরাপদ নির্বাচনী এলাকার জন্য আমি জনগণের পক্ষে লড়াই করতে চাই। আমি শুধু পার্লামেন্টের না, আমি জনগণের এমপি হতে চাই।

তিনি বলেন, ২০০৩ সালে আমার দল লিবারেল ডেমোক্র্যাট পার্টির প্রয়াত নেতা চার্লস কেনেডি ইরাক যুদ্ধের বিরুদ্ধে নীতিগত অবস্থান নিয়েছিলেন। ইসরায়েল-ফিলিস্তিন ইস্যুতেও লিবারেল ডেমোক্র্যাটরা ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের রায় বহাল রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। আমি গাজায় যুদ্ধ বিরতির জন্য বেথনাল গ্রিন ও স্টেপনির জনগণের আহ্বানের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে এবং ৭১% ব্রিটিশ জনগণের অনুভূতির প্রতিধ্বনি করে দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের জন্য বিশ্বমঞ্চে আমাদের কণ্ঠস্বরকে প্রসারিত করতে চাই। আমি ফিলিস্তিনে অবৈধ বসতি স্থাপনকারীদের দখলদারিত্ব ও সহিংসতার অবসান এবং জিম্মিদের মুক্তির পক্ষে ওকালতি করতে চাই। আমার দল লিবারেল ডেমোক্রেট পার্টির সকল এমপিরা যুদ্ধবিরতি এবং জিম্মিদের মুক্তির পক্ষে ভোট দিয়েছেন। জাতিগত সমতার জন্য লিবারেল ডেমোক্র্যাটস ক্যাম্পেইনের একজন সদস্য হিসাবে আমি গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির জন্য ভোট দেওয়াসহ বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে লিবারেল ডেমোক্র্যাট এমপিদের সাথে কাজ করেছি। লিবডেম এমপিরা একটি দ্বিপাক্ষিক যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব এবং সমস্ত জিম্মিদের অবিলম্বে মুক্তির জন্য প্রস্তাব করেছেন। লিবডেম পার্টির বিট্রিশ ফিলিস্তিনি এমপি লায়লা মোরান বিভাজন বিরোধী অ্যান্টি-বয়কট বিল বাতিল করার জন্য যথাযথ যুক্তি দিয়েছেন।

১৯৯২ সালে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলে তরুণদের জন্য কাজের অভিজ্ঞতার

স্থান নির্ধারণ করে আমি আমার পেশাগত যাত্রা শুরু করি উল্লেখ করে রাবিনা বলেন, পরবর্তীতে আমি ন্যাশনাল ফ্রন্ট এবং কমব্যাট ১৮ উত্থানের চ্যালেঞ্জিং সময়ে আইলস অফ ডগস সেফটি প্রজেক্টে জাতিগত নির্যাতনের শিকারদের জন্য সমর্থন ও সমন্বিত করেছি। বেথনাল গ্রীন সিটি চ্যালেঞ্জ উদ্যোগের অধীনে আমি বেথনাল গ্রীন এলাকায় মহিলাদের প্রকল্পগুলি পরিচালনার জন্য এবং বারাতে কমিউনিটি প্রকল্পগুলির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি ১২ বছর কাউন্সিলর হিসাবে কাজ করেছি, মানুষের সেবা করেছি। আমি স্টেপনির স্মিথি স্ট্রিট প্রাইমারি স্কুল এবং শ্যাডওয়েলের মালবেরি গার্লস স্কুলে স্কুল গভর্নর হিসাবে কাজ করেছি। আমি কখনই কোন কাজ ফেলে চলে যাইনি। আমি কখনোই কোথাও কোন কাজে অনুপস্থিত ছিলাম না। আমি সবসময় আমার বারার বাসিন্দাদের পক্ষে কথা বলতে, ওকালতিতে অবিচল ছিলাম। কাউন্সিলর হিসেবে আমার নির্বাচনী এলাকার বাসিন্দারা সবসময় আমাকে তাদের প্রয়োজনে পাশে পেতেন। আমি সবসময় জনগণের পাশে থেকেছি এবং কাউন্সিলর হিসেবে সর্বোচ্চ সংখ্যক কেসওয়ার্ক উত্থাপন করেছি। আমি বাড়িওয়ালা, ভাড়াটিয়া ও লিজ হোলডারদের অধিকারের পক্ষে কথা বলেছি, ওকালতি করেছি। নাইফ ক্রাইমের বিরুদ্ধে আমি প্রচারণা চালিয়েছি এবং শিক্ষা পরিষেবাগুলি অ্যাক্সেস করার জন্য তরুণদের এবং তাদের পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করেছি। আমি রিজেনারেশন প্রকল্পের নেতৃত্ব দিয়েছি এবং সম্প্রদায়ের উপর জীবনযাত্রার ব্যয়ের প্রভাব নিয়ে লিখেছি। সিটির প্রাচুর্য আর স্থানীয়দের জীবন সংগ্রাম বেথনাল গ্রিন ও স্টেপনিতে আমি এর সবই দেখেছি। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমাকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চালিত করে। একজন মা হিসাবে, আমি আমাদের শিশু এবং যুবকদের মুখোমুখি হওয়ার চ্যালেঞ্জগুলি পেয়েছি, বিশেষ করে কোভিডের পরে। সুযোগ পেলে আমি আমাদের তরুণ-তরুণীদের জন্য চাকরি থেকে শুরু করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রস্তুতি পর্যন্ত আরও ভালো সুযোগ তৈরি করতে চাই।

আমি শামীমা বেগমের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছি এবং প্রচারণা চালিয়েছি। কীভাবে আমাদের স্কুলছাত্রীরা এই জীবন বেছে নিলো তা নিয়ে আমি জনসাধারণের পক্ষে তদন্তের আহ্বান জানিয়েছিলাম এবং গুরুতর মামলা পর্যালোচনার জন্যও বলেছিলাম। লিবারেল ডেমোক্র্যাট এমপি টিআম ফারন নিউজ এজেন্টদের সাথে একটি সাক্ষাৎকারে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে শামীমাকে যদি শ্যারন এবং সাদা বলা হয় তবে তার পাসপোর্ট কেড়ে নেওয়ার মত ঘটনাটি হয়তো টোরি সরকার ঘটাবে না। আমরা সাদা পটভূমির লোকদের সাথে যেভাবে আচরণ করি তা সমান নয় এবং কিছু লোকের নাগরিকত্ব দৃশ্যত অন্যদের মতো নিরাপদ নয়। যাই হোক, বর্ণবাদ ইস্যু ছাড়াও বেথনাল গ্রিন ও স্টেপনিতে জিপি অ্যাপয়েন্টমেন্টে বিলম্ব, ডেন্টিস্ট ও অ্যাম্বুলেন্স এবং ভেঙে পড়া স্কুলগুলি টোরি সরকারের ফাঁকা বুলি বা অন্তঃসারশূন্য প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করে। বেথনাল গ্রিন ও স্টেপনির বাসিন্দারা আরও ভাল কিছু ডিজার্ভ করে।

এমপি পদপ্রার্থী রাবিনা আরও বলেন, আমি আমার চিন্তা চেতনা আর প্রত্যাশাকে পুঁজি করে আমার পরিকল্পনা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। আমি কথা দিচ্ছি বেথনাল গ্রিন ও স্টেপনির বাসিন্দাদের সকল নাগরিক সেবা প্রাপ্তি সহজীকরণ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানসহ তাদের নাগরিক সুবিধা ও সেবার প্রশ্নে আমি কখনো আপস করব না। এই আসনের জনগণের সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ কখনো করব না। তাদের সেবা দিতে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আসন্ন নির্বাচনে জয়ী হতে আমি আপনাদের সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

সৌদি ভিসা ছাড়াই ওমরাহ পালনসহ ভ্রমণের সুযোগ

নাগরিকদের জন্য অন-অ্যারাইভাল ভিসা প্রক্রিয়া আরও সহজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রিয়াদ। তারা পর্যটনের উদ্দেশ্যে নাকি ওমরাহ পালনের জন্য এসেছেন; সে বিষয়টি বিবেচনা করা হবে না। এমন সুবিধা ভিসাধারীদের নিকটাত্মীয়দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। একই সঙ্গে ট্রানজিট ভিসার মাধ্যমেও সেখানে ওমরাহ পালন করা যাবে। তবে তাদের সৌদি এয়ারলাইন্সের বিমানে আসতে হবে।

ভাড়াটেদের সঙ্গে আ.লীগ নেতার বিরোধ
ডাকাত বলে পুলিশে দিলেন ১১ জনকে

সিলেট প্রতিনিধি: সিলেটে আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গে বিরোধ ছিল তার ভবনে থাকা ভাড়াটেদের। এ নিয়ে তর্কবিতর্কের একপর্যায়ে হৈ চৈ হাতাহাতির ঘটনা ঘটে তাদের মধ্যে। একপর্যায়ে বাসায় ডাকাত হানা দিয়েছে বলে পাড়ার মসজিদে মাইকিং করান ওই আওয়ামী লীগ নেতা। পরে ভাড়াটেসহ ১১ জনকে ডাকাত বলে আটক করে পুলিশে দেয় ওই আওয়ামী লীগ নেতার লোকজন। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি রোববার রাত ১টার দিকে সিলেট নগরীর জালালাবাদ আবাসিক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আটকের পর পুলিশে সোপর্দ করা ১১ জন হচ্ছেন- দক্ষিণ সুরমার বরইকান্দি এলাকার সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগ নেতা মো. রইছ আলীর ছেলে জালালাবাদ আবাসিক এলাকার বাসিন্দা মোঃ তারেক আহমদ, মো. আরিফ আহমদ, হোসেন আহমদ ও মো. সাইদ ইকবাল, নগরীর দক্ষিণ কাজলশাহ এলাকার বাসিন্দা মৃত নূরুল ইসলামের ছেলে মো. সুহেল, দক্ষিণ সুরমা থানাধীন বরইকান্দি এলাকার মৃত সিদ্দেক আলীর ছেলে জাবেদ আহমদ, একই এলাকার আব্দুল মান্নানের ছেলে মো. ফয়জুর রহমান, শেখ ধলা মিয়ার ছেলে মো. আলী রিপন, মৃত আব্দুল মুতলিবের ছেলে মোঃ হেলাল উদ্দিন, ধলা মিয়ার ছেলে ইমন আহমদ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, মহানগরের জালালাবাদ এলাকার ২২ নম্বর গলির বাসিন্দা আওয়ামী লীগ নেতা এমএ হান্নান। তার সঙ্গে বিরোধ ছিল ভাড়াটেদের। একপর্যায়ে দুইপক্ষ উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এ সময় বাসায় সামনে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কিছু লোক মহড়া দেয়। কিছুক্ষণ পরই পাড়ার মসজিদের মাইকে দুদফা গলিতে ডাকাত ঢুকেছে বলে মাইকিং করা হয়। এ সময় স্থানীয়রা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। অনেকেই বাসা থেকে বের হয়ে আসতে শুরু করেন। পরে ১১ জনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগ নেতা এমএ হান্নান বলেন, বাসায় আমার মা, স্ত্রীসহ সন্তানরা ছিল। হঠাৎ কিছু ডাকাত এসে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকার চেষ্টা করে। আমি দরজা খুলে না দিলে তারা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে বাসার চারপাশে হামলা চালায়। পরে আমি মসজিদের মাইকে ডাকাত এসেছে বলে ঘোষণা দিতে বলি।

আম্বরখানা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সুজিত চক্রবর্তী বলেন, হামলার খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ১১ জনকে আটক করেছি। পরে উভয়পক্ষের সমঝোতার মাধ্যমে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে বিমানবন্দর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) দেবাংশু দে জানান, সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর হস্তক্ষেপে বিষয়টি সমাধান হয়েছে। মূলত বাসার মালিক ও ভাড়াটিয়ার মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল। একপর্যায়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। পরে এ ঘটনাকে মাইকে ডাকাতি বলে প্রচার করা হয়; যা সত্য নয়। বিষয়টি মেয়র মহোদয় ও স্থানীয়রা বিষয়টি সমাধান

বড়লেখায় গৃহবধূকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, দায় স্বীকার স্বামীর

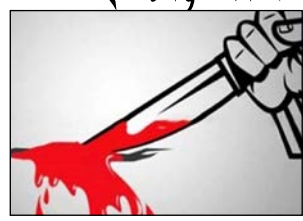

সিলেট প্রতিনিধি: মৌলভীবাজারের বড়লেখায় আছমা বেগম (৩৫) নামে এক গৃহবধূকে হত্যার দায় স্বীকার করে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন তার স্বামী আয়নুল ইসলাম (৫৫)।

গত বৃহস্পতিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে বড়লেখা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেন আয়নুল। জবানবন্দি গ্রহণের পর বিচারক আয়নুলকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। পরে পুলিশ তাকে কারাগারে পাঠায়।

বড়লেখা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী বিষয়টি নিশ্চিত করে বৃহস্পতিবার বিকেলে বলেন, গৃহবধূ আছমাকে হত্যার কথা আদালতে স্বীকার করেছেন তার স্বামী আয়নুল ইসলাম। আদালতে দেওয়া জবানবন্দিতে আয়নুল বলেছেন, বিভিন্ন কারণে তিনি তার স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। ঘটনার দিন কোনো কারণে স্ত্রীর প্রতি তার সন্দেহ হয়। এরপরই তিনি বাড়ির পাশে স্ত্রীকে পেয়ে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেন। জবানবন্দি গ্রহণের পর আদালতের নির্দেশে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়।

জানা গেছে, উপজেলার সদর ইউনিয়নের উত্তর ডিমাই ষাটমারপার গ্রামের মৃত রফিক উদ্দিনের মেয়ে আছমা বেগমের সঙ্গে প্রায় ৮ বছর আগে একই এলাকার পাখি মিয়ার ছেলে আয়নুল ইসলামের বিয়ে হয়। পরিবারিক জীবনে তাদের দুই মেয়ে রয়েছে। তাছাড়া আছমা বেগমের প্রথম পক্ষের এক মেয়ে রয়েছে। ঘটনার দিন গত মঙ্গলবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) রাত প্রায় ১২টার দিকে আছমা বেগমের প্রতিবেশী মুমিন আহমদ তার ভাই ফখরুল ইসলাম রুবেলকে ডেকে জানান, আছমাকে কে বা কারা ছুরি দিয়ে মেরে জনৈক ইমাম উদ্দিনের জমিতে ফেলে গেছে। খবর পেয়ে স্বজনরা দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে দেখেন আছমা জমিতে পড়ে আছেন এবং তার নাড়িভূড়ি বেরিয়ে গেছে। আছমার পাশে একটি রক্তমাখা ছুরি পড়ে আছে। পরে স্বজনরা আছমাকে বড়লেখা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে বড়লেখা থানার ওসি সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী ঘটনাস্থলে যান। প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আছমার স্বামী আয়নুলকে আটক করে পুলিশ। পরে পুলিশের কাছে তিনি স্ত্রীকে হত্যার কথা স্বীকার করেন। এই ঘটনায় নিহত আছমার ভাই ফখরুল ইসলাম রুবেল বাদি হয়ে থানায় মামলা করেন।

৩য় পৃষ্ঠার পর ...

অর্থনৈতিক মন্দার কবলে যুক্তরাজ্য

ঋষি সুনাকের জন্য বড় ধাক্কা। কারণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে শীর্ষ পাঁচ অগ্রাধিকারের মধ্যে একটি হিসেবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি।

২০২০ সালের প্রথমার্ধে করোনা মহামারির প্রভাবে সংকটে পড়েছিল দেশটির অর্থনীতি। এর পর এটিই দেশটির প্রথম অর্থনৈতিক মন্দা। যদিও পরপর দুই প্রান্তিকে অর্থনীতি সঙ্কুচিত হলেও ২০২৩ সালে অর্থনীতি প্রায় স্থিতিশীল ছিল।

যুক্তরাজ্যে মন্দার খবর আসার ঠিক একদিন আগে সরকারি তথ্যে দেখা গেছে, জানুয়ারিতে মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বরের মতোই ৪ দশমিক ০ শতাংশে স্থির ছিল। যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (ব্যাংক অব ইংল্যান্ড) লক্ষ্যমাত্রার দ্বিগুণ।

২৮ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত

আল জাজিরা

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েল দক্ষিণ গাজার রাফাহতে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় গাজার যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হাজার হাজার মানুষ বিশ্বজুড়ে রাস্তায় নেমে এসেছেন। ফিলিস্তিনপন্থি পতাকা ও ব্যানার নিয়ে হাজার হাজার মানুষ স্পেনের মাদ্রিদের রাস্তায় মিছিল করে গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবি জানায়।

স্পেনের রাজধানীতে আতোচা ট্রেন স্টেশন থেকে কেন্দ্রীয় প্লাজা দেল সোল স্কোয়ার পর্যন্ত বড় ব্যানারের পেছনে মিছিল সমাবেশের মাধ্যমে এই প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হয়। সামনে থাকা ব্যানারে লেখা ছিল: ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা। অনেকের কাছে থাকা প্ল্যাকার্ডগুলোতে 'ফিলিস্তিনের জন্য শান্তি' এবং 'ফিলিস্তিনিদের দুর্ভোগ উপেক্ষা করবেন না' বলেও লেখা ছিল।

প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজের মন্ত্রিসভার অন্তত ছয়জন মন্ত্রীও এদিনের এই বিক্ষোভে অংশ নেন। তাদের মধ্যে পাঁচজন বামপন্থি সুমার দলের। তাদের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর সমাজতান্ত্রিক দলের পরিবহনমন্ত্রী অস্কার পুয়েন্তেও বিক্ষোভে অংশ নেন।

প্রতিবাদ-বিক্ষোভের শুরুতে পুয়েন্তে সাংবাদিকদের বলেন, 'আমাদের অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি, নিরপরাধদের বিরুদ্ধে হত্যাযজ্ঞ এবং হামলার অবসান প্রয়োজন, আমাদের অবশ্যই সমস্ত বন্দির মুক্তি অর্জন করতে হবে।'

প্যালেস্টাইন সলিডারিটি ক্যাম্পেইন (পিএসসি) অনুসারে, যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনেও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সেখানে গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবিতে প্রায় আড়াই লাখ মানুষ বিক্ষোভে অংশ নেয়।

লন্ডন থেকে আল জাজিরার হ্যারি ফাউসেট বলেছেন, আয়োজকদের মতে গত বছরের অক্টোবরে গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে আকারের দিক থেকে শনিবার লন্ডনে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভটি শীর্ষ তিনের মধ্যে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ফাউসেট বলেন, 'দক্ষিণাঞ্চলীয় রাফাহতে ইসরায়েলের উদ্দেশ্যমূলক সামরিক অভিযানের আগে অনুষ্ঠিত এই বিক্ষোভ গাজার পরিস্থিতি নিয়ে মানুষের ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের একটি ইঙ্গিত। ইউগভের একটি জরিপে দেখা যাচ্ছে- যুক্তরাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ এখন অবিলম্বে যুদ্ধবিরতিকে সমর্থন করে।'

তিনি আরও বলেন, মিছিলের মূল অংশটি লন্ডনে ইসরায়েলি দূতাবাসের বাইরে পৌঁছেছিল এবং সেখানে সংহতি বক্তৃতা ও প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে লন্ডনে বিক্ষোভের জন্য দেড় হাজারেরও বেশি পুলিশ কর্মকর্তা রাস্তায় নেমেছিলেন। মেট্রোপলিটন পুলিশের মতে, প্ল্যাকার্ড-সম্পর্কিত অপরাধ, কর্মকর্তাদের ওপর হামলা এবং মুখের আবরণ অপসারণ করতে অস্বীকার করার দায়ে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে এক বিবৃতিতে বলেছে, 'এই গ্রেপ্তার সত্ত্বেও সিংহভাগ বিক্ষোভকারীই বিক্ষোভের সময় শান্তিপূর্ণ অবস্থায় ছিল এবং সম্পূর্ণ আইন মেনে আচরণ করেছিল। অবশ্য ইসরায়েলপন্থি দলগুলো যুক্তরাজ্যে ফিলিস্তিনপন্থি এই গণআন্দোলনকে ইহুদি-বিরোধী হিসেবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

এছাড়া সুইডেনসহ অন্যান্য দেশেও ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভ সংঘটিত হয়েছে। এসব বিক্ষোভ থেকে লোকেরা ইসরায়েলকে রাফাহ আক্রমণ না করার দাবি জানায় এবং যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানায়।

ইসরায়েলে বিক্ষোভ: এদিকে ইসরায়েলের রাজধানী তেল আবিব এবং পশ্চিম জেরুজালেমে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বাসভবনের বাইরেও বিক্ষোভ হয়েছে। সেখানে বিক্ষোভকারীরা বন্দি বিনিময় চুক্তি এবং ইসরায়েলে অবিলম্বে নির্বাচনের আহ্বান জানিয়েছে।

আল জাজিরা বলছে, গাজায় আটক থাকা ১০০ জনেরও বেশি বন্দিকে মুক্তি দেওয়ার চুক্তির বিষয়ে আরও আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য কায়রোতে ইসরায়েলি প্রতিনিধিদল না পাঠানোর বিষয়ে নেতানিয়াহুর সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিক্ষোভ-সমাবেশ হয়।

বন্দি ও নিখোঁজ ব্যক্তিদের পরিবার ফোরাম নেতানিয়াহুর এই সিদ্ধান্তটিকে অবশিষ্ট বন্দিদের জন্য 'মৃত্যুদ–' বলে অভিহিত করেছে।

তবে শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে নেতানিয়াহু এই মুহূর্তে ইসরায়েলে নির্বাচনের দাবির নিন্দা করেছেন। তিনি আরও বলেন, হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের সামরিক 'চাপ কাজ করছে'। তিনি দাবি করেন, সেনাবাহিনী 'গাজার এমন এলাকায় পৌঁছেছে যা শত্রুরা কখনও কল্পনাও করেনি'।

নেতানিয়াহুর দাবি, 'যে আমাদেরকে রাফাহতে হমলা না করতে বলছে, সে আসলে আমাদের কান হারাতে বলছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী রাফাহ আক্রমণ করবে।'

মূলত দক্ষিণ গাজার এই রাফাহ শহরে এখন দশ লাখেরও বেশি বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনি বাস করছেন। এমনকি বন্দিদের মুক্তির জন্য হামাসের সাথে একটি চুক্তির বিষয়ে সমঝোতা হলেও রাফাহতে হামলার কথা জানিয়েছেন নেতানিয়াহু। সূত্র : ঢাকা পোস্ট

'সাক্ষাৎকারের জন্য এক

সাবেক এই সাংবাদিক এখন সোশ্যাল মিডিয়া এক্সে নিজস্ব প্রোগ্রাম চালু করেছেন। এরইমধ্যে দর্শকসংখ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার টিভি প্রোগ্রামগুলোকে ছাড়িয়ে গেছেন তিনি।

সম্প্রতি প্রথম পশ্চিমা সাংবাদিক হিসেবে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাক্ষাৎকার নিয়ে ইন্টারনেটে ঝড় তুলেন কার্লসন। তবে তার দাবি, বরিস জনসনের সাক্ষাৎকার চাইলে তার কাছে এক মিলিয়ন ডলার দাবি করেছিলেন জনসন।

তিনি বলেন, আমি তখন পুতিনের সাক্ষাৎকার নিতে মস্কোতে ছিলাম। বিষয়টি আগেই প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। আর এ নিয়ে বরিস জনসন অব্যাহতভাবে আমার নিন্দা করে যাচ্ছিলেন। তাই আমি তারও একটি সাক্ষাৎকার নিতে চাইলাম। আমার আশা ছিল, জনসনও ইউক্রেন নিয়ে তার অবস্থান সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে চাইবেন।

কিন্তু জনসনের প্রতিনিধি আমাকে জানালেন যে, তিনি শুধুমাত্র একটি শর্তেই সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হবেন। এ জন্য আপনাকে এক মিলিয়ন ডলার খরচ করতে হবে। সেটা হতে পারে মার্কিন ডলারে, সোনা বা বিটকয়েনেও। কার্লসন বলেন, আমি তখন মাত্র পুতিনের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, কিন্তু তিনি আমার কাছে অর্থ চাননি।

বরিস জনসন প্রথম থেকেই পুতিনের সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য কার্লসনের সমালোচনা করছিলেন। সাক্ষাৎকারটি প্রচারিত হওয়ার পর ডেইলি মেইলে এ নিয়ে একটি 'মতামত' প্রকাশ করেন বরিস জনসন। তিনি কার্লসনকে 'বিশ্বাসঘাতক সাংবাদিক' বলে আখ্যা দেন। সূত্র : মানবজমিন

কাউন্সিলের নতুন বাজেটে বিপুল বিনিয়োগের প্রস্তাব

দেশ ডেস্ক, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪: টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে বারার মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন খাতে বিপুল বিনিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত এই বাজেটে রয়েছে অসংখ্য নতুন উদ্যোগ ও কর্মসূচি। সবচেয়ে উদ্ভাবনী উদ্যোগটি হচ্ছে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির সংকটে থাকা লোকজনকে অতিরিক্ত কস্ট-অব-লিভিং ক্রাইসিস সাপোর্ট (জীবনযাত্রার ব্যয় সংকটকালীন সহায়তা) প্রদান করা এবং বাসিন্দারা যাতে তাদের নিজেদের বারা পরিচালনায় সক্রিয় ও জড়িত হন সেজন্য নতুন উদ্যোগ গ্রহণ।

গত মাসেই, কাউন্সিল তার প্রস্তাবিত বাজেটে বর্জ্য ও ফ্লাইটিপিং (যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ছুড়ে ফেলা) সমস্যা মোকাবেলা করে একটি পরিচ্ছন্ন বারা গড়ে তুলতে ৫ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলো।

আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি বুধবার রাতে অনুষ্ঠিতব্য পূর্ণাঙ্গ কাউন্সিল মিটিংয়ে নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমানের অনেকগুলো উদ্ভাবনী ও জনকল্যাণমুখী বহু কর্মসূচিসহ নতুন অর্থ বছরের বাজেট অনুমোদন লাভ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

২০২৪/২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে অনেকগুলো খাতে বিপুল বিনিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছেঃ

এ-লেভেলে এডুকেশন মেইনটেনেন্স এলাউন্স বা ইএমএ প্রাপ্ত ১,২৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ৭ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ড বরাদ্দ, এবং এখন থেকে তারা প্রতি বছর ৪০০ পাউন্ডের পরিবর্তে ৬০০ পাউন্ড করে আর্থিক অনুদান পাবে।

মেয়রস্ ইউনিভার্সিটি বার্সারি গ্রান্ট এর জন্যও বরাদ্দ বাড়িয়ে ১.২ মিলিয়ন পাউন্ডে উন্নীত করা হয়েছে। এর ফলে ৪০০ জনের স্থলে এখন থেকে ৮০০ জন শিক্ষার্থী প্রতি বছর ১৫০০ পাউন্ড করে অনুদান পাবে।

স্বাস্থ্যের উন্নতি ও একাকীত্ব বা সামাজিক বিচ্ছিন্নতা থেকে লোকজনকে বের করে আনতে বছরে ২ লাখ ৪৮ হাজার পাউন্ড বিনিয়োগ প্রস্তাব করা হয়েছে, যার আওতায় বারার ১৬ বছরের বেশি বয়সী মেয়ে ও মহিলাদের পাশাপাশি ৫৫ বছরের বেশি বয়সী পুরুষদের জন্য বিনামূল্যে সুইমিং (সাঁতার) এবং একুয়াটিক সেশন প্রদান করা হবে।

বিভিন্ন কমিউনিটির বাসিন্দাদের সম্পর্কে জানতে এবং কাউন্সিল কার্যক্রমে তাদের সম্পৃক্ত করার একটি প্রকল্পসহ পরিদর্শন, কাজ এবং বিনিয়োগের দুর্দান্ত জনপদ হিসাবে টাওয়ার হ্যামলেটসের প্রচার।

বারার ব্রিটিশ-বাঙালি মহিলাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের পরামর্শ এবং সুবিধা প্রদানের জন্য একটি সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল উইমেন্স রিসোর্সেস্ সেন্টার স্থাপনের জন্য ১ দশমিক ৪ মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ।

কালো এবং জাতিগত সংখ্যালঘু (বিএএমই) এবং অন্যান্য গ্রুপগুলোর জন্য সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল ড্রাগের অপব্যবহার অর্থাৎ মাদকাসক্ত চিকিৎসা কেন্দ্রের জন্য ১ দশমিক ৫ মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ। ড্রাগ সমস্যার সমাধানে আরো শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণ।

১৫ মিলিয়ন পাউন্ড মূলধন বিনিয়োগে একটি বিশ্বমানের এ-লেভেল প্রতিষ্ঠান "একাডেমিক এক্সিলেন্স ইন্সটিটিউট" প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই ইনস্টিটিউট শিক্ষার্থীদের অর্জনের উন্নতির দিকে নজর দেবে, এবং আরও বেশি সংখ্যক স্থানীয় শিক্ষার্থী যাতে অক্সব্রিজ, রাসেল গ্রুপ এবং বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে ভর্তি হতে পারে, সেই লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

বিএএমই কমিউনিটির বয়স্ক বাসিন্দাদের স্বাধীনভাবে বসবাস ও সুস্থতা নিশ্চিত করতে একটি সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল অ্যাডালট কেয়ার হোম (অতিরিক্ত যত্ন), এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য একটি স্বতন্ত্র ৫০-৬০ শয্যার আবাসিক কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠার জন্য ২০ মিলিয়ন পাউন্ড মূলধন বিনিয়োগ।

টাওয়ার হ্যামলেটসে ক্রমবর্ধমান সোমালি জনসংখ্যার জন্য একটি বিশেষায়িত কেন্দ্র "সোমালি রিসোর্স হাব"-এ বিনিয়োগ।

উপরে উল্লেখিত উদ্যোগ ও কর্মসূচিগুলো হচ্ছে গত অর্থবছরের বাজেটে কাউন্সিল কর্তৃক প্রবর্তিত কর্মসূচিগুলোর অতিরিক্ত এবং আগের কর্মসূচিগুলোও ২০২৪/২৫ অর্থবছরে অব্যাহত থাকবে। গত অর্থবছরের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে, বারার সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য সর্বজনীন বিনামূল্যের স্কুল খাবার সরবরাহ, যা কিশোর-তরুণদের জন্য গৃহিত ২১ মিলিয়ন পাউন্ডের বিস্তৃত বিনিয়োগের অংশ, স্বেচ্ছাসেবী এবং কমিউনিটি খাতে ১৫ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ এবং বিনামূল্যে প্রাপ্তবয়স্ক হোম কেয়ারে ২.৫ মিলিয়ন পাউন্ড (যা কার্যকর হবে ২০২৫ সালে)।

আমরা একটি চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে শক্তিশালী আর্থিক অবস্থান তৈরি করেছি: মেয়র লুৎফুর

নতুন অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে মন্তব্য কালে টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "আমরা যে শক্তিশালী আর্থিক অবস্থান তৈরি করেছি তা আমাদের কমিউনিটিগুলিতে আরও বিনিয়োগ করতে আমাদের সক্ষমতা প্রদান করে। গত বছর ছিল সর্বজনীন বিনামূল্যে স্কুলের খাবার এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বার্সারির মতো যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

মেয়র লুৎফর রহমান বলেন, "মাত্র ১২ মাসে আমরা একটি চ্যালেঞ্জিং আর্থিক পরিস্থিতিকে শক্তি এবং স্থিতিস্থাপক অবস্থানে পরিণত করতে পেরেছি। আমরা আমাদের আর্থিক সঞ্চয় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি, একটি সুষম বাজেটের সাথে আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং আমাদের নিরীক্ষিত অ্যাকাউন্টগুলি স্বাক্ষর করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছি এবং আমরা এতদসত্বেও বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত খাত খুঁজে পেয়েছি।"

মেয়র বলেন, "আমাদের আর্থিক অবস্থাকে এমন সঠিক এবং টেকসই অবস্থানে নিয়ে আসার জন্য আমি কাউন্সিল অফিসার ও সদস্যদের এবং আমাদের বাজেট পরামর্শে অংশ নেওয়া ১,৯৩১ জন বাসিন্দা এবং ব্যবসায়ীদের ধন্যবাদ জানাতে চাই।"

২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটের জনগুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিক নিচে তুলে ধরা হচ্ছেঃ

মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "কাউন্সিলের আবর্জনা বা বর্জ্য অপসারণ সার্ভিসে ৫ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগের ফলে মূল পরিষেবাগুলি অধিকতর শক্তিশালী হবে, এবং এই সার্ভিসে আরো অতিরিক্ত ৭২ জন ফ্রন্টলাইন কর্মী নিয়োগ করা হবে? এই বিনিয়োগের ফলে অতিরিক্ত ড্রাইভার, ক্লিনার এবং লোডার সহ নতুন যানবাহনের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি গত বছর কাউন্সিল ঘোষিত বর্জ্য জরুরি অবস্থা মোকাবেলা করা হবে।"

তিনি জানান, বিনিয়োগকৃত তহবিলগুলি বর্ধিত সুইপিং বিটগুলিকে সক্ষমতা প্রদান করবে - যার মধ্যে রয়েছে বারার ব্যস্ততম এলাকাগুলিতে দিনে ন্যূনতম ১৫ ঘন্টার সাথে রাতের সময় এবং সপ্তাহান্তেও পরিষ্কারকরণ রাউন্ড বা টহল বৃদ্ধি করা, পার্ক, রাস্তা এবং খোলা জায়গায় বর্জ্য সমস্যা গুলো সক্রিয়ভাবে চিহ্নিত করার জন্য নতুন দ্রুত প্রতিক্রিয়া দল নিয়োগ; দক্ষতা বাড়াতে পরিষেবার প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণ; এবং বর্জ্য হটস্পট গুলি চিহ্নিত করা ও মোকাবেলায় কাউন্সিলকে সহায়তা করতে বাসিন্দাদের উৎসাহিত করার জন্য একটি নতুন 'স্ট্রিট লিডারস্' স্কিম গ্রহণ।

বিনিয়োগটি ডিজিটাইজেশন এবং উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আবর্জনা সংগ্রহকে অপ্টিমাইজ করবে। অর্থায়ন প্রাথমিকভাবে এক বছরের জন্য হলেও, এটি এমন ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে ব্যবহার করা হবে যেখানে পুনরাবৃত্তি বিনিয়োগের প্রয়োজন হতে পারে।

জীবনযাত্রার সংকট মোকাবেলায় অতিরিক্ত সহায়তা:

কাউন্সিলের উদ্যোগে পরিচালিত সাম্প্রতিক বার্ষিক রেসিডেন্টস সার্ভে অর্থাৎ বাসিন্দাদের মতামত জরিপে দেখা গেছে যে, বাসিন্দারা জীবনযাত্রার খরচ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন। তাই এই বাজেটের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হয়েছে বাসিন্দাদের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতার বিষয়টি।

১৭ মিলিয়ন পাউন্ড রাজস্ব বিনিয়োগ প্যাকেজের অংশ হিসেবে লন্ডনের আবাসন সংকটে থাকা লোকদের সাহায্য করার জন্য অস্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা করা; বাসিন্দাদের আরও স্বাস্থ্যকর ও অর্থনৈতিক সুযোগ দেওয়ার জন্য কাউন্সিলের অবকাশকালীন পরিষেবাগুলির বীমা করা; এবং দুর্বল ব্যক্তিদের সহায়তা করার ব্যবস্থা, যেমন বিশেষ শিক্ষাগত প্রয়োজনীয়তা (এসইএন) তথা ডিসেইবিলিটি সংশ্লিষ্ট শিশুদের জন্য নানা সুবিধা ও পরিবহনের ব্যবস্থা করা।

হাউজিংয়ে বিনিয়োগ, শীর্ষ অগ্রাধিকার:

হাউজিং অর্থাৎ ঘর-বাড়ির ব্যবস্থা করাটা হচ্ছে কাউন্সিলের জন্য একটি শীর্ষ অগ্রাধিকার। বিদ্যমান স্টকের (কাউন্সিল মালিকানাধীন বাড়ি-ঘর) গুণগত মান বা অবস্থার উন্নতি করার পাশাপাশি কাউন্সিলের নেতৃত্বে এবং বিভিন্ন অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যের, পারিবারিক আকারের (সাইজের) বাড়ি-ঘরের ব্যবস্থা করতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ অব্যাহত রয়েছে। এই মেয়াদে ৪,০০০টি বাড়ি সরবরাহ করার লক্ষ্যমাত্রা শুরুতেই ঘোষণা করা হয়েছিলো। একইভাবে, গ্রেনফেল ট্র্যাজেডির প্রতিক্রিয়ায় বিলডিং কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিনিয়োগের ফলে বারাতে বিদ্যমান বাড়িগুলির নিরাপত্তা ও সুরক্ষা উন্নত করব ।

কাউন্সিল ট্যাক্স রিলিফ ফান্ড ও লন্ডনের ষষ্ঠতম সর্বনিম্ন কাউন্সিল ট্যাক্স বারা:

এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আর্থিক সংকোচন, বিদ্যুত-গ্যাসের ক্রমবর্ধমান দাম বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার ব্যয়-সংকট, মুদ্রাস্ফীতি এবং সুদের হারের ঊর্ধ্বগতির কারণে স্থানীয় সরকারের অর্থব্যবস্থা গুরুতর চাপের মধ্যে রয়েছে।

গত অর্থবছরে কাউন্সিল ট্যাক্স উপাদান স্থিতাবস্থায় রাখা হয়েছিল, কিন্তু ২০২৪/২৫ অর্থবছরে এটি ২.৯৯ শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। টাওয়ার হ্যামলেটস হচ্ছে বর্তমানে লন্ডনের ষষ্টতম সর্বনিম্ন কাউন্সিল ট্যাক্স বারা এবং যারা কম সচ্ছল তাদের জন্য সবচেয়ে উদার কাউন্সিল ট্যাক্স হ্রাস কাউন্সিলগুলির মধ্যে একটি।

এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা কেন্দ্রিয় সরকারের আর্থিক সংকোচন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে বার বার প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম অর্থ প্রাপ্তির পাশাপাশি বর্ধিত মুদ্রাস্ফীতি এবং ইউটিলিটি খাতে (গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানি) খরচ বৃদ্ধির কারণে বাধ্য হয়েই ট্যাক্স সামান্য বাড়াতে হচ্ছে। তবে এতে করে বারার বেশির ভাগ বাসিন্দার উপর বাড়তি কোন আর্থিক চাপ পড়বে না।

"আয় ৪৯,৫০০ পাউন্ডের কম হলে কাউন্সিল ট্যাক্স বাড়বে না"

কাউন্সিলের ফিন্যান্স বিষয়ক ক্যাবিনেট মেম্বার কাউন্সিলার সাঈদ আহমদ বলেন, "২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে, যেখানে লন্ডনের অন্যান্য কাউন্সিলগুলি তাদের কাউন্সিল ট্যাক্স ১৪.৯৯% বৃদ্ধি করেছিল, সেখানে টাওয়ার হ্যামলেটসের কাউন্সিল ট্যাক্স ছিল সম্পূর্ণরূপে ফ্রোজেন অর্থাৎ ট্যাক্স বাড়ানো হবেনা। সে সময়, মুদ্রাস্ফীতি চলছিল ১০%-এরও বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেটে, জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি ও কাউন্সিল ট্যাক্স বৃদ্ধি থেকে বারার সবচেয়ে দরিদ্র ও নিু আয়ের পরিবারগুলোকে রক্ষা করার জন্য মেয়র লুৎফুর রহমান এবং কাউন্সিল তাদের প্রতিশ্রুতিকে সম্মান করে চলেছেন।"

তিনি বলেন, "যদিও কাউন্সিল সর্বনিু অনুমোদিত থ্রেশহোলড, ২.৯৯% কাউন্সিল ট্যাক্স বাড়াবে, তারপরও নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর জন্য নির্বাহী মেয়রের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিশেষ সুবিধাদি রাখা হয়েছে।" তিনি দাবি করেন, "দেশের কিছু কিছু লেবার ও টোরি নেতৃত্বাধীন কাউন্সিল ১০% থেকে ১৫% এবং, লন্ডন মেয়র ৮% কাউন্সিল ট্যাক্স বাড়িয়েছে।

কাউন্সিলর সাঈদ আহমদ নতুন বাজেটে বারার বাসিন্দাদের আর্থিক চাপ থেকে মুক্ত রাখতে যে সকল সুবিধা রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে, তার বিস্তারিত তুলে ধরেন বলেন, 'কাউন্সিল ট্যাক্স কস্ট-অব-লিভিং রিলিফ ফান্ড' হচ্ছে একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। এই ফান্ড বা তহবিল হাজার হাজার পরিবারকে ২.৯৯% কাউন্সিল ট্যাক্স বৃদ্ধি থেকে রক্ষা করবে। যদি কোনো পরিবারের বার্ষিক আয় ৪৯,৫০০ পাউন্ড (ট্যাক্স এবং ন্যাশনাল ইন্সুরেন্স কর্তনের আগে যা প্রতি মাসে ৪,১২৫ পাউন্ড) এর কম হয়, তাহলে তাদেরকে ২.৯৯% বর্ধিত ট্যাক্স প্রদান করতে হবে না। বারার ১৯,০০০ পরিবার (১৪%) এই সুবিধা পাবে (আবেদন করা সাপেক্ষে)। উল্লেখ্য যুক্তরাজ্যের পরিবারের বার্ষিক গড় আয় ৩২,৩০০ পাউন্ড।

"এছাড়া কাউন্সিল ট্যাক্স মোটেই ৫% বাড়ছে না। সরকার নির্দেশিত এবং সকল কাউন্সিলের জন্য জরুরী সোশ্যাল কেয়ার-এ প্রতি পরিবারে ২% কন্ট্রিবিউশন বাড়বে, যা কাউন্সিল ট্যাক্স নয়" বলে তিনি উল্লেখ করেন।

কাউন্সিল ট্যাক্স ডিসকাউন্ট স্কিম -এ ১০০% পর্যন্ত ছাড়:

কাউন্সিল ইতিমধ্যেই "কাউন্সিল ট্যাক্স ডিসকাউন্ট স্কিম" এর মাধ্যমে বারার ২৮ হাজার পরিবারকে (মোট ২০%) আর্থিক সুরক্ষা করে আসছে। এই স্কিম কাউন্সিল ট্যাক্স বিলের ওপর ১০০% পর্যন্ত ছাড় প্রদান করে।

সপ্তাহে ৪৪ পেন্স বাড়তে পারে যাদের:

ব্যান্ড 'এ' প্রোপার্টির জন্য বর্তমান বার্ষিক চার্জ হচ্ছে ৭৬৪.৫৯ পাউন্ড, প্রস্তাবিত ২.৯৯% ট্যাক্স বাড়লে এক্ষেত্রে সপ্তাহে বাড়বে মাত্র ৪৪ পেন্স, যা বছরে বাড়বে ২২.৮৬ পাউন্ড। একইভাবে ব্যান্ড 'বি' প্রোপার্টির ক্ষেত্রে সপ্তাহে ৫১ পেন্স (বছরে ২৬.৬৭ পাউন্ড) এবং এভাবে ব্যান্ড 'এইচ' প্রোপার্টির ক্ষেত্রে সপ্তাহে ১ পাউন্ড ৩২ পেন্স (বছরে ৬৮.৫৮ পাউন্ড) বাড়বে।

বেনেকো ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস'র ১০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

ইন্ডিপেন্ডেন্ট এডভাইজারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে হাইস্ট্রিট বাংকের পাশাপাশি যুক্তরাজ্যের শতাধিক মর্গেজ লেন্ডারের সাথে সরাসরি কাজ করছে । বেনেকো ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ইসলামিক মর্গেজ, ফাস্ট টাইম বাইয়ার, বাই-টু-লেট মর্টগেজ, কর্মাশিয়াল মর্গেজ, রাইট-টু-বাই মর্গেজ, বিজনেস মর্গেজ সহ বিভিন্ন ধরনের মর্গেজ নিয়ে কাজ করছে । এছাড়া লাইফ ইন্সুরেন্স এবং লাইফ ইনকাম প্রটেনশন সেবা দিয়ে আসছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ব্রিটেনের লিডিং ব্রোকার হাউজ স্ট্রাইড আপের সিইও এবং কো ফাউন্ডার সাকিব জামান। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বেনেকো ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস যুক্তরাজ্যের শীর্ষস্থানীয় ইসলামিক মর্টগেজ ব্রোকারেজ ফার্মগুলির মধ্যে একটি। শরিয়া ভিত্তিক ইসলামিক ল্যাণ্ডারের সাথে সরাসরি কাজ করার সুবাদে মুসলিম কমিউনিটিতে হালাল মর্গেজের সেবায় সেরা অবস্থানে রয়েছে।

অনুষ্ঠানে সিটি প্লাস নের্টওয়াকের ডিরেক্টর স্টিপেন মার্টিন বলেন, যুক্তরাজ্যের অর্থনীতির রাজধানীখ্যাত ক্যানারি ওয়ার্ফে শুরু থেকেই বেনেকো ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস-এর প্রধান অফিস থাকায় অনেক নামি দামি ল্যাণ্ডার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে মিটিংয়ের বাড়তি সুবিধাও পাচ্ছে। তাই বেনোকোর সার্ভিস নিয়েও কাস্টমাররা খুশি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেব বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র মাইয়ুম তালুকদার, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদ, বৃটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট শাহগীর বখত ফারুক, কাউন্সিলর সাঈদা চৌধুরী, রিজওয়ান আলী, মুহাম্মদ মুহীদ খান, মোহাম্মদ সেলিম, ইভান বিজর, আইনজীবী নাশীত রহমান, একাউন্টেন্ট মাহবুব মুর্শেদ প্রমুখ।

প্রতারণা মামলায় ট্রাম্পকে ৩৫ কোটি ৪৯ লাখ ডলার জরিমানা

দেশ ডেস্ক, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : ঋণদাতাদের প্রলুব্ধ করতে নিজের সম্পদ অতিরিক্ত বাড়িয়ে দেখিয়ে প্রতারণার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্পকে ৩৫ কোটি ৪৯ লাখ ডলার জরিমানা করেছেন নিউ ইয়র্কের এক বিচারক। এই অর্থের সুদসহ মোট কমপক্ষে ৪৫ কোটি ডলার জরিমানা পরিশোধ করতে হবে মামলার সব আসামিকে। এর মধ্যদিয়ে রিয়েল এস্টেট সাম্রাজ্য নিয়ে আরও একটি বড় রকম ধাক্কা খাচ্ছেন ট্রাম্প। আদালত বলেছে, এই জরিমানা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। এখানেই শেষ নয়। ট্রাম্পকে আগামী তিন বছরের জন্য নিউ ইয়র্কে কোনো করপোরেশনের কোনো অফিসিয়াল দায়িত্ব বা পরিচালকের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ করেছেন বিচারক। রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ট্রাম্পের আইনজীবী অ্যালিনা হাব্বা। শুক্রবার নিউ ইয়র্কে বিচারক আর্থার ইঙ্গোরন এই রায় দেন। এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। এর আগে সেপ্টেম্বরে দেয়া রায় বাতিল করেছেন বিচারক ইঙ্গোরন।

ট্রাম্পের রিয়েল এস্টেট সাম্রাজ্যের ভিত্তি নিয়ন্ত্রণ করে যেসব কোম্পানি তা বিলুপ্ত করতে সেপ্টেম্বরে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারক। কিন্তু তা বাতিল করে শুক্রবার তিনি বলেছেন, ওই রায়ের আর প্রয়োজন নেই। কারণ, তিনি ট্রাম্পের বাণিজ্য তদারকির জন্য একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক ও পরিচালক নিয়োগ দিচ্ছেন।

বিচারক ইঙ্গোরন লিখেছেন, ট্রাম্প এবং মামলার অন্য বিবাদীরা তাদের ত্রুটি স্বীকার করতে অক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন। তারা তাদের ত্রুটি স্বীকার করেননি। তথ্যপ্রমাণ থাকার পরও তারা তা স্বীকার করতে চাননি। ট্রাম্প এবং তার পরিবারের ব্যবসায় এক বছরে নিট সম্পদের পরিমাণ এক দশক ধরে বাড়িয়ে দেখিয়ে এসেছেন ৩৬০ কোটি ডলার। এর মাধ্যমে ঋণদাতাদের প্রলুব্ধ করে ব্যাংকারদের বোকা বানিয়েছেন। এমন অভিযোগ এনে ট্রাম্প ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা করেন

নিউ ইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেতিতিয়া জেমস। এর বাইরে ডোনালড ট্রাম্প চারটি ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত। তিনি এসব অভিযোগকে লেতিতিয়া জেমসের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা বলে অভিহিত করেছেন। উল্লেখ্য, লেতিতিয়া জেমস একজন ডেমোক্রেট। নিজের সামাজিক যোগাযোগ প্ল্যাটফরমে লেতিতিয়া জেমসকে তিনি 'ক্রকড' এবং দুর্নীতিপরায়ণ বলে অভিহিত করেছেন। আরও বলেছেন, এই মামলা হলো নির্বাচনে তার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ এবং 'ডাইনিবিদ্যা'। তিনি লিখেছেন, এই সিদ্ধান্ত পুরোপুরি এবং সম্পূর্ণ প্রতারণার, লজ্জার। আমরা অন্যায় বিচারের পক্ষে থাকতে পারি না।

নিউ ইয়র্কের কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণের জন্য তিন বছরের জন্য আবেদন করার ক্ষেত্রেও ট্রাম্প ও তার কোম্পানিগুলোকে নিষিদ্ধ করেছেন বিচারক ইঙ্গোরন। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় ব্যাংকগুলো থেকে তারা ঋণ পাওয়ার সক্ষমতা হারাবে। এই মামলায় ট্রাম্পের প্রাপ্তবয়স্ক দুই ছেলে ডোনালড জুনিয়র এবং এরিককেও আসামি করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেককে আলাদাভাবে ৪০ লাখ ডলার করে জরিমানা করেছেন বিচারক। তাদের আইনজীবি ক্লিফোর্ড রবার্ট এই সিদ্ধান্তকে ভয়াবহ অবিচার বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি আশা করেন, এই রায় আপিলে বাতিল হবে। ট্রাম্প অর্গানাইজেশনের সাবেক সিএফও অ্যালেন ওয়েইসেলবার্গকে ট্যাক্স ফাঁকি দেয়ার আলাদা একটি ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। এ জন্য তাকে জরিমানা করা হয়েছে ১০ লাখ ডলার। নিউ ইয়র্কের কোনো রকম আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে তাকে যাবজ্জীবনের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন আদালত। রায়ে লেতিতিয়া জেমস বলেছেন, নিজের মিথ্যা তথ্য, প্রতারণা এবং ভয়াবহ জালিয়াতির জন্য জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে ডোনালড ট্রাম্পকে।

তিনি নিজেকে যত বড়, যত ধনী বা শক্তিধর বলে মনে করুন না কেন, তিনি বা কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নন। এ বছরে ৫ই নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। সেই নির্বাচনে ডেমোক্রেট প্রার্থী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিরুদ্ধে রিপাবলিকানদের চ্যালেঞ্জে সামনে আসতে পারেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। কিন্তু বিচারকের রায়ের ফলে রিয়েল এস্টেট ব্যবসার এই মুঘলের ভবিষ্যতের ওপর প্রচণ্ড এক আঘাত হিসেবে দেখা হচ্ছে। মামলায় আদালতে সাক্ষ্য দেয়ার সময় ট্রাম্পের আচরণের সমালোচনা করেছেন বিচারক ইঙ্গোরন। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এর আগেও কয়েকটি মামলায় জরিমানা করা হয়েছে। ফ্লোরিডা ও কলোরাডো রাজ্যের প্রাইমারি নির্বাচনে তাকে অযোগ্য ঘোষণা করেছে স্থানীয় আদালত। ফলে তিনি যে আইনি সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন তাতে সামনের নির্বাচন করতে পারবেন কিনা তা

পাকিস্তানে মধ্যরাতে যেভাবে পালটে যায় ভোটের ফলাফল

দেশ ডেস্ক, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : পাকিস্তানের জাতীয় ও রাজনৈতিক অঙ্গনে এখন মুখে মুখে ইমরান খানের নাম। সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী মানুষের ভালোবাসায় নিজের জায়গা পাকাপোক্ত করে নিয়েছেন অনেক আগেই। এজন্য কারাবন্দি থেকেও হিসাবের খাতার শীর্ষে তার দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)। সেনা ফন্দিও থামাতে পারেনি তার জনপ্রিয়তার পারদ। ৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়েছে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন।

এদিন সকাল থেকেই পাকিস্তানজুড়ে তার সমর্থকদের দীর্ঘ সারি তার জনপ্রিয়তাকে আরও স্পষ্ট বার্তা পাঠাতে শুরু করে। নির্বাচন শেষে শুরু হয় ভোট গণনা। ধীরে ধীরে প্রাথমিক ফলাফল আসতে শুরু করে। এক প্রদেশ থেকে আরেক প্রদেশ। দেশের ভোটকেন্দ্রগুলো তখন 'কাপ্তান শোরে' নাচছে। জাতীয় পরিষদ থেকে প্রাদেশিক পরিষদের বেশিরভাগ জয়ের আসনে একটাই নাম- পিটিআই। চূড়ান্ত ফলে ৯৮ শতাংশ আসনে জিতেছে খানের দল। এমনটাই নিশ্চিত হওয়ার পথে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে উঠল না। হঠাৎই মধ্যরাতে থমকে যায় ইমরান খানের ভাগ্য! ফলাফল আসা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। মাঝরাতের পরই বদলে যেতে শুরু করে নির্বাচনের ফলাফল।

সহিংসতার মধ্যেই নির্বাচনের দিন দেশজুড়ে খানের সমর্থকরা বিভিন্ন জায়গায় ভোট দেন। আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী প্রদেশ খাইবার পাখতুনখোয়ায় নির্বাচনে এগিয়ে যায় পিটিআই। পাঞ্জাব ৩ দশকেরও বেশি সময় ধরে পাকিস্তান মুসলিম লীগ-নওয়াজের (পিএমএল-এন) শক্ত ঘাঁটি গুঁড়িয়ে সেখানেও এগিয়ে যায় খানের দল। ভোটের হিসাবে পাঞ্জাব মোটেই খেলনা কিছু নয়- পাকিস্তান পার্লামেন্টের (জাতীয় পরিষদ) মোট আসনের প্রায় ৬০ শতাংশ। মধ্যরাতের কিছু আগে থেকেই স্পষ্ট হতে শুরু করে সবচেয়ে বড় এই প্রদেশটিতেই ব্যাপকভাবে হেরে যাচ্ছে পিএমএল-এন। তারপরই শুরু হয় 'তেলেসমাতি কাণ্ড'। কিছুক্ষণ ফলাফল ঘোষণা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর পরদিন ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে থেমে থেমে ফল ঘোষণা শুরু হয়।

অস্বচ্ছতার শুরুটা এখান থেকেই। দেশটির বেশিরভাগ অংশে খানের জয়কে অস্বীকার করা হয়। যার জেরে ভোট কারচুপি, অনিয়ম ও অস্বচ্ছতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন পিটিআই সমর্থকরা। প্রতিবাদের পাশাপাশি ইতোমধ্যেই ফলাফলগুলোকে আদালত এবং নির্বাচন কমিশনে চ্যালেঞ্জ করার ঘোষণা দিয়েছে পিটিআই। দুর্ভাগ্যবশত, নির্বাচনের পর মুদ্রাস্ফীতি, দারিদ্র্য এবং বেকারত্বে ঠাসা দেশটিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা আরও অনেক বেড়েছে। পাকিস্তান কীভাবে এবং কখন এই অনিশ্চিত পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসবে তা বলা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাদা মনে বললে, এবারের নির্বাচনে দেশের বড় বড় দল সামান্য সুযোগটুকুও দেয়নি পিটিআইকে। এমনকি নির্বাচনের আগেই এক প্রকার শেকল বেঁধে দেওয়া হয় খানের পায়ে। অযোগ্য ঘোষণা দিয়ে প্রথম ধাপেই বাধা দেওয়া হয়। এরপর স্বতন্ত্রের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় তার দল পিটিআইকে। এমনকি নির্বাচনের প্রচারণার অনুমতিও দেওয়া হয়নি দলটিকে। দলীয় প্রতীক 'ব্যাট'ও কেড়ে নেওয়া হয়। এটা ছিল ইমরান খানকে হারানোর বড় ধরনের একটা কৌশলী ফাঁদ। কারণ, দেশের বেশিরভাগ নিরক্ষর মানুষই ছবি (প্রতীক) দেখে ভোট দেয়।

খান বর্তমানে ইসলামাবাদের আদিয়ালা কারাগারে রয়েছেন। ২০২২ সালের এপ্রিলে অনাস্থা ভোটে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে একের পর এক মামলায় জড়িয়ে পড়েন খান। ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার পর থেকে খানের জনপ্রিয়তা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। বিশেষ করে শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে। যার প্রমাণ মেলে এবারের নির্বাচনে। পাকিস্তানে এমন জনপ্রিয়তা এর আগে দেখা যায়নি।

খানকে উপড়ে ফেলার এই ভোট চুরি তুলকালামের মধ্যেই এখন জোট গঠনে ছুটছে পিএমএল-এনসহ আরও বেশ কিছু দল। মূল সারিতে রয়েছে বিলওয়াল ভুট্টো জারদারির পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি)।

লেখক পরিচিতি : মোহাম্মদ জুবাইর উমর, পাকিস্তানের বর্ষীয়ান নেতা। পিএমএল-এনের সিনিয়র নেতা। সাবেক মন্ত্রী (২০১৩), সাবেক গভর্নর, সিন্ধু প্রদেশ (২০১৭)।

কিমকে গাড়ি উপহার দিলেন পুতিন

দেশ ডেস্ক, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন উত্তর কোরীয় নেতা কিম জং উনকে একটি গাড়ি উপহার দিয়েছেন। কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি (কেসিএনএ) সোমবার এ খবর দিয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, এই উপহার দুই নেতার বিশেষ ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রকাশ। কেসিএনএ'র বরাত দিয়ে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে।

রাশিয়া নির্মিত গাড়িটির নির্মাতা ও মডেল প্রকাশ করা হয়নি। কেসিএনএ জানিয়েছে, এটি কিমের বোন কিম ইয়ো জংসহ শীর্ষ সহকারীদের কাছে ১৮ ফেব্রুয়ারি হস্তান্তর করা হয়েছে। উত্তর কোরীয় নেতার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য এটি দিয়েছেন পুতিন।

রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, কিম ইয়ো জং রুশ পক্ষের কাছে পুতিনের প্রতি কিমের ধন্যবাদ বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। কিম ইয়ো বলেছেন, এটি দুই নেতার বিশেষ ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্পষ্ট প্রকাশ।

কিমকে পুতিনের এই উপহার জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞার লঙ্ঘন হতে পারে। উত্তর কোরিয়াকে কোনো ধরনের পরিবহণ যান সরবরাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞায়।

ধারণা করা হয়, বিলাসবহুল কয়েকটি গাড়ি কিমের সংগ্রহে রয়েছে। গত বছর সেপ্টেম্বরে পুতিনের প্রেসিডেন্সিয়াল গাড়ি অরাস সেনাট লিমুজিনের প্রশংসা করেছিলেন তিনি। পরে পুতিন তাকে গাড়ির পেছনের সিটে বসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল করলেন ইমরান খান

দেশ ডেস্ক, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) চেয়ারম্যান ইমরান খান সম্প্রতি পাওয়া তিনটি সাজার রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছেন।

শুক্রবার তার আইনজীবী লতিফ খোসা এ তথ্য জানিয়েছেন বলে খবরে বলা হয়েছে।

দুর্নীতি, রাষ্ট্রীয় গোপন নথি ফাঁস ও বিবাহ আইন ভঙ্গের মামলায় মোট ৩১ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন ইমরান খান। তবে ইমরানের সমর্থকদের দাবি, নির্বাচনে অযোগ্য করতেই মূলত এসব উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা দেয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে।

গত ৮ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে ইমরানের দল পিটিআই সর্বাধিক আসনে বিজয় পেলেও কোনো দলই সরকার গঠনের জন্য একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায়নি।

গত ৩০ জানুয়ারি রাষ্ট্রীয় গোপন নথি ফাঁসের অভিযোগে ১০ বছরের কারাদণ্ড, এর কিছুদিন পরই দুর্নীতির মামলায় ১৪ বছর ও সর্বশেষ বিবাহ আইন ভঙ্গের দায়ে ইমরান খানকে ৭ বছরের কারাণ্ড দেয় রাওয়াল পিন্ডির একটি আদালত।

Rabina Khan Outlines Vision for Bethnal Green & Stepney

Advocates for Ceasefire on the war in Gaza at Press Conference

By Salman Farsi

Rabina Khan, the Liberal Democrats' Parliamentary Candidate for Bethnal Green & Stepney, held a press conference at the Micro Business Park Community Centre, on 20th February, spotlighting her campaign's main objectives and addressing critical issues such as the Gaza conflict.

With the UK General Election on the horizon, Khan's candidacy has garnered attention for her commitment to local and international concerns. The event, attended by notable figures including Lord Richard Newby, Leader of the Liberal Democrats in the House of Lords, and Dr Husnath Hussain MBE, underscored the party's unified stance on various matters.

At the heart of Khan's campaign is a dedication to Bethnal Green & Stepney residents. Emphasising accessibility, Khan vowed to be an MP "who stands up for local people." Her agenda includes advocating for fair housing, supporting social housing tenants and leaseholders, enhancing community policing, and ensuring constituents' voices are heard. "I want to be an MP who will always volunteer," Khan stated, highlighting her intent to be actively involved in community matters.

Khan's remarks extended to the international arena, particularly the

ongoing conflict in Gaza. "The Liberal Democrats have voted for a ceasefire in November 2023, and we are going to vote for a ceasefire tomorrow," Khan declared on the recent Parliamentary vote for a ceasefire motioned by the SNP. She elaborated on the party's comprehensive approach to the Israel-Gaza situation, advocating for an end to settler violence, the blockade, the release of hostages, and a lasting two-state solution. It should be noted that the Labour Party is also following suit in the calls for an “immediate humanitarian ceasefire” in Gaza; however, this could be seen as too little too late. The death toll in Gaza has reached nearly 30,000 since the Israeli offensive began last year, and Labour has taken significant time to get it’s messaging and positioning right with Muslim voters.

The conference also served as a platform for Khan to underscore her connection to the constituency and her vision for its future. Describing herself as a mother and a lifelong resident, Khan's speech resonated with a personal touch. "I love being part of this town," she said, reflecting her deep ties to the community and her desire to represent its interests at the national level.

Support for Khan's candidacy was robust among the attendees, with figures like Afzal Siddiki, a former school teacher, and Roderick, Chairman of Racial Equality for the Liberal Democrats Party, backing her campaign. Their presence highlighted the broad support for Khan within the party and the community, emphasising the collective effort to address local and international issues.

Khan's commitment to social housing, community policing, and international diplomacy, particularly regarding the Gaza conflict, positions her as a candidate focused on both local and global issues. Her campaign reflects the Liberal Democrats' broader priorities, blending a focus on domestic welfare with an active role in international peace efforts.

As the UK General Election approaches, Khan's candidacy represents a blend of local dedication and international awareness. Her emphasis on accessibility, community involvement, and diplomatic solutions to global conflicts offers a comprehensive approach to representation, aiming to address the diverse concerns of Bethnal Green & Stepney residents. With the support of prominent Liberal Democrats and her deep roots in the community, Khan's campaign could significantly impact both the local and national stages. However, to win the seat for Bethnal Green and Stepney, Khan will need to work hard to woo over the Labour majority and fight off formidable prospective rivals like Barrister Tasnime Akunjee, who has declared to run as an independent for the same seat and is gathering community support from the grassroots and beyond.

Commons Debate on Gaza

Ceasefire Vote Erupts in Disarray

In a tumultuous session that underscored the deep divisions within UK politics, the House of Commons' recent debate on a ceasefire in Gaza spiraled into disarray, highlighting the complexities of parliamentary procedure and the contentious nature of Middle Eastern politics. The session, intended to deliberate on motions calling for an immediate cessation of hostilities in Gaza, became a focal point of controversy, leading to a rare apology from Speaker Sir Lindsay Hoyle.

The debate was set against a backdrop of escalating violence in Gaza, where ongoing conflict has resulted in significant loss of life and heightened tensions on the international stage. The Commons sought to address this through discussions on potential ceasefire motions, but the proceedings took an unexpected turn. Labour's proposal for an "immediate humanitarian ceasefire" unexpectedly took centre stage, thanks to a controversial decision by Speaker Hoyle that deviated from standard parliamentary protocol. This decision allowed Labour's motion to proceed without a formal vote, which side-lined the SNP's similar motion and ignited a political firestorm.

The Speaker's unusual intervention drew sharp criticism from multiple quarters, particularly the SNP and some Conservative MPs, who accused him of favouring Labour's agenda. The SNP, having designated the day for their motion, expressed outrage at being deprived of a vote, casting the episode as a grave disrespect to their parliamentary rights. The spectacle of MPs walking out in protest and the subsequent demands for Hoyle to explain his actions underscored the depth of the discontent.

Amidst calls for his resignation and the audible discontent in the chamber, Speaker Hoyle extended an apology, acknowledging his misjudgement while asserting his intentions were aimed at allowing a broad expression of views on the critical issue of Gaza. Despite his apology, the incident has left a mark on his tenure, with SNP Westminster leader Stephen Flynn questioning the tenability of Hoyle's position.

This episode also highlighted the strategic manoeuvrings within British politics, as the Labour Party, led by Sir Keir Starmer, sought to navigate the sensitive issue of Gaza without inciting internal discord. Labour's motion, which narrowly defined the terms for a ceasefire, reflected an effort to balance calls for peace with recognising Israel's security concerns. This stance diverged from the SNP's more forthright call for an immediate ceasefire.

For its part, the government emphasised a "humanitarian pause" while supporting a permanent ceasefire, a position that mirrors the complexity of achieving lasting peace in a region marred by protracted conflict. The debate's fallout, including a significant expression of no confidence in Speaker Hoyle by over 30 MPs, signals ongoing turbulence within the Commons over its approach to international crises.

The fracas in Parliament occurred as demonstrators outside called for immediate action to end the violence in Gaza, underscoring the domestic and international pressures facing UK lawmakers. The debate's chaotic turn and the Speaker's subsequent apology have highlighted the procedural intricacies of the Commons and the broader challenges of formulating a coherent and unified response to one of the world's most intractable conflicts.

জাতীয় পার্টির চিড় যখন ফাটলে পরিণত

সাইফুর রহমান তপন

আবারও ভাঙতে যাচ্ছে জাতীয় পার্টি? গত ৭ জানুয়ারির দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলের ভরাডুবিকে কেন্দ্র করে জাপার মধ্যে চরম অস্থিরতা চলছে। সে অস্থিরতা কমানোর 'দাওয়াই' হিসেবে জাপা চেয়ারম্যান জি এম কাদের যেভাবে একের পর এক কো-চেয়ারম্যান, প্রেসিডিয়াম সদস্য পর্যায়ের নেতাকে অব্যাহতি দিয়ে চলেছেন এবং বহিষ্কৃত নেতারা গিয়ে রওশন শিবিরে ভিড়ছেন, তাতে এটা স্পষ্ট–দলটির আরেক দফা ভাঙন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

জাপায় অস্থিরতা অবশ্য শুরু হয়েছিল ৭ জানুয়ারির আগেই, যখন রওশনপন্থিদের দলীয় মনোনয়নবঞ্চিত করা হয়; এমনকি রওশনপুত্র সাদ এরশাদের পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত এবং নিরাপদ বলে বিবেচিত রংপুর-৩ আসনটিও পাননি। সেখানে জি এম কাদের নিজে প্রার্থী হন। এ পরিপ্রেক্ষিতে রওশনপন্থিরা নির্বাচন না করার সিদ্ধান্ত নেন এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রওশন নিজে দেখা করে জাপাকে কোনো আসন না ছাড়ার অনুরোধ করেন।

জি এম কাদেরের জন্য এ পরিস্থিতি হয়তো শাপেবর হতো, যদি তিনি ও তাঁর সহযোগীরা সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেদের মতো করে নির্বাচনটি করতেন। যে যাই বলুক, তাঁর পক্ষে কথিত 'তৃণমূলের' কথা শুনে নির্বাচন বর্জন সম্ভবপর ছিল না। কারণ তেমন পরিস্থিতিতে হয়তো তাঁকে আরও বাজে পরিণতি ভোগ করতে হতো। নিজেদের শক্তিতে নির্বাচন করলে তারা আসন হয়তো বর্তমানের চেয়ে কম পেতেন, তবে দলটির অন্যরকম একটা ভাবমূর্তি তৈরি হতো। কিন্তু সেটা না করে তিনি ও তাঁর সহযোগীরা বরং অনেকটা ২০১৪ সালের মতো প্রায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এমপি হতে সরকারি দলের সঙ্গে দেনদরবারে লিপ্ত হন। এর ফলস্বরূপ সরকারি দলের কাছ থেকে ২৬টি আসনে ছাড় পেলেও জাপা জিতে আসে মাত্র ১১টিতে।

একসময় বৃহত্তর রংপুরের ২২টি আসনসহ দেশের আরও কয়েক অঞ্চলে প্রভাবধারী দেশের তৃতীয় বৃহত্তম দলটির জন্য নিঃসন্দেহে এ ফল চরম হতাশাজনক। তবে দলটির দুই প্রধান নেতা বড় লজ্জায় পড়ে যান, যখন দলেরই ভেতর থেকে অভিযোগ ওঠে–জাপা চেয়ারম্যান ও মহাসচিব সরকারের কাছ থেকে শুধু 'বিপুল' অঙ্কের নির্বাচনী খরচই নেননি; অন্য প্রার্থীদের না দিয়ে তা আত্মসাৎও করেছেন।

স্বাভাবিকভাবেই এ পরিস্থিতি রওশনপন্থিদের চাঙ্গা করে তোলে। গত ২৮ জানুয়ারি নিজেকে জাপা চেয়ারম্যান ঘোষণা করে জি এম কাদের এবং মুজিবুল হক চুন্নুকে 'অব্যাহতি' দেন রওশন এরশাদ। একই সঙ্গে তিনি ৯ মার্চ দলের নতুন সম্মেলন অনুষ্ঠানেরও ঘোষণা দেন।

রওশনের এ ঘোষণাও সম্ভবত হালে পানি পেত না, যদি একটা সমন্বয়বাদী মানসিকতা নিয়ে জাপা চেয়ারম্যান ওই অভিযোগগুলো নিষপত্তি করতেন। কিন্তু সে পথে না হেঁটে তিনি ১৪ জানুয়ারি নির্বাচনে ভরাডুবির জন্য দলের চেয়ারম্যান ও মহাসচিবকে দায়ী করে বক্তব্যদানকারীদের বহিষ্কার করতে থাকেন।

জাপা চেয়ারম্যান ও মহাসচিব যতই বলুন–রওশনের সম্মেলন আহ্বানকে তারা গুরুত্ব দিচ্ছেন না; তাদের কলমের এক খোঁচায় দলের অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতা বহিষ্কারের ঘটনা রওশনের পালেই হাওয়া দিচ্ছে। ইতোমধ্যে তিনি সম্মেলন বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক করেছেন কাজী ফিরোজ রশীদকে, যেখানে সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা কো-আহ্বায়ক, গোলাম সরোয়ার মিলন যুগ্ম আহ্বায়ক, শফিকুল ইসলাম সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সমকালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি হিসেবে বাবলা এবং উত্তরের সভাপতি হিসেবে শফিকুলই মূলত জাপার সভা-সমাবেশে জমায়েত কর্মী সরবরাহ করতেন। এদের পথ ধরে জাপার আরও অনেক 'বঞ্চিত' নেতা যে রওশন শিবিরে ভিড়বেন না–তা বলা যায় না।

মনে রাখতে হবে, শুধু বাংলাদেশ নয়, গোটা দক্ষিণ এশিয়াতেই উত্তরাধিকারের রাজনীতির শিকড় বেশ গভীরে। সেই সূত্র মেনে জাপার নিয়ন্ত্রণ দলটির প্রতিষ্ঠাতা হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের আপন ভাইয়ের হাতে যাওয়া যেমন কোনো অস্বাভাবিক ছিল না, তেমনি এরশাদের স্ত্রী হিসেবে রওশনও এ উত্তরাধিকারের কম দাবিদার নন। সরকারের ছত্রছায়ায় হলেও দশম সংসদ নির্বাচনে রীতিমতো এরশাদকে ঘোল খাইয়ে রওশন যেভাবে ৩৪ এমপি বাগিয়ে নেন, তা ছিল ওই সময়ের রাজনীতির অন্যতম চমক। অবশ্য কিছুটা বয়স এবং কিছুটা পরিস্থিতির কারণে সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে প্রায় কোণঠাসা ছিলেন তিনি। এখন হাওয়া কতটা তাঁর অনুকূলে আনতে পারবেন, সেটা ভবিষ্যৎ বলবে।

সত্য, গত কয়েক বছর সংসদের ভেতরে-বাইরে সরকারবিরোধী গরম গরম কথা বলে জি এম কাদের দেশে-বিদেশে অন্যতম বিরোধী মুখ হিসেবে পরিচিতি পাওয়ায় দলের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ বেশ পোক্ত বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু স্ত্রীর মনোনয়ন নিশ্চিত করতে সরকারের কাছে দেনদরবারের গুরুতর অভিযোগের পর জি এম কাদেরের ওই ভাবমূর্তিতে চিড় ধরেছে। রওশনের বিদ্রোহ সেই চিড়কে যতটা সম্ভব ফাটলে পরিণত করতে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, সামরিক শাসক এরশাদের নেতৃত্বে জন্ম নিলেও দীর্ঘ ৯ বছর ক্ষমতায় থাকার কারণে জনগণের একটা অংশের মধ্যে দলটির প্রতিষ্ঠাতার নীরব সমর্থন গড়ে উঠেছিল। প্রধানত তার ওপর ভিত্তি করে জাতীয় পার্টি দেশের রাজনীতিতে মোটামুটি শক্ত একটা অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়। একে অনেকটা দেশের দুই যুযুধান দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সাংঘর্ষিক রাজনীতির ফল বললেও ভুল হবে না। কিন্তু এটাও স্বীকার্য, দলের এ শক্তি বিকশিত করার বদলে নব্বই পরবর্তী সময়ে জাতীয় পার্টির শক্তি ক্ষয় হয়েছে বিভক্তি ও বহিষ্কারের ফাঁদে পড়ে। এ কারণেই ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর ছয়বার ভেঙেছে জাপা।

এ কথা ঠিক, দলটির ওইসব ভগ্নাংশ ইতোমধ্যে ইতিহাসের অতল গর্ভে চলে গেছে। ৯ মার্চ সম্মেলনের মাধ্যমে রওশনের নেতৃত্বে আরেকটি জাতীয় পার্টির জন্ম হলে তারও জন্য এমন নিয়তি নিশ্চয় অপেক্ষা করছে। তবে এটা যে জি এম কাদেরের নেতৃত্বাধীন অংশের জন্য আশাপ্রদ পরিণতি দেখা যাচ্ছে না।

এরশাদের নানা রাজনৈতিক খামখেয়ালি সত্ত্বেও দল কিছুটা হলেও অন্তত রাজনীতির ঘুঁটি হিসেবে প্রাসঙ্গিকতা ধরে রেখেছিল মূলত এরশাদেরই কারণে। আগেই বলা হয়েছে, জনগণের একটা অংশে তাঁর বেশ ভক্ত গড়ে উঠেছিল। কিন্তু জি এম কাদের তো এরশাদ নন। উপরন্তু ভাইয়ের মতোই যখন তিনি দলকে খামখেয়ালির হাতিয়ার বানান তখন সেখানে ভাটার টান প্রবল হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। রওশনও যে এরশাদ ছাড়া ম্লান–ইতোমধ্যে তা প্রমাণ হয়েছে।

দেবর-ভাবির কোন্দলে আর যাই হোক, জাতীয় পার্টির ক্ষয় ছাড়া জয় নেই। আর নির্বাচনী রাজনীতিতে দুই প্রবল ধারার মাঝে তৃতীয় ধারা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা কেবল ক্ষীণতরই হতে থাকে।

সাইফুর রহমান তপন: সহকারী সম্পাদক, সমকাল

শিক্ষাঙ্গনেও যখন ধর্ষক, নারীরা নিরাপদ কোথায়!

মোঃ শফিকুল ইসলাম

প্রতিদিন খবরের কাগজ দেখলে চোখে পড়ে ধর্ষণের খবর, যা খুবই দুঃখজনক। সম্প্রতি কুমিল্লার দেবিদ্বারে ধর্ষণের শিকার চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে। যার জন্য তার এক শিক্ষকই দায়ী। যদিও ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা হওয়ার পর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কাছাকাছি সময়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ষণকাণ্ড গোটা জাতিকেই নাড়া দিয়েছে। অনেক সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যৌন হয়রানিসহ নানা অপকর্মে দৃশ্যমান ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ। এ ছাড়া এসব অপরাধের বিচারের দীর্ঘসূত্রতা ও অপরাধীদের প্রশ্রয়ের কারণে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটেই চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়সহ কোনো ক্ষেত্রে ধর্ষণের মতো জঘন্য ঘটনা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

তবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এহেন অন্তত একটি অপরাধের বিচার হয়েছে সম্প্রতি, যা অবশ্যই সাধুবাদযোগ্য। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ, গত ৩১ জানুয়ারি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শিরীণ আখতারকে চিঠি দিয়ে এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ দেন এক ছাত্রী। ওই ছাত্রী অভিযুক্ত অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে স্নাতকোত্তরের থিসিস করছেন। থিসিস শুরু হওয়ার পর থেকেই অধ্যাপক তাঁকে বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন করে আসছেন। এ ঘটনায় ১ ফেব্রুয়ারি ওই অধ্যাপককে সাময়িক অপসারণ করেছে কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন কেন্দ্রের অভিযোগ কমিটিও বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করে। পরে গত মঙ্গলবার এ কমিটি যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কেন্দ্রে প্রতিবেদন জমা দেয়। প্রতিবেদনে ঘটনার সত্যতা পায়। যার পরিপ্রেক্ষিতে রসায়ন বিভাগের সেই অধ্যাপককে স্থায়ীভাবে অপসারণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে ১ হাজার ২২ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ৩৬২ জন নারী এবং ৬৬০ জন কন্যাশিশু। এর পাশাপাশি ৫৩ জন নারী এবং ১৩৬ জন কন্যাশিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়। ধর্ষণ-পরবর্তী হত্যার শিকার হয় ১৩ জন নারী ও ৩৪ কন্যাশিশু।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, দেশে ২০২২ সালে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৪ হাজার ৩৬০ জন নারী। এর মধ্যে ৪৫০ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। একই সময়ে সারাদেশে সহিংসতার শিকার হয় ৯ হাজার ৭৬৪ জন নারী, যা খুবই ভয়াবহ। প্রশ্ন হলো- কেন ধর্ষণের মতো ন্যক্কারজনক ঘটনা বারবার ঘটে। সঠিক বিচার হলে এসব বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা।

সোশ্যাল মিডিয়াসহ অন্যান্য গণমাধ্যমে যেভাবে ধর্ষণ নামে নৃশংস, ঘৃণ্য, বর্বরোচিত ঘটনা দেখতে পাই, যা করোনাভাইরাস বা ডেঙ্গুর চেয়ে ভয়াবহ। ধর্ষণের ঘটনা এত বেড়ে চলেছে, যা আমাদের বাকরুদ্ধ করে দেয়। সমাজে সবাই সুখ-শান্তি এবং নিরাপদে থাকতে চায়। কিন্তু কিছু মানুষরূপী অমানুষের কারণে সেই শান্তি এখন বিনষ্ট হচ্ছে। এখান থেকে উত্তরণ না ঘটলে ভবিষ্যৎ আরও নষ্টের দিকে যেতে পারে।

ধর্ষণ সমাজে একটি মারাত্মক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। বিচারহীনতার সংস্কৃতি বা সামাজিক অবক্ষয় এ জন্য অনেকাংশে দায়ী। এই মারাত্মক ব্যাধি থেকে রক্ষায় আমাদের সবাইকে সচেতন এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। আমাদের ছেলেমেয়ে, ভাইবোন, স্ত্রীকে আরও সচেতন করতে হবে। ধর্ষণ রোধে পরিবারেরও দায়িত্ব রয়েছে। ছেলেমেয়ে কোথায় যাচ্ছে, কী করছে, কার সঙ্গে চলাফেরা করছে, এসব বিষয়ে খোঁজ রাখতে হবে। অন্যথায় এদের সঠিক পথে পরিচালনা করা সম্ভব হবে না।

ধর্ষণ বন্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি কার্যকর করতে হবে, যাতে কেউ রাজনৈতিক বা অর্থের জোরে ধর্ষণের বিচার থেকে রেহাই না পায়। ধর্ষণের মতো অপরাধ দমনে ব্যর্থ হলে নারীরা সমাজে নিরাপদ বোধ করবে না। নারী প্রগতি থমকে যাবে; রাষ্ট্র ও সমাজ কারও জন্যই তা ভালো কিছু নয়।

দেশে ক্রমবর্ধমান ধর্ষণ বা নারী নির্যাতনের পেছনে কারণগুলো হচ্ছে-নিরবচ্ছিন্ন যৌন ইচ্ছা, যৌন হতাশা, পুরুষতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জ, নারীকে দুর্বল মনে করা, শক্তির প্রকাশ, ক্ষমতার রাজনৈতিক দাপট, প্রতিশোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ; সামাজিক রীতিনীতি, বন্ধন, মূল্যবোধের অভাব ইত্যাদি। এ ছাড়া ধর্ষণের পেছনে আরও কারণ রয়েছে। যেমন- ইন্টারনেটের সঠিক ব্যবহার না করা, যৌন শিক্ষা এবং ন্যায়বিচারের অভাব। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক অবক্ষয় ছাড়াও এ জাতীয় অপরাধ ক্রমশ বাড়ছে। কারণ সমাজের কোনো অংশই তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে না বলে মনে করি।

এসব বন্ধে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রজনন শিক্ষা ও নীতিশাস্ত্রের অধ্যয়নকে অন্তর্ভুক্ত; সামাজিক তদারকি ব্যবস্থা শক্তিশালী এবং আইন প্রয়োগ আরও কার্যকর করে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর সদস্যদের ধর্ষণ এবং নারী নির্যাতন বন্ধে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং নারীদের প্রতি পুরুষের অসম্মানজনক আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি নির্মূল করতে হবে। ধর্ষণ নিয়ন্ত্রণে শিক্ষা, জেন্ডার সংবেদনশীলতা এবং আইনি সচেতনতা অপরিহার্য। এ ছাড়া দরকার সুশাসন। প্রয়োজনে আইন সংশোধন করে জনসমক্ষে এসব পুরুষের বিচার করতে হবে।

ড. মো. শফিকুল ইসলাম: সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য পদ্ধতি বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

লন্ডনে অমর একুশে উদযাপিত

দেশ ডেস্ক, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪: লন্ডনে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপিত হয়েছে। পূর্ব লন্ডনের আলতাব আলী পার্কের শহীদ মিনারের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্যে দিয়ে ভাষা শহীদদের স্মরণে বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা।

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি' গানটি ছিল সকলের মুখে মুখে। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে একের পর এক বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলো শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে।

একুশের প্রথম প্রহরে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষাশহীদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানান টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান, স্পীকার জাহেদ চৌধুরী, বাংলাদেশ হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম, পপলার এন্ড লাইম হাউস আসনের এমপি আপসানা বেগম, টাওয়ার হ্যামলেটস লেবার গ্রুপ, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব, চ্যানেল এস টেলিভিশন, ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলামনাইস এসোসিয়েশন ইউকে, যুক্তরাজ্য বিএনপি, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ, উদীচী শিল্পগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক-সামাজিক সংগঠনসহ সাধারণ মানুষ।

এসময় মিডিয়ার সাথে আলাপকালে কমিউনিটিতে বাংলাভাষার বিকাশে ও চর্চার জন্য সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন মেয়র লুতফুর রহমান। তিনি বলেন আমাদের মাতৃভাষা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কমিউনিটি ভাষা সার্ভিস পুনরায় চালু করতে টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিল ৮ লক্ষ পাউন্ড বরাদ্দ করেছে। আমাদের মাতৃভাষাকে ও এর ইতিহাস বৃটেনের বাংলাদেশি নতুন প্রজন্মের কাছে ভালোভাবে পৌঁছাতে যেকোনো সহযোগিতায় আমি প্রস্তুত।

বাংলাদেশ হাইকমিশনার সাইদা তাসনিম মুনা বলেন, প্রবাসে বাংলা ভাষার বিকাশে বাংলাদেশি কোন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন যদি কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করে তাহলে বাংলাদেশ হাইকমিশনের পক্ষ থেকে আর্থিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও বাংলা বই দেয়াসহ সকল ধরনের সহযোগিতা করা হবে।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বৃটিশ পার্লামেন্টের এমপি আফসানা বেগম অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, আমি প্রতি বছর পার্লামেন্টে আন্তর্জাতিক ভাষাকে নিয়ে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করি, আমি গত দুবছর আগে সংসদে বাংলা সিলেটি ভাষায় কথা বলেছিলাম যা আগে কখনো হয়নি, এ নিয়ে বিতর্কও হয়েছিল, আমি চাই সবাই তার নিজ মাতৃভাষায় সংসদে কথা বলুক, তাদের মাতৃ ভাষাকে সংসদে সামনে নিয়ে আসুক। আমাদের মাতৃভাষা নিয়ে গর্ব করা উচিত। সংসদে মাতৃভাষায় কথা বলার চর্চা নিয়মিত করা উচিত।

এদিকে একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে প্রতিবছরের ন্যায় প্রভাতফেরির আয়োজন করে যুক্তরাজ্য প্রভাতফেরি উদযাপন পরিষদ।

লিংকন্স চেম্বার্স সলিসিটর্স এর নতুন অফিস উদ্বোধন

আমিও তার কাছ থেকে বিভিন্ন সময় আইনি বিষয়ে পরামর্শ নিয়ে থাকি। ব্যারিস্টার নাজির আহমদের সুদীর্ঘ ২৫ বছরের অভিজ্ঞতালব্দ আইনি জ্ঞানের মাধ্যমে নতুন চ্যাম্বারে বৃহত্তর পরিসরে আরও ব্যাপকভাবে দক্ষতার সাথে আইনী সহায়তা দিয়ে যাবেন বলে আমার বিশ্বাস।

আড়াই দশক থেকে আইনী সেবা দিয়ে আসা বৃটেনের সুপরিচিত মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও আইনজ্ঞ ব্যারিস্টার নাজির আহমদের ল' ফার্ম লিংকন্স চেম্বারস সলিসিটরস নতুন ঠিকানায় বৃহত্তর পরিসরে নবযাত্রা শুরু করলো। শুক্রবার জু'মার পর থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত শতাধিক আইনজীবীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রায় তিন শতাধিক আমন্ত্রিত অতিথিদের পদচারণায় চেম্বারটি ছিল মুখরিত। ব্যারিস্টার নাজির আহমদ ও তাঁর সদ্য ব্যারিস্টারী পাশ করা মেয়ে ব্যারিস্টার ফারহানা আহমদ অতিথিদেরকে স্বাগত জানান ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। অতিথিদেরকে বিভিন্ন মিষ্টান্ন, কোমল পানীয় এবং বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী এশিয়ান খাবারের মাধ্যমে আপ্যায়িত করা হয়। অতিথিরা মিষ্টি, কেক ও ফুল দিয়ে ব্যারিস্টার নাজির আহমদকে অভিনন্দন জানান।

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে এক সংক্ষিপ্ত অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ফিতা কেটে নতুন অফিস উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের সাবেক ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী, চ্যানেল এস-এর ফাউন্ডার মাহী ফেরদৌস জলিল, বৃটিশ ট্রাইব্যুনাল ও কোর্ট অব প্রটেকশনের জজ নজরুল খসরু, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কমিউনিটি নেতা কেএম আবু তাহের চৌধুরী, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলের (জিএসসি) সেন্ট্রাল চেয়ারপারসন ব্যারিস্টার আতাউর রহমান।

গ্র্যান্ড অপেনিং-এর পূর্বে ব্যারিস্টার নাজির আহমদের সভাপতিত্বে ও আইনজীবী আমিন চৌধুরীর পরিচালনায় সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও দোয়া পরিচালনা করেন বৃটেনের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইউরোপের বৃহৎ মসজিদ ইস্ট লন্ডন মস্কের প্রধান খতিব এবং মালয়েশিয়া ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক শাঈখ আব্দুল কাইয়ুম।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চ্যানেল এস-এর ফাউন্ডার মাহী ফেরদৌস জলিল, ট্রাইব্যুনাল ও কোর্ট অব প্রটেকশনের জজ নজরুল খসরু, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কমিউনিটি নেতা কেএম আবু তাহের চৌধুরী, বৃটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের (বিবিসিসিআই) প্রেসিডেন্ট সাইদুর রহমান রেনু জেপি, সোসাইটি অব বৃটিশ বাংলাদেশী সলিসিটর্স (এসবিবিএস)-এর ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট সলিসিটর সহুল আহমদ, বিবিসিসিআই-এর সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রফেসর শাহগীর বখত ফারুক, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারী সাংবাদিক তাইসির মাহমুদ, সাংবাদিক ও লেখক আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, তাজ সলিসিটরস-এর কর্ণধার ব্যারিস্টার তাজ শাহ, কমিউনিটি নেতা মীর্জা আসহাব বেগ, এমকিউ হাসান সলিসিটরস-এর প্রিন্সিপাল ব্যারিস্টার এমকিউ হাসান, বাংলাদেশের সাবেক জজ ব্যারিস্টার মুজিবুর রহমান, চার্টার্ড একাউনটেন্ট এম এ মুহিত, আইনজীবী ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব নাশিত রহমান প্রমুখ।

বক্তারা ব্যারিস্টার নাজির আহমদের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, তিনি বহুমুখি প্রতিভার অধিকারী। সমাজ ও কমিউনিটির সবক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ। প্রচন্ড ব্যক্তিত্বশালী ও অত্যন্ত অমায়িক ব্যবহারের অধিকারী ব্যারিস্টার নাজির আহমদকে বৃটেনের বাঙ্গালী কমিউনিটি এক আস্থা ও বিবেকের জায়গা মনে করেন। মিডিয়ায় তাঁর লেখা ও কথা এবং জনগণকে আইনী সেবা দেয়ার ধরণ এক কথায় অনন্য। বক্তারা ব্যারিস্টার নাজির আহমদ ও তাঁর চ্যাম্বারের উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করেন।

এছাড়া দুপুর থেকে রাত ১১ টা পর্যন্ত বিভিন্ন সময় যারা ভিজিট করেছেন ও অভিনন্দন জানিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, মুসলিম কাউন্সিল অব বৃটেনের (এমসিবি) সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল ড. এম এ বারী এমবিই, এসবিবিএস-এর প্রেসিডেন্ট সলিসিটর ফরিদা হাকিম, চ্যানেল এস-এর হেড অব নিউজ সাংবাদিক কামাল মেহেদী, ব্যারিস্টার সৈয়দ আফজাল জামি, এসবিবিএস-এর সেক্রেটারী জেনারেল সলিসিটর মেহেদি হাসান, ব্যারিস্টার মাসুদ চৌধুরী, ব্যারিস্টার মুহাম্মদ আবুল কালাম চৌধুরী, টিভি ওয়ান-এর সিনিয়র সাংবাদিক জাকির হোসেন কয়েছ, সাংবাদিক ফয়সল মাহমুদ, ব্যারিস্টার সালাহ উদ্দিন সুমন, ব্যারিস্টার জিন্নাত আলী, সলিসিটর জহির আহমদ, চ্যানেল এস-এর সিনিয়র প্রডিউসার আহাদ আহমদ, ব্যারিস্টার নুরুল গাফফার, বাংলা ভিশনের ইউকে ব্যুরো ইনচার্জ সাংবাদিক এম এ হান্নান, মানবজমিনের ইউকে প্রতিনিধি খালেদ মাসুদ রনি, এসবিবিএস-এর সাবেক প্রেসিডেন্ট সলিসিটর দেওয়ান মেহেদী, একাউন্টেন্ট নুরুজ্জামান, ব্যারিস্টার এম এ মুহিত খান, ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী, ব্যারিস্টার শহীদুল ইসলাম মামুন, ব্যারিস্টার সাইফুউদ্দিন খালেদ, চ্যানেল এস-এর সিনিয়র রিপোর্টার রেজাউল করিম মৃধা, সলিসিটর হিফজুর রহমান, ব্যারিস্টার খালেদ নূর, সলিসিটর মুহাম্মদ সেলিম, সাংবাদিক এমএ কাইয়ুম, ব্যারিস্টার সাইয্যীদ বাকী, সলিসিটর ইমরুল হোসাইন শেখ, বিবিসিসিআই-এর ডাইরেক্টর আবুল কালাম আজাদ, সাংবাদিক জুবায়ের আহমদ, একাউন্টেন্ট রাব্বীর হাসাইন, সাংবাদিক খান জামাল নুরুল ইসলাম, ব্যারিস্টার এনামুল হক, সাংবাদিক হাসনাত চৌধুরী, ট্রেভেল লিংকের কর্নধার সামি আব্দুল্লাহ, সাংবাদিক আমিনুর চৌধুরী, মানবাধিকার কর্মী মিসবাহ উদ্দিন, সাবেক কাউন্সিলর ও ঔপন্যাসিক শাহ সোহেল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাসিনুজ্জামান নূরু ও ফারুক মিয়া প্রমুখ।

ব্যারিস্টার নাজির আহমদ আমন্ত্রিত অতিথিদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বিগত আড়াই দশকের আইনী ক্যারিয়ারে সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলার চেষ্টা করেছি। বিবেকের দায়বদ্ধতা ও পরকালের জবাবদিহীতা ছিল আমার আইনী ক্যারিয়ারের গাইড। কোনো মামলার মেরিটের ব্যাপারে চুল পরিমাণ না বাড়িয়ে যা যা আছে তাই বলা এবং তার উপর ভিত্তি করে যথাসম্ভব প্রফেশনাল যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়ে সহযোগীতার চেষ্টা করেছি ক্লাইন্টদের সুবিচার নিশ্চিত করতে ও অধিকার ফিরে পেতে। এর বিনিময়ে পেয়েছি অসংখ্য মানুষের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালবাসা। আর এগুলোই আমাদের চলার পথে পাথেও হিসেবে থাকবে। ভবিষ্যতে আমি আমার মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে আমার বাংলাদেশী কমিউনিটিসহ সমাজ ও দেশের জন্য কাজ করে যেতে বদ্ধপরিকর। সংবাদ

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SAMUEL ROSS SOLICITORS
Legal Aid (Family, Housing & Crime)
Our contact: 07576 299951
Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

সৌদি ভিসা ছাড়াই ওমরাহ পালনসহ ভ্রমণের সুযোগ

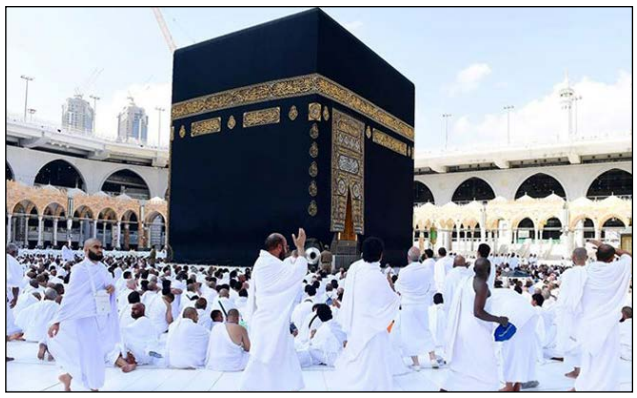

দেশ ডেস্ক, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) ২৭ দেশের স্থায়ী বাসিন্দারা ভিসা ছাড়াই ওমরাহ পালন করতে পারবেন। ওমরাহ করার জন্য তাদেরকে আগে থেকে কোনো ভিসা নিতে হবে না।

সেই সঙ্গে তারা পর্যটনের উদ্দেশ্যে নাকি ওমরাহ পালনের জন্য এসেছেন, সে বিষয়টি বিবেচনা করা হবে না। সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহবিষয়ক মন্ত্রণালয় এসব তথ্য জানিয়েছে। সোমবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজ। দেশটির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, ওমরাহ প্রক্রিয়া সহজ, উন্নতমানের সেবা এবং পূণার্থীদের সৌদির সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সৌদি ভিশন-২০৩০ এর অংশ হিসেবে এমন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, হজ পালনে যোগ্য ব্যক্তিরা সহজেই নুসুক অ্যাপের মাধ্যমে তাদের ওমরাহ পালনের পরিকল্পনা সাজাতে পারবেন। এমন কি চাইলে এসব দেশের বাসিন্দারা সৌদিতে পৌঁছেই ওমরাহ পালনে আনুষ্ঠানিকা শুরু করে দিতে পারবেন।

সেই সঙ্গে এসব দেশের

---- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

লিংকন্স চেম্বার্স সলিসিটর্স এর নতুন অফিস উদ্বোধন

ন্যায় বিচার পাওয়া আইনের শাসনের প্রধান স্তম্ভ: বিচারপতি ইমান আলী

বাংলাদেশের সাবেক ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী বলেছেন, ন্যায় বিচার পাওয়া আইনের শাসনের প্রধান স্তম্ভ। যে সমাজে আইনজীবীদের মান যত ভাল সে সমাজে আইনের শাসন ও বিচার প্রক্রিয়ার মানও তত ভাল। অসুস্থ হলে মানুষ অনন্যোপায় হয়ে চিকিৎসকের কাছে যায়, ঠিক তেমনি অবিচারের শিকার হয়ে কোনো উপায় না পেয়ে অসহায় অবস্থায় মানুষ অধিকার পেতে বা সুবিচার নিশ্চিত করতে আইনজীবীদের শরনাপন্ন হন। আইনজীবীরা তাদের সততা, দক্ষতা ও যোগ্যতা দিয়ে তাদের ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে বা অধিকার ফিরে পেতে সহায়তা করেন। সাধারণ জনগণের বিচার ব্যবস্থায় সহজ প্রবেশ নিশ্চিত করতে না পারলে আইনের শাসন কেবল থিউরী বা কিতাবের মধ্যেই থাকবে। ১৯৬৬ সালে বৃটেনে প্র্যাকটিসরত কোনো সলিসিটর দেখিনি। ভাল লাগছে আজ বৃটেনে শত শত আইনজীবী দক্ষতার সাথে মেইনস্ট্রীমে প্র্যাকটিস করছেন।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পূর্ব লন্ডনের কমার্শিয়াল রোডে ব্রিটেনের প্রতিথযশা আইনজীবী ব্যারিস্টার নাজির আহমদের ল'ফার্ম 'লিংকন্স চেম্বারস সলিসিটর্স'-এর নতুন অফিসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশের সাবেক ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

তিনি বলেন, ব্যারিস্টার নাজির আহমদের সাথে আমার পরিচয় ও ঘনিষ্টতা দীর্ঘদিনের। মালটি টেলেন্টেড পারসোনালিটি ব্যারিস্টার নাজির আহমদ বৃটেনে বৃটিশ-বাংলাদেশীদের কাছে এক সুপরিচিত নাম, আইনের ক্ষেত্রে এক আস্থার জায়গা।

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

বেনেকো ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস'র ১০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

দেশ ডেস্ক, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪: বেনিকো ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসেসের ১০ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে ১৬ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার পূর্ব লন্ডনের হলিডে ইন হোটেলের হল রুমে এক নৈশভোজ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে কমিউনিটির বিশিষ্ট বক্তিবর্গ, মূলধারার বাংকের কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন ব্রোকার হাউজের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

মিডিয়া ব্যক্তিত্ব লুৎফুন নাহার বেবীর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বেনিকোর ডাইরেক্টর এবং ফাইনেনশিয়াল কনসালটেন্ট মোস্তাফিজুর রহমান।

তিনি বলেন, যুক্তরাজ্যের বর্তমান অর্থনৈতিক দুরাবস্থায় বৃটেনের অভিবাসী কমিউনিটির জন্য নিজস্ব বাড়ি কেনা অনেকটা কঠিন হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশী অনেকের বাড়ি কেনার মতো সামর্থ থাকা স্বত্বেও শুধুমাত্র যথার্থ তথ্যের অভাব ও আইনী বিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে বাড়ি কিনতে পারছেননা। আবার অনেকে ছোট ছোট ভূলের কারনে লেন্ডারদের কাছ থেকে মর্গেজ পাচ্ছেননা ।বেনেকো ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এক দশকের বেশি সময় থেকে বাংলাদেশী কমিউনিটির পাশাপাশি মূলধারায় সুনামের সাথে সেবা প্রদান করে আসছে । ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে যাত্রার শুরুতে বেনেকো ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এআর-এর নিয়োগকৃত প্রতিনিধি হিসাবে কাজ শুরু করেছিল । বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান ফিনান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটির (এফসিএ) অনুমতিপ্রাপ্ত একটি

---- ১৯ নং পৃষ্ঠা ...

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd
31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP
Telephone: 0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876
Email: info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk